উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা-শাল্লা, জেলা-সুনামগঞ্জ

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, শাল্লা, সুনামগঞ্জ

সমন্বয়ে

VARD ভলান্টারী এসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ভার্ড)

আগষ্ট ২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

UKaid from the British people | European Union | NORWEGIAN EMBASSY | SWEDEN | Australian Aid | UNDP Empowered lives. Resilient nations.

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

শাল্লা উপজেলা

২০১৪

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

শাল্লা উপজেলা

জেলাঃ সুনামগঞ্জ

বাণী

ভাটির দেশ হিসেবে সুনামগঞ্জ জেলাটি সর্বত্র পরিচিত। 'মৎস্য, পাথর, ধান সুনামগঞ্জের প্রাণ' এ প্রবাদটি সর্বজন স্বীকৃত। প্রাচীন কালীধর সাগর নামে পরিচিত হাওড়বেষ্টিত সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলা অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ। আগাম বন্যা এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। এছাড়া, এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য দুর্যোগসমূহ হল মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, শিলাবৃষ্টি, খরা ইত্যাদি।

ভার্ড শাল্লা উপজেলায় সিডিএমপি ফেইজ-২ এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামতের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এবং সময়োপযোগী। এই পরিকলপনা শাল্লা উপজেলার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

উক্ত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি তৈরির সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন কামনা করি।

গনেন্দ্র চন্দ্র সরকার
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
শাল্লা, সুনামগঞ্জ
ও
চেয়ারপারসন
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
শাল্লা, সুনামগঞ্জ

বাণী

ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ুর কারণে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ অন্যতম একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এদেশের প্রতিটি জেলাই কমবেশী দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। এ জেলাগুলোর মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলা অন্যতম। সুনামগঞ্জ হাওরবেষ্টিত নীচু ভূমি ও মেঘালয়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জেলা। ভাটির দেশ হিসেবে এ জেলাটি সর্বত্র পরিচিত। 'মৎস্য, পাথর, ধান সুনামগঞ্জের প্রাণ' এ প্রবাদটি সর্বজন স্বীকৃত। সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলা অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ। আগাম বন্যা এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ।

অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢল দারাইন নদী দিয়ে প্রবেশ করে মূলতঃ শাল্লায় আগাম বন্যার সৃষ্টি করে। এতে ঐ এলাকার বিভিন্ন হাওর যেমন, ছায়ার হাওর, কালিগোটার হাওর, গাছেরডর হাওর, বেড়াডহর হাওর, বাগুয়া হাওর, ভান্ডার হাওর ও পোড়ারপাড় হাওরের বোরো ফসল নষ্ট হয়। বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষের দিকে অথবা বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে এ উপজেলায় আগাম বন্যা সংগঠিত হয়ে থাকে। এছাড়া, পলি পড়ে দারাইন নদী ভরাট হয়ে গিয়েছে। এজন্য দারাইন নদী ড্রেজিং করা প্রয়োজন। আগাম বন্যার হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য দ্রুত ফসল কেটে বাহনের অভাবে নিয়ে আসা যায় না। এতে কাটা ফসল পানিতে নষ্ট হয়। এক্ষেত্রে ট্রাক্টরের ব্যবস্থা করা গেলে সবখান থেকে ধান আনা নেয়া যাবে। পাহাড়ী ঢল ও প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের ফলে আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এ উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হয়। বর্ষাকালে পুরো এলাকা পানিতে থৈ থৈ করে। তখন দূর থেকে দেখলে একেকটি গ্রামকে কচুরী পানার মতো মনে হয়। এসময় হাওরে বাতাসের কারণে ঢেউয়ের (আফাল) সৃষ্টি হয়। এতে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, পশু সম্পদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও বেরীবাধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, নৌকাডুবিতেও প্রাণহাণী ঘটে। এ উপজেলায় সাধারণতঃ চৈত্র মাসের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড় হয়। এর ফলে বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্য সংকট দেখা দেয়, নৌকা ও লঞ্চ ডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয় এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। এ উপজেলায় সাধারণতঃ ফাল্গুন মাসের শুরু থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত খরা হয়। এতে বোরো ফসল, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। শাল্লার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ করে রাস্তাঘাট নেই বললেই চলে। তাই এ উপজেলার রাস্তাঘাট তৈরি করা দরকার। এছাড়া, কমিউনিটি টয়লেট স্থাপন, কাটাখালিতে স্লুইজ গেট নির্মাণ এবং মাটির কেল্লা তৈরি করা প্রয়োজন। শাল্লার প্রতিটি ইউনিয়নে প্রায় প্রতিবছর দুর্যোগ হয় এবং জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এতে বিভিন্ন প্রকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ ব্যহত হয়। এই উপজেলা প্রতিবছর দুর্যোগে পতিত হলেও উপজেলা পর্যায়ে কোন কর্মপরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায়নি। ভার্ড শাল্লা উপজেলায় সিডিএমপি ফেইজ-২ এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং এই প্রকল্পের আওতায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামতের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে জেনে আমি তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

উক্ত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি সংশ্লিষ্ট উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় বাস্তবতার নিরিখে প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততায় তৈরি, যার ফলে উপজেলার দূর্যোগের সঠিক চিত্র তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে যা দূর্যোগ হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করছি।

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শাল্লা, সুনামগঞ্জ
ও
কো-চেয়ারপারসন
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
শাল্লা, সুনামগঞ্জ

বাণী

ছায়ার হাওর ও ভান্ডার হাওরে অফুরন্ত মৎস্য ভান্ডারে পরিপূর্ণ শাল্লা উপজেলাবাসী বিশাল জলরাশির মাঝে সামান্য খরকুটুকে আশ্রয় করে মানুষ যেমন নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে তেমনি শাল্লা উপজেলার বিভিন্ন জনপদের মানুষগুলোর স্থানীয় কৌশলকে অবলম্বন করে দূর্যোগ মোকাবিলায় জলবায়ু পরিবর্তন রোধে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। তাদের এই ভূমিকাকে আরো বেগবান করার জন্য ভার্ড শাল্লা উপজেলায় সিডিএমপি ফেইজ-২ এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামতের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দূর্যোগের কারণে যে ক্ষতির সম্ভাবনা তার পরিমাণ অনেকাংশে কমিয়ে আনতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। সেই কারণে উক্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

যাহোক, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন কামনা করি।

মোঃ এরশাদুল আলম
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
শাল্লা উপজেলা
সুনামগঞ্জ
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
শাল্লা, সুনামগঞ্জ

বাণী

হাওরবেষ্টিত নীচু ভূমি ও সবুজে ঘেরা মেঘালয়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জেলা সুনামগঞ্জ। প্রাকৃতিক দূর্যোগের সঙ্গে সখ্যতা গড়েই এই জেলার মানুষগুলো জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রকৃতির অপরুপ সৌন্দর্যের গৌরব যেমন এই এলাকার মানুষগুলোকে আলাদাভাবে মর্যাদায় আসীন করেছে তেমনি প্রকৃতির রুঢ়তা এই জনপদের মানুষগুলোকে বারবার উন্নয়নের ধারা থেকে পিছনে ঠেলে দিয়েছে। প্রাচীন কালীধর সাগর নামে পরিচিত হাওড়বেষ্টিত সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলা অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ। আগাম বন্যা এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। এছাড়া, এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য দুর্যোগসমূহ হল মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, শিলাবৃষ্টি, খরা ইত্যাদি। প্রাকৃতিক দূর্যোগসমূহ প্রায়শই ভয়াবহ আকারে আঘাত হেনে জান-মাল ও সম্পদের ক্ষতি সাধন করে, যা শুধুমাত্র ব্যক্তি বা একটি সমাজের জনগোষ্ঠীকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, জাতীয় আর্থনীতি ও সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। দূর্যোগের ঝুকি ও ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য সর্বাত্বক প্রচেষ্টা গ্রহণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি সঠিক পরিকল্পনা।

এরই ধারাবাহিকায় ভার্ড শাল্লা উপজেলায় সিডিএমপি ফেইজ-২ এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় বাস্তবতার নিরিখে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করেছে। পরিকল্পনাটিতে যেসব তথ্য বিদ্যমান সেগুলো হল স্থানীয় এলাকা পরিচিতি- দূর্যোগের ইতিহাস, জনসংখ্যা, অবকাঠামো, দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস-ঝুঁকির কারণ, ঝুঁকি নিরসনের উপায়, দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন প্রস্তুতি, দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি, স্বাভাবিক সময়ে করণীয়, জরুরী সারা প্রদান, উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা ইত্যাদি। ইহা উপজেলার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

মোঃ রাজিব আহমেদ
জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা
সুনামগঞ্জ
ও
সদস্য সচিব
জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
সুনামগঞ্জ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	পৃষ্ঠা নং
১.১ পটভূমি	৮
১. ২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	৮
১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	৯
১.৩.১ উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	৯
১.৩. ২ আয়তন	৯
১.৩.৩ জনসংখ্যা	১০
১.৪. অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য	১০
১.৪.১ অবকাঠামো	১০
১.৪.২ সামাজিক সম্পদ	১১
১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু	১৩
১.৪.৪ অন্যান্য	১৪
দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা	
২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস	১৬
২.২ উপজেলার আপদসমুহ	১৮
২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্র বর্ননা	১৮
২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	২৩
২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	২৫
২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ	২৫
২.৭ সামাজিক মানচিত্র	২৭
২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র	২৭
২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি	২৮
২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	৩০
২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা	৩২
২.১২ খাতভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা	৩২
২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব	৩৪
তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস	
৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ	৩৯
৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ	৩৯
৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা	৪১
৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা	৪২
৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি	৪২
৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন	৫০
৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী	৫২
৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে	৫৪
চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান	
৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)	৫৬
৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	৫৬
৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা	৫৭
৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	৫৮
৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার	৫৮
৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি	৫৮
৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান	৫৮
৪.২.৫ আশ্রয়কেদ্র রক্ষনাবেক্ষন	৫৯
৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা	৫৯
৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণ	৫৯
৪.২.৮ ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা	৫৯

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা ৫৯
৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা ৫৯
৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা ৫৯
৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC) পরিচালনা ৬০
৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থানসমুহ ৬০
৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থানসমুহের তালিকা ও বর্ননা ৬০
৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ৬১
৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে) ৬৩
৪.৬ অর্থায়ন ৬৪
৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ ৬৫

পঞ্চম অধ্যায়: উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন ৬৭
৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার ৭২
৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ৭২
৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার ৭২
৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ ৭২
৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা ৭২
সংযুক্তি ১ আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেকলিষ্ট ৭৩
সংযুক্তি ২ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ৭৪
সংযুক্তি ৩ ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা ৭৬
সংযুক্তি ৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা ৮০
সংযুক্তি ৫ এক নজরে উপজেলা ৮২
সংযুক্তি ৬ বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সূচী ৮৩
সংযুক্তি ৭ সামাজিক মানচিত্র ৮৪
সংযুক্তি ৮ ঝুঁকি মানচিত্র ৮৫
সংযুক্তি ৯ নিরাপদ মানচিত্র ৮৬
সংযুক্তি ১০ হাটবাজারের তালিকা ৮৭
সংযুক্তি ১১ স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার তালিকা ৮৮
সংযুক্তি ১২ স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রের তালিকা ৯৯
সংযুক্তি ১৩ বিলের তালিকা ১০০
সংযুক্তি ১৪ বিভিন্ন পেশাজীবী সমবায় সমিতির তালিকা ১০৫
সংযুক্তি ১৫ উপজেলার জনপ্রতিধিদের তালিকা ১১৫
সংযুক্তি ১৬ ওয়ার্ডভিত্তিক ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা ১১৬
সংযুক্তি ১৭ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালার প্রতিবেদন ১১৭
সংযুক্তি ১৮ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বৈধকরণ সভার প্রতিবেদন ১২১

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমি

দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলীতে ঝুঁকিহ্রাস ও আপদকালীন পরিকল্পনাকে অন্তর্ভূক্ত করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কার্যকারিতা, নিবিড় এবং ফলাফলধর্মী কর্মপদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ৩-৫ বছরের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ুর কারণে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ অন্যতম একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এদেশের প্রতিটি জেলাই কমবেশী দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। এ জেলাগুলোর মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলা অন্যতম। সুনামগঞ্জ হাওরবেষ্টিত নীচু ভূমি ও মেঘালয়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জেলা। ভাটির দেশ হিসেবে এ জেলাটি সর্বত্র পরিচিত। 'মৎস, পাথর, ধান সুনামগঞ্জের প্রাণ' এ প্রবাদটি সর্বজন স্বীকৃত।

সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলা অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ। আগাম বন্যা এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢল দারাইন নদী দিয়ে প্রবেশ করে মূলতঃ শাল্লায় আগাম বন্যার সৃষ্টি করে। এতে ঐ এলাকার বিভিন্ন হাওর যেমন, ছায়ার হাওর, কালিগোটার হাওর, গাছেরডর হাওর, বেড়াডহর হাওর, বাগুয়া হাওর, ভান্ডার হাওর ও পোড়ারপাড় হাওরের বোরো ফসল নষ্ট হয়। বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষের দিকে অথবা বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে এ উপজেলায় আগাম বন্যা সংগঠিত হয়ে থাকে। এছাড়া, পলি পড়ে দারাইন নদী ভরাট হয়ে গিয়েছে। এজন্য দারাইন নদী ড্রেজিং করা প্রয়োজন। আগাম বন্যার হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য দ্রুত ফসল কেটে বাহনের অভাবে নিয়ে আসা যায় না। এতে কাটা ফসল পানিতে নষ্ট হয়। এক্ষেত্রে ট্রাক্টরের ব্যবস্থা করা গেলে সবখান থেকে ধান আনা নেয়া যাবে। পাহাড়ী ঢল ও প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের ফলে আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এ উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হয়। বর্ষাকালে পুরো এলাকা পানিতে থৈ থৈ করে। তখন দূর থেকে দেখলে একেকটি গ্রামকে কচুরী পানার মতো মনে হয়। এসময় হাওরে বাতাসের কারণে ঢেউয়ের (আফাল) সৃষ্টি হয়। এতে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, পশু সম্পদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও বেরীবাধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, নৌকাডুবিতেও প্রাণহাণী ঘটে। এ উপজেলায় সাধারণতঃ চৈত্র মাসের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড় হয়। এর ফলে বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্য সংকট দেখা দেয়, নৌকা ও লঞ্চ ডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয় এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। এ উপজেলায় সাধারণতঃ ফাল্গুন মাসের শুরু থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত খরা হয়। এতে বোরো ফসল, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। শাল্লার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ করে রাস্তাঘাট নেই বললেই চলে। তাই এ উপজেলার রাস্তাঘাট তৈরি করা দরকার। এছাড়া, কমিউনিটি টয়লেট স্থাপন, কাটাখালিতে স্লুইজ গেট নির্মাণ এবং মাটির কেল্লা তৈরি করা প্রয়োজন। শাল্লা উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে প্রায় প্রতিবছর দুর্যোগ হয় এবং জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এতে বিভিন্ন প্রকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ ব্যহত হয়। এই উপজেলা প্রতিবছর দুর্যোগে পতিত হলেও উপজেলা পর্যায়ে কোন কর্মপরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায়নি। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি শাল্লা উপজেলার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাসকরণে পরিবার, সমাজ, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তবসম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন।
- অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরূপণ এবং ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুনর্বাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকা ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৌশলগত দলিল তৈরি করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারি, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ, কার্যকর অংশীদারিত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.৩.১. উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান:

শাল্লা উপজেলাটি বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সিলেট বিভাগের অন্তর্গত হাওরবেষ্টিত সুনামগঞ্জ জেলায় অবস্থিত । এর উত্তর-পশ্চিমে নেত্রকোণা জেলার খালিয়াজুড়ি উপজেলা, উত্তর-পুর্বে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলা, দক্ষিণ-পূর্বে হবিগঞ্জ জেলার আজমিরিগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণ-পশ্চিমে কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলা অবস্থিত। সিলেট বিভাগীয় শহর হতে সুনামগঞ্জ জেলা শহরের দূরত্ব ৬৯ কিলোমিটার এবং সুনামগঞ্জ জেলা শহর হতে শাল্লা উপজেলার দূরত্ব ৬৩ কিলোমিটার। এ উপজেলায় মোট ৬ টি নদী, ১২১ টি খাল, ৯১.১০ কিলোমিটার বাঁধ এবং ১৩৭ কিলোমিটার রাস্তা রয়েছে। উপজেলার মোট আয়তন ২৬৩ বর্গ কিলোমিটার। এ উপজেলার মাটির প্রকৃতি এটেল, এটেল দো-আঁশ এবং দো-আঁশ । উপজেলার বেশিরভাগ বসতভিটা এটেল মাটির এবং আবাদি জমি এটেল দো-আঁশ এবং দো-আঁশ মাটির যার উর্বরতা শক্তি বেশি। সেচের খাল ও পুকুর পাড়ের মাটি এটেল দো-আঁশ প্রকৃতির এবং রাস্তাঘাটের মাটির প্রকৃতি এটেল ও দো-আঁশ। এ উপজেলায় কোন খনিজ সম্পদ নেই।

১.৩.২ আয়তন

শাল্লা উপজেলার মোট আয়তন ২৬৩ বর্গ কিলোমিটার। এ উপজেলার অন্তর্গত মোট ৪ টি ইউনিয়ন, ৬৮ টি মৌজা এবং ১২১ টি গ্রাম রয়েছে।

উপজেলা	ইউনিয়নের নাম	মৌজার ষংখ্যা	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
শাল্লা	আটগাঁও	১৬	মির্জাপুর, নিজগাঁও, নিয়াকতপুর, রাহুতলা, বড়গাঁও, ইরারাবাদ, কাশিপুর, বাঘমারা, শরিফপুর, দাউদপুর, আনন্দপুর, ভাটিমামুদনগর, পুটকা, আটগাঁও, সমপুর ও খলাগাঁও।
	বাহাড়া	১৬	পোড়ারপাড়, প্রতাপপুর, লক্ষ্মীপাশা, পাচবর্মা, রুপশা, সোদানখলা, বাটগাঁও, পিরোজপুর, মোসাপুর, মেদা, গুজিয়ারগাঁও, ডোমরা, কান্দখলা, গুজীয়ারচক, মোক্তারপুর ও সুলতানপুর।
	হবিবপুর	১৯	নিয়ামতপুর, জয়পুর, চাকুয়া, কাশীপুর, হাবিবপুর, নোয়াগাঁও, পুটকা, কলাপাড়া, জাতগাঁও, ব্রাক্ষণগাঁও, নারকিলা, ছত্রিশ, মশাকূলী, শরেশপুর, বিলপুর, দত্তপাড়া, আগুয়াই পশ্চিম নিয়ামতপুর ও নারায়নপুর।
	শাল্লা	১৭	কান্দিগাঁও, ইয়ারাবাধ, কেরুহালা, আদিত্যপুর, গোহায়ানী, ইসলামপুর, গোবিন্দপুর, রোয়া, নোওয়াগাঁও, ছব্বিশা, সহদেবপুর, মনোয়া, শ্রীহাইল, মোমেনপুর, হুসেনপুর, বেড়ামহনা ও শাল্লা।
মোট	**০৪**	**৬৮**	

উৎসঃ উপজেলা ভূমি অফিস, শাল্লা।

১.৩.৩ জনসংখ্যা

শাল্লা উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১১৩৭৪৩ এর মধ্যে পুরুষ ৫৭৩১৬ জন এবং মহিলা ৫৬৪২৭ জন।

ইউনিয়নের নাম	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-১৫)	বৃদ্ধ (৬০+)	প্রতিবন্ধি	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/খানা	ভোটার
আটগাঁও	১৫৯৬২	১৫৫০৪	১৩৪৬৭	২৩৯১	৩৩৬	৩১৪৬৬	৫৪৮৫	১৯৪৩৮
বাহাড়া	১৩৭৩৯	১৩৭৭৬	১০০৪৩	২৫৩১	৫৫২	২৭৫১৫	৫০৮৪	১৭৬৪৯
হবিবপুর	১৪৭৯৫	১৪৭৩৯	১৩০৫৪	২৫৬৯	২৪৬	২৯৫৩৪	৫৩৭৯	১৮৩১৮
শাল্লা	১২৮২০	১২৪০৮	১০২৬৮	২০৯৪	২৩৩	২৫২২৮	৪৩৫১	১৫৫০১
মোট	**৫৭৩১৬**	**৫৬৪২৭**	**৪৬৮৩২**	**৯৫৮৫**	**১৩৬৭**	**১১৩৭৪৩**	**২০২৯৯**	**৭০৯০৬**

উৎসঃ জনসংখ্যা জরীপ, ২০১১, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর, জেলা নির্বাচন কমিশন অফিস, সুনামগঞ্জ।

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্তভাবে বর্ননা থাকতে হবে

১.৪.১ অবকাঠামো

বাঁধ

শাল্লা উপজেলায় মোট ৯ টি বাঁধ রয়েছে যার দৈর্ঘ্য মোট ৯১.১০ কিলোমিটার। বাঁধগুলো হল ছায়ার হাওর বাঁধ, কালিগোটার বাঁধ, ভান্ডার বাঁধ, গাছেরডর বাঁধ, বেড়াডহর বাঁধ, বাগুয়া বাঁধ, পোড়ারপাড় বাঁধ, মনুয়া বাঁধ এবংকানকনা-দারাইন নদী-তাজপুর বাঁধ। বাঁধগুলোর গড় উচ্চতা (রিডিউস লেভেল) ৫.৫-৬ মিটার । প্রতিবছর বর্ষায় বাঁধগুলো কমবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য প্রতিবছরই বাঁধগুলো সংস্কারের প্রয়োজন পড়ে। **উৎসঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ।**

স্লুইচ গেট

শাল্লা উপজেলায় ৩ টি হাওরে মোট ৩ টি স্লুইচ গেট রয়েছে, প্রথমটি, রৌয়ার হাওরের চামতী নদীর উপর স্থাপিত, দ্বিতীয়টি, আটগাঁও ইউনিয়নের রতনখালীর দারাইন নদীর উপর স্থাপিত, তৃতীয়টি, বাহারা ইউনিয়নের মাহতীর দারাইন নদীর উপর স্থাপিত। এর মধ্যে প্রথম ২ টি স্লুইচ গেট সচল রয়েছে এবং তৃতীয় স্লুইচ গেটটি বিকল । **উৎসঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ।**

ব্রীজ

শাল্লা উপজেলায় মোট ৬ টি ব্রীজ রয়েছে। এগুলো স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর আওতাধীন। এর মধ্যে ৬ টি ব্রীজই পাকা। এর মধ্যে ৫টি ব্রীজই সচল রয়েছে। এবং মিলন বাজার হতে ঘুঙ্গিয়ারগাঁও রাস্তায় দারাইন নদীর উপর ঘুঙ্গিয়ারগাঁওর কাজ চলমান রয়েছে। শাল্লা উপজেলার ব্রীজ এর তালিকা নিম্নরূপ। **উৎসঃ স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), শাল্লা।**

ক্র/নং	ব্রীজের নাম	কোন নদী বা খালের উপরে	কাজ করে কি-না	মন্তব্য
১.	আঙ্গাউড়া (মিলন বাজার – ঘুঙ্গিয়ারগাঁও রাস্তায়)	আঙ্গাউড়া খাল	করে	
২.	ঘুঙ্গিয়ারগাঁও (মিলন বাজার – ঘুঙ্গিয়ারগাঁও রাস্তায়)	দারাইন নদী	-	কাজ চলমান রয়েছে
৩.	বাহারা (ঘুঙ্গিয়ারগাঁও বাজার –বাহারা রাস্তায়)	দারাইন নদী	করে	
৪.	আনন্দপুর (মিলন বাজার – ঘুঙ্গিয়ারগাঁও রাস্তায়)	আনন্দপুর খাল	করে	
৫.	রঘুনাথপুর (হবিবপুর ইউপি – রঘুনাথপুর রাস্তায়)	রঘুনাথপুর খাল	করে	
৬.	শাল্লা (ঘুঙ্গিয়ারগাঁও – শাল্লা বাজার রাস্তায়)	শাল্লা বাজার সংলগ্ন খাল	করে	

কালভার্ট
শাল্লা উপজেলায় মোট ৬২ টি কালভার্ট রয়েছে। এগুলো স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর আওতাধীন। এর মধ্যে ৩৯ টি কালভার্ট সচল রয়েছে এবং বাকি ২৩ টি কালভার্ট বিকল অবস্থায় রয়েছে। **উৎসঃ স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), শাল্লা।**

রাস্তা
শাল্লা উপজেলায় মোট ১৩৭ কি.মি. রাস্তা রয়েছে। এর মধ্যে ২.৭২ কি.মি. পাকা রাস্তা, ১৩৪.২৮ কি.মি. কাঁচা রাস্তা রয়েছে তবে এখানে কোন এইচবিবি রাস্তা নেই। রাস্তাগুলোর গড় উচ্চতা ৪ ফুট। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপজেলার কোন রাস্তা বন্যা ঝুঁকিমুক্ত নয়। উপজেলায় মোট ১৩৭ কি.মি. রাস্তার মধ্যে ২.৭২ কি.মি. রাস্তা বন্যা ঝুঁকিমুক্ত। **উৎসঃ স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), শাল্লা।**

সেচ ব্যবস্থা
শাল্লা উপজেলায় কোন গভীর নলকূপ নেই। এ উপজেলায় মোট ১৫২১ টি অগভীর নলকূপ বা শ্যালো মেশিন রয়েছে। এর মধ্যে ১১ টি বিদ্যুৎচালিত এবং ১৫১০ টি ডিজেলচালিত। এছাড়া, এ উপজেলায় কোন Low Leap Pump (LLP) এবং হস্তচালিত নলকূপ নেই। তবে কিছু ঐতিহ্যগত সেচযন্ত্র রয়েছে। এগুলো হল দোন ও সেওতি। এখানে প্রায় ৩০০০ দোন ও সেওতি রয়েছে যা দিয়ে ৫০৩৩ হেক্টর কৃষি জমি সেচ দেয়া হয়। উপজেলার ২২,৭১৩ হেক্টর কৃষি জমির মধ্যে ১৩৮৩৭ হেক্টর জমি সেচের আওতায় রয়েছে। এখনও ৮৮৭৬ হেক্টর কৃষি জমি সেচের আওতার বাইরে রয়েছে। **উৎসঃ উপজেলা কৃষি অফিস, শাল্লা।**

হাটবাজার
শাল্লা উপজেলায় মোট ৯ টি হাটবাজার রয়েছে। হাটবাজারগুলো উপজেলার ৪ টি ইউনিয়নের ৯ টি গ্রামে বিদ্যমান। হাটবাজারগুলো সপ্তাহের বিভিন্ন বারে বসে। উপজেলার ৯ টি হাটবাজারে মোট ১০৪০ টি দোকান এবং ৯ টি সমিতি রয়েছে। শাল্লা উপজেলার হাটবাজারের তালিকা সংযুক্তি-১০ এ যুক্ত করা হল। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, শাল্লা।**

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ

ঘরবাড়ি
শাল্লা উপজেলায় বিভিন্ন ধরনের ঘরবাড়ি দেখা যায়। এর মধ্যে কাঁচা, পাকা, আধাপাকা, ছনের এবং টিনের ঘর উল্লেখযোগ্য। কাঁচাঘর সাধারণতঃ মাটি, টিন, ছন, ইকর, বাঁশ ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়। পাকা ঘর তৈরি করা হয় ইট, বালি, সিমেন্ট, রড, পাথর ইত্যাদি দিয়ে। আবার আধাপাকা ঘর ইট, বালি, সিমেন্ট, রড ও টিন দিয়ে তৈরি করা হয়। এছাড়া, ছনের ঘর ছন ও ইকর বেড়া দিয়ে এবং টিনের ঘর টিন, কাঠ ও লোহা দিয়ে তৈরি করা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপজেলায় মোট ৩৭,২৮৮ টি ঘর রয়েছে যার মধ্যে ৩৩,৬২৩ টি ঘর কাঁচা এবং ৩,৬৬৫ টি ঘর পাকা। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, শাল্লা।**

পানি
শাল্লা উপজেলায় খাবার পানির উৎসগুলো হল নলকূপ, নদীনালা, খালবিল, পুকুর, বৃষ্টির পানি ইত্যাদি। এ জেলায় মোট ২১০৯ টি নলকূপ রয়েছে। এর মধ্যে ২০৭০ টি নলকূপ সচল ও ৩৯ টি নলকূপ বিকল। ১০৫ টি নলকূপ বন্যা লেভেলের উপরে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে নলকূপগুলো বন্যার সময়ে ব্যবহার উপযোগী থাকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ উপজেলায় ৫৫% অধিবাসী নলকূপের পানি ব্যবহার করে। **উৎসঃ উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, শাল্লা।**

পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা
শাল্লা উপজেলায় মোট ১৮,২২৫ টি পায়খানা রয়েছে এর মধ্যে ১৬,৯৪০ টি ঝুলন্ত পায়খানা এবং ১,২৮৫ টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রয়েছে। উল্লেখ্য, অত্র উপজেলায় ৩৮১৬ টি পরিবার কোন পায়খানা ব্যবহার করে না অর্থাৎ যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে। উপজেলার ১,২৮৫ টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার মধ্যে ২০ টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বন্যা লেভেলের উপরে স্থাপন করায় পায়খানাগুলো বন্যার সময়ে ব্যবহার উপযোগী থাকে। শাল্লা উপজেলায় ২৩.৮২% অধিবাসী স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে। **উৎসঃ উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, শাল্লা।**

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/পাঠাগার
শাল্লা উপজেলায় মোট ১২৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪৮০ জন শিক্ষক শিক্ষিকা তত্ত্বাবধানে মোট ১৮.৫৭৭ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। এর মধ্যে মোট ১০৩ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৬৯ জন শিক্ষক শিক্ষিকা কর্মরত রয়েছেন। এতে ১২,৯০৬ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। এছাড়া, উপজেলার মোট ১১ টি বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬৯ জন শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে ৪০২০ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। উপজেলার মোট ২ টি মাদ্রাসায় ১৪ জন শিক্ষক শিক্ষিকা কর্মরত রয়েছেন। এতে ৭৬৬ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। উল্লেখ্য যে, অত্র উপজেলায় মোট ২ টি বেসরকারি কলেজ রয়েছে যেখানে ১৩ জন শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে ৪০২ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। এছাড়া, উপজেলার মোট ৯ টি ব্র্যাক স্কুল ৯ জন শিক্ষক শিক্ষিকা কর্মরত রয়েছেন। এতে ২৭০ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা

করছে। উপজেলার ১ টি কমিউনিটি স্কুলে ৩ জন শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে ১৫০ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংযুক্তি-১১ এ যুক্ত করা হল। **উৎসঃ উপজেলা প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অফিস, শাল্লা।**

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

শাল্লা উপজেলায় মোট ৮৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ৪৭ টি মসজিদ, ৩৮ টি মন্দির রয়েছে তবে এ উপজেলায় কোন গীর্জা নেই। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, শাল্লা।**

ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ)

শাল্লা উপজেলায় মোট ৫ টি ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাহ) রয়েছে। ঈদগাহগুলো ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা, নাসিরপুর, মির্জাপুর ও উজানগাঁও এ অবস্থিত। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, শাল্লা।**

স্বাস্থ্য সেবা

শাল্লা উপজেলায় ১ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২ টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র এবং ১৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। ১৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে ৮ টি চালু রয়েছে কিন্তু বাকি ৫ টি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রয়েছে। এ উপজেলায় কোন বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র নেই। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র উপজেলা হেডকোয়ার্টার (বাহাড়া ইউনিয়নে) অবস্থিত। এখানে ৩ জন ডাক্তার ও ৫ জন নার্স রয়েছে। উপজেলার স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের তালিকা সংযুক্তি- ১২ এ যুক্ত করা হল। **উৎসঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, শাল্লা।**

ব্যাংক

শাল্লা উপজেলায় মোট ৩ টি ব্যাংক রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক এবং গ্রামীণ ব্যাংক বাহাড়া ইউনিয়নের ঘুঙ্গিয়ারগাঁও-এ অবস্থিত। ব্যাংকগুলো এখানে কৃষিঋণ, ব্যবসা ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ, আমানত সংগ্রহ ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, শাল্লা।**

পোস্ট অফিস

শাল্লা উপজেলায় মোট ৪ টি পোস্ট অফিস রয়েছে। পোস্ট অফিসগুলো ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, আনন্দপুর, শাল্লা ও শ্রীহাইলে অবস্থিত। পোস্ট অফিসগুলো এখানে চিঠি ও পার্সেল আদান প্রদান, রেভিনিউ ও জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প বিক্রয়, পোস্টাল অর্ডার, মানি ট্রান্সফার ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে। **উৎসঃ উপজেলা পোস্ট অফিস, শাল্লা ।**

ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

শাল্লা উপজেলায় মোট ২টি ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রয়েছে। ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো আটগাঁও ও হবিবপুরে অবস্থিত। ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো এখানে বিভিন্ন রকমের সমাজসেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করছে। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, শাল্লা।**

এন জি ও/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ

ক্রমিক নং	এনজিও	কি বিষয়ে তারা কাজ	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
১	ইরা	শরীক-স্থানীয় সরকার সুশাসন প্রতিষ্টা	৩৫০০	নভেম্বর, ২০০৬-আগষ্ট, ২০২১ পর্যন্ত
২	ব্র্যাক	WASH	২২০০	ফেব্রুয়ারী, ২০১২ – ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত
		ব্র্যাক শিক্ষা	২৭০	ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ – ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত
৩	আশা	ক্ষুদ্রঋণ	১৮০০	চলমান
৪	ডাস্কো বাংলাদেশ	water and sanitasion	৩৫০০	জানুয়ারি, ২০১১-ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত
৫	আইডিয়া	কৃষি সহায়তা (প্রশিক্ষণ সচেতনতামূলক)	১১০০ পরিবার	নভেম্বর, ২০১৩ – জুন, ২০১৪ পর্যন্ত
৬	ইসালামিক রিরিফ	ECCADR Project	৪০০	জুলাই, ২০১৩ – জুন, ২০১৬ পর্যন্ত
৮	Friends In Village Development	MNHI (মা ও শিশু স্বাস্থ্য)	৫৫৩৯৯	মে, ২০১৩- অক্টোবর, ২০১৫ পর্যন্ত

ক্রমিক নং	এনজিও	কি বিষয়ে তারা কাজ	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
	Bangladesh (FIVDB)			
	গ্রামীণ ব্যাংক	ক্ষুদ্রঋণ	৪৭০০	মে, ১৯৯০ থেকে চলমান

খেলার মাঠ

শাল্লা উপজেলায় মোট ৩ টি খেলার মাঠ রয়েছে। খেলার মাঠগুলো উপজেলার ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, আনন্দপুর এবং পাহাড়পুরে অবস্থিত। খেলার মাঠগুলোর মধ্যে ঘুঙ্গিয়ারগাঁও খেলার মাঠটি বন্যা লেভেলের উপরে হওয়ায় দুর্যোগের সময় এটি কাজে লাগে অর্থাৎ মানুষ ও গৃহপালিত পশুপাখি এখানে আশ্রয় নিতে পারে। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, শাল্লা।**

কবরস্থান / শ্মশানঘাট

শাল্লা উপজেলায় মোট ১৬ টি কবরস্থান ও ১২ টি শ্মশানঘাট রয়েছে। এগুলো উপজেলার ৪ টি ইউনিয়নে অবস্থিত। উল্লেখ্য যে, উপজেলার সকল কবরস্থান ও শ্মশানঘাট বন্যা লেভেলের নীচে হওয়ায় দুর্যোগের সময় বা বর্ষাকালে মৃতদেহ সৎকার করা কষ্টকর হয়। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, শাল্লা।**

যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যম

শাল্লা উপজেলায় যোগাযোগের মাধ্যম হল নৌকা, ভ্যান, মোটর সাইকেল, ট্রলি, ইঞ্জিনচালিত নৌকা ইত্যাদি পরিবহনের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করে থাকে। অত্র উপজেলায় ২৫ টি নৌকা, ৪৫ টি ভ্যান, ৭৫ টি মোটর সাইকেল, ১৫ টি ট্রলি ও ১৭৫ টি ইঞ্জিনচালিত নৌকা রয়েছে। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, শাল্লা।**

বন ও বনায়ন

শাল্লা উপজেলায় ৫ কিলোমিটার সরকারি রাস্তার পাশে স্ট্রিপ গার্ডেনিং অর্থাৎ বনাঞ্চল রয়েছে । এ বনাঞ্চলে মেহগনি, আকাশমণি, রেইনট্রি, কদম, অর্জুন, জারুল, হিজল ইত্যাদি গাছ রয়েছে। বেসরকারি উদ্যোগে কোন গড়ে ওঠেনি। এছাড়া, এলাকার জনগণ বাড়ির চারপাশে নিজ উদ্যোগে বনায়ন করে থাকে। **উৎসঃ ফরেস্ট রেঞ্জার, সুনামগঞ্জ।**

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু

বৃষ্টিপাতের ধারা

শাল্লা উপজেলার বৃষ্টিপাতের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, গড় দৈনিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় একই রকম। এই অঞ্চলের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০৫৫ মিলি মিটার। প্রায় সারা বছর জুড়েই বৃষ্টিপাত হয়। মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত বেশি হয়। তবে শীতকালে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয়। গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এ উপজেলায় সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে ১২২০ মিলি মিটার, বর্ষাকালে ২৩০০ মিলি মিটার এবং শীতকালে ৫৩৫ মিলি মিটার বৃষ্টিপাত হয়। এ উপজেলায় বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বৃষ্টিপাতের এ পরিবর্তনের ধারা জলবায়ু পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে কিনা সে বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বৃষ্টিপাতের ধারা পরিবর্তন হওয়ায় মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সময় পিছিয়ে যাচ্ছে, ফলে কৃষি ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, উৎপাদন ব্যয় বেশি হচ্ছে এবং উৎপাদনও কম হচ্ছে। সেইসাথে ফসলে রোগবালাই ও পোকার আক্রমণ বেশি হচ্ছে। এতে মানুষের জীবন-জীবিকার উপর বিরাট নেতিবাচক প্রভব পড়ে। **উৎসঃ উপজেলা কৃষি অফিস, শাল্লা।**

তাপমাত্রা

শাল্লা উপজেলায় গ্রীষ্মকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং শীতকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। বর্তমানে উপজেলার তাপমাত্রার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে অর্থাৎ তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এলাকাবাসীর অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে ৭-৮ বছর তাপমাত্রা এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে কৃষি চাষ পদ্ধতি হুমকির মুখে। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে ভবিষ্যৎ ঝুঁকি আরো বাড়বে। **উৎসঃ উপজেলা কৃষি অফিস, শাল্লা।**

ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর

শাল্লা উপজেলায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর বর্তমানে ৫৮৫ ফুট নীচে। উপজেলায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে অর্থাৎ ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নীচে নেমে যাচ্ছে। পূর্বে এ উপজেলায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ছিল ৩২০ ফুট থেকে ৩৫০ ফুট নীচে। শুষ্ক মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার করণে অত্র এলাকায় খাবার ও সেচের পানির সংকট দেখা দেয়। **উৎসঃ উপজেলা কৃষি অফিস, শাল্লা।**

১.৪.৪ অন্যান্য

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার

শাল্লা উপজেলায় মোট ২৮,২৮৩ হেক্টর কৃষি জমি রয়েছে। তন্মধ্যে আবাদি জমির পরিমাণ ২২,৭১৩ হেক্টর এবং অনাবাদি জমির পরিমাণ ৫,৫৭১ হেক্টর। আবাদি জমির মধ্যে এক ফসলী জমির পরিমাণ ১৭,২১২ হেক্টর এবং দু'ফসলী জমির পরিমাণ ৫,৫০০ হেক্টর। তবে এখানে কোন তিন ফসলী জমি নেই। এছাড়া, বসতি এলাকার মোট জমির পরিমাণ ১০৬ হেক্টর। **উৎসঃ উপজেলা কৃষি অফিস, শাল্লা।**

কৃষি ও খাদ্য

শাল্লা উপজেলায় প্রধান ফসলগুলো হলঃ ধান (বোরো ও আমন), গোলআলু ও শাকসব্জি ইত্যাদি। উপজেলার আবাদকৃত ফসলী জমি ও উৎপাদন পরিসংখ্যান (ফেব্রুয়ারি ২০১৪) নিম্নরূপঃ

ক্র/নং	ফসলের নাম	ফসলী জমি (হেক্টরে)	উৎপাদন (মে. টনে)	মন্তব্য
১	বোরো	১৭২১২	৮৪,২৬০ (চাউল)	
২	আমন	৬৫০	৮৫০ (চাউল)	
৩	আলু	৪০	১৬০	
৪	শাকসব্জি	৫০	১১৬	

২০১০ সালের আগাম বন্যায় ১৫৯৮৪ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয় এবং ৪৯১৬ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, ১৯৯৯ সালের আগাম বন্যায় ১১৭৫৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয় এবং ৩৭১৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অত্র এলাকার প্রধান খাদ্যসমূহ হল- ভাত, মাছ ও শাকসব্জি। **উৎসঃ উপজেলা কৃষি অফিস, শাল্লা।**

নদী

শাল্লা উপজেলার মধ্য দিয়ে ছোট বড় ৬ টি নদী প্রবাহিত হয়েছে। নদীগুলো হল দারাইন, কালনী, চামতি, কুশিয়ারা, আন্দারাইন, এবং কাজুয়া। নদী থাকার করণে এলাকার যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটছে। যেমন মালামাল পরিবহনে ব্যয় কম হচ্ছে। বালি, পাথর ও মাছ খুব অল্প সময়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নেয়া যাচ্ছে। এছাড়া, নদীগুলোর পানি সেচের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অপকারের দিক থেকে বলতে গেলে বলা যায় নদী ভাঙ্গনের ফলে প্রতি বছরে কিছু না কিছু বসতভিটা ও ফসলী জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া পলি পড়ে নদী ভরাট হয়ে হয়ে যাচ্ছে। ফলে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে এবং নদীর নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে **উৎসঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ।**

পুকুর

শাল্লা উপজেলায় ২৩৬ টি পুকুর রয়েছে। এসব পুকুর থেকে মাছ বিক্রয় করে প্রতিবছর বিপুল অঙ্কের টাকা আয় হচ্ছে যা সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, পুকুরের পানি গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত হয়। **উৎসঃ উপজেলা মৎস অফিস, শাল্লা।**

খাল

শাল্লা উপজেলার মধ্য দিয়ে ১২১ টি খাল প্রবাহিত হয়েছে। উক্ত খালে বিভিন্ন প্রকারের মাছ পাওয়া যায়। এছাড়া এর পানি দিয়ে হাওরের ধানক্ষেতে সেচ দেয়া হয়। অপকারের দিক থেকে বলতে গেলে বলা যায় ভাঙ্গনের ফলে প্রতি বছরে কিছু না কিছু ফসলী জমি খালগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ফলে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া, পলি পড়ে খাল ভরাট হয়ে হয়ে যাচ্ছে। **উৎসঃ উপজেলা মৎস অফিস, শাল্লা।**

বিল

শাল্লা উপজেলার ৯৩ টি বিল রয়েছে। এ উপজেলায় ২০ একরের উর্ধ্বে ৪৩ টি, ২০ একরের নীচে ৪৭ টি এবং উন্মুক্ত বিল ৩ টি । সবগুলো বিলে পর্যাপ্ত পানি থাকায় অধিক মাছ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। এখানে বিভিন্ন প্রকারের মাছ পাওয়া যায়। এর পানি দিয়ে হাওরের ধানক্ষেতে সেচ দেয়া হয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং পুষ্টির চাহিদা পুরণ হচ্ছে। এছাড়া বিলগুলো বিভিন্ন প্রকার পাখির বিচরণক্ষেত্র। এর ফলে জীব বৈচিত্র রক্ষা পাচ্ছে। বিল সেচে মাছ ধরা এ উপজেলার একটি সাধারণ চিত্র। এতে মাছের প্রজননক্ষেত্র নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া, শীতকালে খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং বর্ষার শুরুতে কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরার ফলে অত্র উপজেলায় মাছ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার জাল যার জলা তার এ শ্লোগান প্রচলিত থাকলেও এতে জেলেদের প্রবেশোধিকার সীমিত। বিলের তালিকা সংযুক্তি-১৩ এ যুক্ত করা হল। **উৎসঃ উপজেলা মৎস অফিস, শাল্লা।**

হাওড়

শাল্লা উপজেলায় ৭ টি হাওর রয়েছে, যেমন, ছায়ার হাওর, কালিগোটার হাওর, গাছেরডর হাওর, বেড়াডহর হাওর, বাগুয়া হাওর, ভান্ডার হাওর ও পোড়ারপাড় হাওর । ছায়ার হাওরের আয়তন ৩৪০০ হেক্টর, কালিগোটার হাওরের আয়তন ৩৩০০ হেক্টর, গাছেরডর

হাওরের আয়তন ১৭১৩ হেক্টর, বেড়াডহর হাওরের আয়তন ৩০৬৭ হেক্টর, বাগুয়া হাওরের আয়তন ২১৭৩ হেক্টর, ভান্ডার হাওরের আয়তন ১৪০০ হেক্টর এবং পোড়ারপাড় হাওরের আয়তন ২৭৯৩ হেক্টর । হাওরগুলোতে বর্ষাকালে মাছ পাওয়া যায় এবং বোরো মৌসুমে ধানচাষ করা হয়। এছাড়া, হাওরগুলো বর্ষাকালে নৌযোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। **উৎসঃ উপজেলা কৃষি অফিস, শাল্লা।**

আর্সেনিক দুষণ

শাল্লা উপজেলায় আল্প মাত্রায় আর্সেনিক দূষণ রয়েছে। দূষণের মাত্রা ০.১%। উপজেলার ৬ টি (০.২৮৪%) নলকূপে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। যার সবগুলো লাল কালিতে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর ফলে এলাকার জনগণ এগুলোর পানি ব্যবহার করছে না। এতে এ উপজেলায় কোন আর্সেনিকোসিস রোগের প্রদুর্ভাব ঘটছে না। **উৎসঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, শাল্লা।**

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলা অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ। আগাম বন্যা এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। এছাড়া এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য দুর্যোগসমূহ হল মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, শিলাবৃষ্টি, খরা ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ উপজেলায় একটি নিত্যনৈমাত্তিক ব্যাপার। এখানে সারা বছরই কোন না কোন দুর্যোগ লেগে থাকে। এখানকার আবহাওয়া ও জলবায়ু দিন দিন চরমভাবাপন্ন হয়ে উঠছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এ উপজেলায় ঘনঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানছে ফলে জীববৈচিত্র নষ্ট হচ্ছে এবং মানুষের পেশার পরিবর্তন হচ্ছে। সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা হল সাধারণ মানুষ হারিয়েছে তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহের নানামূখী কর্মক্ষেত্র। যে সকল জনগোষ্ঠী বিপদাপন্ন, যাদের পূর্ব প্রস্তুতি নেই এবং যারা প্রকৃতির কাছে অরক্ষিত, তারাই মূলতঃ দুর্যোগের শিকার হয় সবচেয়ে বেশি।

অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢল দারাইন নদী দিয়ে প্রবেশ করে মূলতঃ শাল্লায় আগাম বন্যার সৃষ্টি করে। এতে ঐ এলাকার বিভিন্ন হাওর যেমন, ছায়ার হাওর, কালিগোটার হাওর, গাছেরডর হাওর, বেড়াডহর হাওর, বাগুয়া হাওর, ভান্ডার হাওর ও পোড়ারপাড় হাওরের বোরো ফসল নষ্ট হয়। বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষের দিকে অথবা বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে এ উপজেলায় আগাম বন্যা সংগঠিত হয়ে থাকে। এছাড়া, পলি পড়ে দারাইন নদী ভরাট হয়ে গিয়েছে। এজন্য দারাইন নদী ড্রেজিং করা প্রয়োজন। আগাম বন্যার হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য দ্রুত ফসল কেটে বাহনের অভাবে নিয়ে আসা যায় না। এতে কাটা ফসল পানিতে নষ্ট হয়। এক্ষেত্রে ট্রাক্টরের ব্যবস্থা করা গেলে সবখান থেকে ধান আনা নেয়া যাবে। পাহাড়ী ঢল ও প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের ফলে আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এ উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হয়। বর্ষাকালে পুরো এলাকা পানিতে থৈ থৈ করে। তখন দূর থেকে দেখলে একেকটি গ্রামকে কচুরী পানার মতো মনে হয়। এসময় হাওরে বাতাসের কারণে ঢেউয়ের (আফাল) সৃষ্টি হয়। এতে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, পশু সম্পদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও বেরীবাধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, নৌকাডুবিতেও প্রাণহাণী ঘটে। এ উপজেলায় সাধারণতঃ চৈত্র মাসের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড় হয়। এর ফলে বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্য সংকট দেখা দেয়, নৌকা ও লঞ্চ ডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয় এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। এ উপজেলায় সাধারণতঃ ফাল্গুন মাসের শুরু থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত খরা হয়। এতে বোরো ফসল, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। শাল্লার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ করে রাস্তাঘাট নেই বললেই চলে। তাই এ উপজেলার রাস্তাঘাট তৈরি করা দরকার। এছাড়া, কমিউনিটি টয়লেট স্থাপন, কাটাখালিতে স্লুইজ গেট নির্মাণ এবং মাটির কেল্লা তৈরি করা প্রয়োজন।

অতীতে মৌসুমী বন্যার পানি বিপদসীমার ৩৩ সেঃমিঃ উপরে প্রবাহিত হয়েছিল এবং এই পানি ৪ থেকে ৫ দিনের মধ্যে বেড়েছিল। এরপর এ পানি প্রায় ৩০ দিন স্থায়ী ছিল। অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢল দারাইন নদী দিয়ে প্রবেশ করে মূলতঃ শাল্লায় মৌসুমী বন্যার সৃষ্টি করে। বন্যার পানি মেঘালয় পাহাড় হয়ে দারাইন নদী দিয়ে কুশিয়ারা নদী হয়ে কালনী নদীর দিকে প্রবাহিত হয়েছিল। মানুষ সাধারণতঃ যেসকল দুর্ভোগ বা অসুবিধার সম্মুখীন হয় তা হল যোগাযোগের অসুবিধা হয়, খাদ্যের সমস্যা, আশ্রয়, জরুরী চিকিৎসা, কর্মসংস্থান এর অভাব দেখা দেয়, মানসিক অস্থিরতা ইত্যাদি সমস্যার সৃস্টি হয় । ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় ৭০১৯ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৩৭৯৩ টি বসতভিটা (আংশিক), ২৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১৩ কি.মি. রাস্তা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শাল্লার প্রতিটি ইউনিয়নে প্রায় প্রতিবছর দুর্যোগ হয় এবং জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এতে বিভিন্ন প্রকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ ব্যহত হয়।

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন্ কোন্ খাত/উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হয়
আগাম বন্যা	১৯৯৯ ও ২০১০	২০১০ সালের আগাম বন্যায় ১৫৯৮৪ হেক্টর (৭০.৩৭%) জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ, ৪৯১৬ হেক্টর (২১.৬৪%) জমির বোরো ফসল আংশিক, ২৭ কি.মি. (১৯.৭%) রাস্তা এবং ১৯ কি.মি. (২০.৮৫%) বেড়িবাঁধ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৯৯ সালের আগাম বন্যায় ১১৭৫৩ হেক্টর (৫১.৭৪%) জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ,	রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, ঘরবাড়ি, বীজতলা, ফসলের জমি, শিক্ষা প্রতিষ্টান, ধর্মীয় প্রতিষ্টান, গাছপালা, বেরীবাধ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন্ কোন্ খাত/উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হয়
		৩৭১৩ হেক্টর (১৬.৩৪%) জমির বোরো ফসল আংশিক এবং ১৩ কি.মি. (৯.৪৮%) রাস্তা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	
মৌসুমী বন্যা	২০০৪ ও ২০০৭	২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় ১১,৫৯২ টি (৩১.৮%) ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৩ কি.মি. (৯.৪৮%) রাস্তা (আংশিক), ৫৪ কি.মি. (৫৯.২৭%) বেড়ীবাঁধ, ১১ টি (৮.৫৯%) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২৭ টি (৩১.৭৬%) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (আংশিক), ৪৮৬৮ টি গাছপালা, ১০০ টি (৪.৭৪%) নলকূপ এবং ১২৮৫ টি (৭.৫%) পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০০৭ সালের মৌসুমী বন্যায় ৫১৫৩ টি (১৩.৮১%) ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ৩৫১৩ টি (৯.৪২%) ঘরবাড়ি (আংশিক), ২২ টি (২৫.৮৮%) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, ৭ জন (০.০০৬%) মানুষ মারা যায়।	রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, ঘরবাড়ি, বীজতলা, ফসলের জমি, পশু সম্পদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও বেরীবাধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
কাল বৈশাখী ঝড়	২০১০ ও ২০১৪	২০১০ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে ৪৬০ টি (১.২৩%) ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ) ও ১২১৯ টি (৩.২৬%) ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৩২ টি গাছপালা, ৫ টি (৩.৯%) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি (৫.৮৮%) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১১ টি (০.০৬%) পায়খানা এবং ৬ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০১৪ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে ৩১৯ টি (০.৮৫%) ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ১৯২১ টি (৫.১৪%) ঘরবাড়ি (আংশিক) এবং ৩ টি (৩.৫২%) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে প্রাণহানীও ঘটে। খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং নৌকা ও লঞ্চ ডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয়।
শিলাবৃষ্টি	১৯৯৮ ও ২০১১	১৯৯৮ সালের শিলাবৃষ্টিতে ৫১৯ হেক্টর (২.২৮%) জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ এবং ৩৭১৩ হেক্টর (১৬.৩৪%) জমির বোরো ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০১১ সালের শিলাবৃষ্টিতে ২৩২৭ হেক্টর (১০.২৪%) জমির বোরো ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	বোরো ফসল, শাকসব্জি, ফল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
খরা	২০১১ ও ২০১৩	২০১১ সালের খরায় ৪১৩৭ হেক্টর (১৮.২১%) জমির বোরো ধান (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০১৩ সালের খরায় ২৩১৯ হেক্টর (১০.২১%) জমির বোরো ফসল (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	বোরো ফসল, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়।

২.২ উপজেলার আপদসমুহ

ক্রমিক	আপদ	অগ্রাধিকার	স্তর
০১	আগাম বন্যা	আগাম বন্যা	১ম
০২	কাল বৈশাখী ঝড়	মৌসুমী বন্যা	২য়
০৩	শিলা বৃষ্টি	কাল বৈশাখী ঝড়	৩য়
০৪	মৌসুমী বন্যা	শিলাবৃষ্টি	৪র্থ
০৫	খরা	খরা	৫ম

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্র বিস্তারিত বর্ননাঃ

আগাম বন্যাঃ ব্যাপক মাত্রায় আগাম বন্যা কবলিত একটি এলাকা শাল্লা উপজেলা। বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই সীমান্তের ওপার থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে মুলতঃ শাল্লায় আগাম বন্যার সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ হঠাৎ করে পাহাড়ে মাত্রারিক্ত বৃষ্টি হলে এ অঞ্চলে আগাম বন্যা দেখা দেয়। চৈত্র মাসের শেষের দিকে অথবা বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে আগাম বন্যা সংগঠিত হয়ে থাকে। অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢল দারাইন নদী দিয়ে প্রবেশ করে মূলতঃ শাল্লায় আগাম বন্যার সৃষ্টি করে। এতে ঐ এলাকার বিভিন্ন হাওর যেমন, ছায়ার হাওর, কালিগোটার হাওর, গাছেরডর হাওর, বেড়াডহর হাওর, বাগুয়া হাওর, ভান্ডার হাওর ও পোড়ারপাড় হাওরের বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আগাম বন্যায় এলাকার কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এতে মানুষের জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ১৯৯৯ সালের আগাম বন্যায় ১১৭৫৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ, ৩৭১৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক এবং ১৩ কি.মি. রাস্তা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০১০ সালের আগাম বন্যায় ১৫৯৮৪ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ, ৪৯১৬ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক, ২৭ কি.মি. রাস্তা এবং ১৯ কি.মি. বেড়িবাঁধ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রতি বছর বন্যা হলেও ১৯৯৯ ও ২০১০ সালের আগাম বন্যা ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। শাল্লা উপজেলার ২০১০ সালের আগাম বন্যায় ইউনিয় ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপঃ

আটগাঁও ইউনিয়ন

২০১০ সালের আগাম বন্যায় শাল্লা উপজেলার আটগাঁও ইউনিয়নে ৪১৯০ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ, ৯৬৬ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক এবং ৯ কি.মি. রাস্তা, ৭ কি.মি. বেড়িবাঁধ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ২৪৬৮ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাহাড়া ইউনিয়ন

২০১০ সালের আগাম বন্যায় শাল্লা উপজেলার বাহাড়া ইউনিয়নে ৩৫৮৪ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ, ১৪২০ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক এবং ৫ কি.মি. রাস্তা, ৩ কি.মি. বেড়িবাঁধ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ২৭৯৬ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হবিবপুর ইউনিয়ন

২০১০ সালের আগাম বন্যায় শাল্লা উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নে ৩৯৬০ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ, ১১৮০ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক এবং ৬ কি.মি. রাস্তা, ৪ কি.মি. বেড়িবাঁধ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ২৪২০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শাল্লা ইউনিয়ন

২০১০ সালের আগাম বন্যায় শাল্লা উপজেলার শাল্লা ইউনিয়নে ৪২৫০ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ, ১৩৫০ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক এবং ৭ কি.মি. রাস্তা, ৫ কি.মি. বেড়িবাঁধ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ২৬১০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে আগাম বন্যা ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এসময় গো-খাদ্যের ব্যাপক সংকট দেখা দিতে পারে, দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো কমে আসতে পারে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে। ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলায় আগাম বন্যায় ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

আটগাঁও ইউনিয়ন

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে শাল্লা উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে আটগাঁও ইউনিয়নের ৪৫৭৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ, ১২৫৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক এবং ১৩ কি.মি.

রাস্তা, ১৫ কি.মি. বেড়িবাঁধ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৩৬৬৫ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বাহাড়া ইউনিয়ন

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে শাল্লা উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে বাহাড়া ইউনিয়নের ৩৮২৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ, ১৬৭০ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক এবং ৬ কি.মি. রাস্তা, ৮ কি.মি. বেড়িবাঁধ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৩৫১৮ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

হবিবপুর ইউনিয়ন

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে শাল্লা উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে হবিবপুর ইউনিয়নের ৪৩৭২ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ, ১৬২০ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক এবং ৭ কি.মি. রাস্তা, ৯ কি.মি. বেড়িবাঁধ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৩৩৩৪ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

শাল্লা ইউনিয়ন

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে শাল্লা উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে শাল্লা ইউনিয়নের ৪৭৫২ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ, ১৪৮০ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক এবং ৯.৫ কি.মি. রাস্তা, ১১ কি.মি. বেড়িবাঁধ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৩৪৮০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

মৌসুমী বন্যাঃ শাল্লা উপজেলা ব্যাপক মাত্রায় বন্যা কবলিত একটি এলাকা। বর্ষা মৌসুমে অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলে মুলতঃ অত্র উপজেলায় মৌসুমী বন্যার সৃষ্টি হয়। এখানে সাধারণতঃ আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত মৌসুমী বন্যা অব্যাহত থাকে। বর্ষাকালে পুরো এলাকা পানিতে থৈ থৈ করে। তখন দূর থেকে দেখলে একেকটি গ্রামকে কচুরী পানার মতো মনে হয়। এসময় হাওরে বাতাসের কারণে ঢেউয়ের (আফাল) সৃষ্টি হয়। তখন নৌকাডুবিতেও প্রাণহাণী ঘটে। মৌসুমী বন্যায় এলাকার কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। ২০০৭ সালের মৌসুমী বন্যায় ৫১৫৩ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ৩৫১৩ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, ৭ জন মানুষ মারা যায়। ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় ১১,৫৯২ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৩ কি.মি. রাস্তা (আংশিক), ৫৪ কি.মি. বেড়ীবাঁধ, ১১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (আংশিক), ৪৮৬৮ টি গাছপালা, ১০০ টি নলকূপ এবং ১২৮৫ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মৌসুমী বন্যায় এলাকার স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ, প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। বিশুদ্ধ পানির অভাবে মানুষের পানিবাহিত রোগ ও গবাদি পশুর বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই দেখা দেয়; বাসস্থানের সংকট এবং গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয়। এসময় পশুপাখির প্রাণহানীও ঘটে। এছাড়া মৃতদেহ সৎকারে অসুবিধা হয়। প্রতি বছর বন্যা হলেও ২০০৪ এবং ২০০৭ সালের বন্যা ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। অত্র উপজেলার ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় ইউনিয়ন ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপঃ

আটগাঁও ইউনিয়ন

২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় শাল্লা উপজেলার আটগাঁও ইউনিয়নে ৩২৫৩ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৪ কি.মি. রাস্তা (আংশিক), ১১ কি.মি. বেড়ীবাঁধ, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (আংশিক), ২১২৭ টি গাছপালা, ২৯ টি নলকূপ এবং ৩২০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ২১৯৪ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাহাড়া ইউনিয়ন

২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় শাল্লা উপজেলার বাহাড়া ইউনিয়নে ২৫৭৬ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৩ কি.মি. রাস্তা (আংশিক), ১৪ কি.মি. বেড়ীবাঁধ, ১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৬ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (আংশিক), ৫৪১ টি গাছপালা, ২১ টি নলকূপ এবং ৩২৭ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ২২৮৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হবিবপুর ইউনিয়ন

২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় শাল্লা উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নে ২৫৭১ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২ কি.মি. রাস্তা (আংশিক), ১৭ কি.মি. বেড়ীবাঁধ, ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৬ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (আংশিক), ১২২৫ টি গাছপালা, ২৩ টি নলকূপ এবং ৩২৪ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৩৪৯৬ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শাল্লা ইউনিয়ন

২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় শাল্লা উপজেলার শাল্লা ইউনিয়নে ৩১৯২ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৪ কি.মি. রাস্তা (আংশিক), ১২ কি.মি. বেড়ীবাঁধ, ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (আংশিক), ৯৭৫ টি গাছপালা, ২৭ টি নলকূপ এবং ৩১৪ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৩০৪৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পলি পড়ে নদী ও জমি ভরাট হওয়ায় ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ উপজেলায় ভবিষ্যতে মৌসুমী বন্যা ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। মৌসুমী বন্যায় এ উপজেলার ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, বেড়ীবাঁধ, গাছপালা, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, নলকূপ এবং পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, বিভিন্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠী পানিবাহিত রোগ ও গবাদি পশুপাখি বিভিন্ন ধরনের রোগবালাইয়ে আক্রান্ত হতে পারে। এসময় গো-খাদ্যের ব্যাপক সংকট দেখা দিতে পারে, দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো কমে আসতে পারে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে। ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

আটগাঁও ইউনিয়ন

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে শাল্লা উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে আটগাঁও ইউনিয়নের ৩৫৪১ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৭ কি.মি. রাস্তা (আংশিক), ১৪ কি.মি. বেড়ীবাঁধ, ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (আংশিক), ২৫২৯ টি গাছপালা, ৯৮ টি নলকূপ এবং ৫৪০০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৫৪৮৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাহাড়া ইউনিয়ন

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে শাল্লা উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে বাহাড়া ইউনিয়নের ২৭৩১ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৫ কি.মি. রাস্তা (আংশিক), ১৬ কি.মি. বেড়ীবাঁধ, ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (আংশিক), ৭৫৩ টি গাছপালা, ৪৩ টি নলকূপ এবং ৪১০৮ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৫০৮৪ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হবিবপুর ইউনিয়ন

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে শাল্লা উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে হবিবপুর ইউনিয়নের ২৯৫৩ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৮ কি.মি. রাস্তা (আংশিক), ২০ কি.মি. বেড়ীবাঁধ, ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (আংশিক), ১৩৭৩ টি গাছপালা, ৫১ টি নলকূপ এবং ৪৫৪১ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৫৩৭৯ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শাল্লা ইউনিয়ন

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে শাল্লা উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে শাল্লা ইউনিয়নের ৩৫৩১ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৬ কি.মি. রাস্তা (আংশিক), ১৯ কি.মি. বেড়ীবাঁধ, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (আংশিক), ১২২১ টি গাছপালা, ৫৯ টি নলকূপ এবং ৪১০০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৪৩৫১ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কালবৈশাখী ঝড়ঃ সুনামগঞ্জ জেলায় কালবৈশাখী ঝড়ের প্রকোপ অত্যন্ত ব্যাপক। শাল্লা উপজেলায় সাধারণতঃ চৈত্র মাসের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড় হয়। এর ফলে বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে প্রাণহানীও ঘটে। খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং নৌকা ও লঞ্চডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয়। এ উপজেলায় প্রতি বছর কালবৈশাখী ঝড় হলেও ২০১০ ও ২০১৪ সালের কালবৈশাখী ঝড় ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে ৪৬০ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ) ও ১২১৯ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৩২ টি গাছপালা, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১১ টি পায়খানা এবং ৬ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০১৪ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে ৩১৯ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ১৯২১ টি ঘরবাড়ি (আংশিক) এবং ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শাল্লা উপজেলায় ২০১০ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে ইউনিয়নভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপঃ

আটগাঁও ইউনিয়ন

২০১০ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে শাল্লা উপজেলার আটগাঁও ইউনিয়নে ১২৭ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ) ও ৬৯ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৫৭ টি গাছপালা, ১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩ টি পায়খানা এবং ৩ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৪৬৮ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাহাড়া ইউনিয়ন

২০১০ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে শাল্লা উপজেলার বাহাড়া ইউনিয়নে ১০৮ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ) ও ৫২০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২৫ টি গাছপালা, ১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ১ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৩৫৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হবিবপুর ইউনিয়ন

২০১০ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে শাল্লা উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নে ১৩০ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ) ও ২৭৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২১ টি গাছপালা, ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২ টি পায়খানা এবং ১ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ২৮২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শাল্লা ইউনিয়ন

২০১০ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে শাল্লা উপজেলার শাল্লা ইউনিয়নে ৯৫ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ) ও ৩৫৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২৯ টি গাছপালা, ১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি পায়খানা এবং ২ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৩২০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কালবৈশাখী ঝড়ে সাধারণতঃ বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি পায়খানা এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এতে প্রাণহানীও ঘটতে পারে। খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে, নৌকাডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হতে পারে এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে। এছাড়া, কালবৈশাখী ঝড়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসতে পারে, ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে । ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলায় কালবৈশাখী ঝড়ে ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

আটগাঁও ইউনিয়ন

শাল্লা উপজেলার আটগাঁও ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো ঝড় আঘাত হানলে ১৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ২১০ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ) ও ১১২ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২২৫ টি গাছপালা, ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি পায়খানা এবং ৫ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ২১৯৪ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাহাড়া ইউনিয়ন

শাল্লা উপজেলার বাহাড়া ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো ঝড় আঘাত হানলে ১৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ১৪০ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ) ও ৯৮৮ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১০০ টি গাছপালা, ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৮ টি পায়খানা এবং ৪ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ১০১৬ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হবিবপুর ইউনিয়ন

শাল্লা উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো ঝড় আঘাত হানলে ১১ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ২০৭ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ) ও ৫৭৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৫০ টি গাছপালা, ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৩ টি পায়খানা এবং ২ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ১৩৪৪ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শাল্লা ইউনিয়ন

শাল্লা উপজেলার শাল্লা ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো ঝড় আঘাত হানলে ১০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ১২০ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ) ও ৪৭০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৭০ টি গাছপালা, ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৭ টি পায়খানা এবং ৩ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ১১৭৪ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শিলাবৃষ্টিঃ সুনামগঞ্জ জেলায় শিলাবৃষ্টির প্রকোপ অত্যন্ত ব্যাপক। শাল্লা উপজেলা হাওর অধ্যুষিত হওয়ায় এখানে জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রায় প্রতিবছর শিলাবৃষ্টি হয়। এখানে সাধারণতঃ বৈশাখ মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত শিলাবৃষ্টি হয়। এর ফলে বোরো ফসল, শাকসব্জি, ফল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালের শিলাবৃষ্টিতে ৫১৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ এবং ৩৭১৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, ২০১১ সালের শিলাবৃষ্টিতে ২৩২৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শাল্লা উপজেলায় ১৯৯৮ সালের শিলাবৃষ্টিতে ইউনিয়নভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপঃ

আটগাঁও ইউনিয়ন

১৯৯৮ সালের শিলাবৃষ্টিতে শাল্লা উপজেলার আটগাঁও ইউনিয়নে ১৩০ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ এবং ৫২৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৫০৫ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাহাড়া ইউনিয়ন
১৯৯৮ সালের শিলাবৃষ্টিতে শাল্লা উপজেলার বাহাড়া ইউনিয়নে ১৩৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ এবং ১০৭০ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ২৮৯ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হবিবপুর ইউনিয়ন
১৯৯৮ সালের শিলাবৃষ্টিতে শাল্লা উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নে ১২৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ এবং ৯৮৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৪৭১ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শাল্লা ইউনিয়ন
১৯৯৮ সালের শিলাবৃষ্টিতে শাল্লা উপজেলার শাল্লা ইউনিয়নে ১৩১ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ এবং ১১৩২ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৩৭৫ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে শিলাবৃষ্টির ব্যাপকতা ও ক্ষয়ক্ষতি আরো বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলায় শিলাবৃষ্টিতে ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

আটগাঁও ইউনিয়ন
শাল্লা উপজেলার আটগাঁও ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে শিলাবৃষ্টিতে ১৮৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ এবং ৭৮৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যার ফলে ১২০২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাহাড়া ইউনিয়ন
শাল্লা উপজেলার বাহাড়া ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে শিলাবৃষ্টিতে ১৫৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ এবং ১১৮৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যার ফলে ১২৮৮ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হবিবপুর ইউনিয়ন
শাল্লা উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে শিলাবৃষ্টিতে ১৭৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ এবং ১০৯০ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যার ফলে ১৫০৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শাল্লা ইউনিয়ন
শাল্লা উপজেলার শাল্লা ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে শিলাবৃষ্টিতে ১৬৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ এবং ১৫০৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যার ফলে ১৪৭৯ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

খরাঃ এ উপজেলায় সাধারণতঃ ফাল্গুন মাসের শুরু থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত খরা হয়। এতে বোরো ফসল, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সময় খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। এ উপজেলায় ২০১১ ও ২০১৩ সালে খরা দেখা যায়। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের খরায় ৪১৩৭ হেক্টর জমির বোরো ধান (আংশিক) এবং ২০১৩ সালের খরায় ২৩১৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শাল্লা উপজেলায় ২০১১ সালের খরায় ইউনিয়নভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপঃ

আটগাঁও ইউনিয়ন
২০১১ সালের খরায় শাল্লা উপজেলার আটগাঁও ইউনিয়নে ১০০৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৫৮৯ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাহাড়া ইউনিয়ন
২০১১ সালের খরায় শাল্লা উপজেলার বাহাড়া ইউনিয়নে ৯৮৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ১৩৮০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হবিবপুর ইউনিয়ন
২০১১ সালের খরায় শাল্লা উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নে ১১০৬ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৭৮৯ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শাল্লা ইউনিয়ন

২০১১ সালের খরায় শাল্লা উপজেলার শাল্লা ইউনিয়নে ১০৩৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৪৭০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের করণে ভবিষ্যতে খরা ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। খরায় এ উপজেলার বোরো ফসল, পশুসম্পদ ও মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । এতে গো-খাদ্যের সংকট এবং বিভিন্ন প্রকার রোগবালাই দেখা দিতে পারে। আবার, খরায় উপজেলার মানুষ বিভিন্ন প্রকার রোগবালাইয়ে আক্রান্ত হতে পারে। এতে দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসতে পারে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে। ভবিষ্যতে খরায় শাল্লা উপজেলায় ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

আটগাঁও ইউনিয়ন

জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলার আটগাঁও ইউনিয়নে খরায় ১১৮০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যার ফলে ২১৭২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাহাড়া ইউনিয়ন

শাল্লা উপজেলার বাহাড়া ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে খরায় ১০২০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যার ফলে ১৬৯২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হবিবপুর ইউনিয়ন

জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নে খরায় ১২১০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যার ফলে ১২৯৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শাল্লা ইউনিয়ন

শাল্লা উপজেলার শাল্লা ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে খরায় ১১৪০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যার ফলে ১৭৮০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
আগাম বন্যা	▪ বোরো ফসলের ক্ষতি হয় ▪ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ খাদ্য সংকট দেখা দেয় ▪ গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয় ▪ রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ বেরীবাঁধ এর ক্ষতি হয়। ▪ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ক্ষতিগ্রস্ত হয়	▪ ১৩৭.২৭ কি.মি. রাস্তা রয়েছে। ▪ ৯১.১০ কি.মি. বাঁধ রয়েছে। ▪ ১৬ টি স্কুল কাম শেল্টার রয়েছে। ▪ ১ টি উচু খেলার মাঠ রয়েছে। ▪ ১ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে। ▪ ১ টি খাদ্য গুদাম রয়েছে। ▪ নিয়মিত উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ▪ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিয়নভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল রয়েছে। ▪ আগাম জাতের ধানের বীজ-২৮ ও ৪৫ রয়েছে।
মৌসুমী বন্যা	▪ ফসলের জমি ডুবে গিয়ে ফসল নষ্ট হয় ফলে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। ▪ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ▪ অধিকাংশ কবরস্থান নীচু হওয়ায় বর্ষায় উহা ডুবে যায় ফলে মৃতদেহ সৎকারে সমস্যা হয়। ▪ গবাদি পশু ও পাখির ব্যাপক ক্ষতি হয়।	▪ ১৬ টি স্কুল কাম শেল্টার রয়েছে। ▪ ১ টি উচু খেলার মাঠ রয়েছে। ▪ ১ টি খাদ্য গুদাম রয়েছে। ▪ নিয়মিত উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ▪ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিয়নভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল রয়েছে ▪ আগাম জাতের ধানের বীজ-২৮ ও ৪৫ রয়েছে।

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
	▪ বেরীবাঁধ এর ক্ষতি হয়। ▪ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ নলকূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসে হয়	▪ ১ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২ টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র এবং ৮ টি কমিউনিটি ক্লিনিক সচল রয়েছে।
কালবৈশাখী ঝড়	▪ বোরো ফসলের ক্ষতি হয় ▪ ঘরবাড়ি ও গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত ▪ খাদ্য সংকট দেখা দেয় ▪ গবাদি পশু ও পাখির ব্যাপক ক্ষতি হয়। ▪ বনজ সম্পদ বিনষ্ট হয় ▪ নৌকা ও লঞ্চ ডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয় ▪ গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয় ▪ বৈদ্যুতিক তার ও খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়	▪ ১৬ টি স্কুল কাম শেল্টার রয়েছে। ▪ ১ টি খাদ্য গুদাম রয়েছে। ▪ নিয়মিত উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ▪ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিয়নভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল রয়েছে ▪ আগাম জাতের ধানের বীজ-২৮ ও ৪৫ রয়েছে। ▪ ১ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২ টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র এবং ৮ টি কমিউনিটি ক্লিনিক সচল রয়েছে। ▪ ৫ কিলোমিটার সরকারি রাস্তার পাশে স্ট্রিপ গার্ডেনিং অর্থাৎ বনাঞ্চল রয়েছে ।
শিলাবৃষ্টি	▪ বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ শাকসব্জি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ গবাদি পশু ও পাখি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	▪ নিয়মিত উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ▪ ১৬ টি স্কুল কাম শেল্টার রয়েছে। ▪ ১ টি খাদ্য গুদাম রয়েছে। ▪ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিয়নভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল রয়েছে ▪ আগাম জাতের ধানের বীজ-২৮ ও ৪৫ রয়েছে। ▪ ৫ কিলোমিটার সরকারি রাস্তার পাশে স্ট্রিপ গার্ডেনিং অর্থাৎ বনাঞ্চল রয়েছে । ▪ ১ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২ টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র এবং ৮ টি কমিউনিটি ক্লিনিক সচল রয়েছে।
খরা	▪ বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ গবাদি পশু ও পাখি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ গাছপালা এবং বনজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং ▪ গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়।	▪ ১৫২১ টি অগভীর নলকূপ বা শ্যালো মেশিন রয়েছে। ▪ ৩০০০ টি দোন ও সেওতি রয়েছে। ▪ ৫ কিলোমিটার সরকারি রাস্তার পাশে স্ট্রিপ গার্ডেনিং অর্থাৎ বনাঞ্চল রয়েছে ।

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
আগাম বন্যা	**আটগাঁও ইউনিয়নের** মাহমুদনগর, নিজগাঁও, রাহুতলা, বড়গাঁও, বাজারকান্দি, সোনাখালী, মির্জাপুর, ভাটিয়ারাবাদ, আটগাঁও, উজানগাঁও, শরীফপুর, দৌলতপুর ও কাশিপুর গ্রাম। **শাল্লা ইউনিয়নের** কান্দিগাঁও, মনুয়া, রোয়া, আবদা, সংকরপুর, কামারগাঁও, সেননগর, ইসলামপুর, শ্রীহাইল, আদিত্যপুর, বলরামপুর, গোবিন্দপুর, কার্তিকপুর, শাল্লা গোয়ানী, সীমেরকান্দা ও কেরুয়ালা গ্রাম। **হবিবপুর ইউনিয়নের** রামপুর, আনন্দপুর, হবিবপুর, নোয়াগাঁও, আগুয়াইল, সরসপুর, হাসানপুর, ফয়জল্লাপুর, শাশখাই, পুটকা, কলাপাড়া, বিলপুর, মহেষপুর ও চাকুয়া গ্রাম। **বাহারা ইউনিয়নের** সুলতানপুর, সাইবারকান্দা, হরিনগর, শিবপুর, মির্জাকান্দা, বাহারা নতুনহাটী, মন্নানপুর, চর প্রতাপপুর, ঘুঙ্গিয়ারগাঁও,সুদনকলি, রঘুনাথপুর, ইসলামপুর, বেড়াডহর, বাটগাঁও, মোক্তারপুর, তাজপুর ও সুলতানপুর গ্রাম।	পাহাড়ি ঢল, অতিবৃষ্টি	৩৭,৯১৪ জন
মৌসুমী বন্যা	শাল্লা উপজেলা	আগাম বন্যা, পাহাড়ি ঢল, অতিবৃষ্টি	১১৩,৭৪৩ জন
কাল বৈশাখী ঝড়	শাল্লা উপজেলা	জলবায়ু পরিবর্তন, মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে	১১৩,৭৪৩ জন
শিলাবৃষ্টি	শাল্লা উপজেলা	জলবায়ু পরিবর্তন, মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে	১১৩,৭৪৩ জন
খরা	শাল্লা উপজেলা	জলবায়ু পরিবর্তন, মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে	১১৩,৭৪৩ জন

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ

প্রধান খাত সমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	শাল্লা উপজেলায় মোট ২৮২৮৩ একর কৃষি জমি রয়েছে। তন্মধ্যে আবাদি জমির পরিমাণ ২২৭১৩ একর এবং অনাবাদি জমির পরিমাণ ৫৫৭১ একর। আবাদি জমির মধ্যে এক ফসলী জমির পরিমাণ ১৭২১২ একর এবং দু'ফসলী জমির পরিমাণ ৫৫০০ একর। তবে এখানে কোন তিন ফসলী জমি নেই। এছাড়া, বসতি এলাকার মোট জমির পরিমাণ ১০৬ একর। উপজেলার প্রধান ফসলগুলো হলঃ ধান (বোরো ও আমন), গোলআলু, শাকসব্জি ইত্যাদি। অত্র এলাকার প্রধান খাদ্যসমূহ হল- ভাত, মাছ ও শাকসব্জি।	তাই কৃষিখাতকে দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য আগাম জাতের ধানের বীজ ও সার সরবরাহ, বাঁধ সংস্কার, নদী ও খাল পুনঃ সংস্কার, হাওরে ধানের খলা তৈরি, গোপাট (হাওর থেকে ধান আনা নেয়ার রাস্তা) তৈরি, স্লুইস গেট স্থাপন ও সংস্কার, কালভার্ট স্থাপন ও সংস্কার এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন।
মৎস্য সম্পদ	শাল্লা উপজেলায় ৬ টি নদী, ১২১ টি খাল, ৯৩ টি বিল, ২৩৬ টি পুকুর এবং এখানে মোট ১০১৩২ জন মৎসজীবী রয়েছে। আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, খরা ইত্যাদি দুর্যোগে মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। শীতকালে খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং বর্ষার শুরুতে কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরার ফলে অত্র উপজেলায় মাছ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার জাল যার জলা তার এ শ্লোগান প্রচলিত থাকলেও এতে জেলেদের প্রবেশোধিকার সীমিত।	এ উপজেলার মৎসসম্পদকে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য পুকুর পাড় উঁচু করা এবং নদী, খালবিল, পুকুর ইত্যাদি পুনঃসংস্কার করা প্রয়োজন। এছাড়াও, খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরা বন্ধ করার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি এবং এ্যাডভোকেসি করা প্রয়োজন।
পশুসম্পদ	শাল্লা উপজেলার প্রধান পশুসম্পদ হল গরু, ছাগল, ভেড়া,	তাই পশুসম্পদকে দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষার

প্রধান খাত সমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	হাঁস, মুরগী, পাখি, মহিষ ইত্যাদি। এ উপজেলায় ২৮১১৭ টি গরু, ১৫৬০ টি ছাগল, টি ২২০০ ভেড়া, ৫৬,৩৮১ হাঁসমুরগী, ১৬৭ টি মহিষ রয়েছে। আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, শিলাবৃষ্টি, খরা ইত্যাদি দুর্যোগে কৃষিখাতের ব্যাপক ক্ষতি হয়। আগাম বন্যায় গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয়। মৌসুমী বন্যায় গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয়, বিভিন্ন রোগবালাই ও বাসস্থানের সংকট দেখা দেয়। এসময় পশুপাখির প্রাণহানীও ঘটে। এছাড়া, কালবৈশাখী ঝড়ে পশুপাখির প্রাণহানী ঘটে। আবার, খরায় গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয় এবং বিভিন্ন প্রকার রোগবালাই দেখা দেয়।	জন্য গো-খাদ্য সরবরাহ করা, মাটির কিল্লা স্থাপন, রোগের ক্ষেত্রে জরুরী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, গরু ও ছাগলের বিভিন্ন রোগ এর প্রতিরোধের জন্য ভ্যাকসিন এর ব্যবস্থা করা এবং এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা একান্ত জরুরী।
স্বাস্থ্যখাত	শাল্লা উপজেলায় ১ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২ টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র এবং ১৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। ১৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে ৮ টি চালু রয়েছে কিন্তু বাকি ৫ টি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রয়েছে। এ উপজেলায় কোন বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র নেই। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র উপজেলা হেডকোয়ার্টার (বাহাড়া ইউনিয়নে) অবস্থিত। এখানে ৩ জন ডাক্তার ও ৫ জন নার্স রয়েছে। আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, শিলাবৃষ্টি, খরা ইত্যাদি দুর্যোগে স্বাস্থ্যখাতের ক্ষতি হয়।	তাই দুর্যোগের হাত থেকে স্বাস্থ্যখাতের ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত ঔষধ সরবরাহ করা, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট এর ব্যবস্থা, জরুরী চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগে জনবল বৃদ্ধি করা, বন্যা লেভেলের উপরে নলকূপ স্থাপন ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন প্রয়োজন।
জীবিকা	শাল্লা উপজেলার প্রধান জীবিকাসমূহ হল কৃষি, মৎস্য, দিনমজুর, নৌকা চালনা, চাকুরী ও ব্যবসা। উপজেলায় মোট ২১,৬১৪ জন কৃষিজীবী, ১০১৩২ জন মৎসজীবী, ৩১৭৯৩ জন দিনমজুর, ২৪২ জন নৌকা চালক, ১২৭৫ জন চাকুরীজীবী ও ১০৪০ জন ব্যবসায়ী রয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, শিলাবৃষ্টি, খরা ইত্যাদি দুর্যোগ ঘন ঘন হওয়ায় এবং এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের জীবিকা বিভিন্নভাবে ব্যহত হচ্ছে।	দুর্যোগে জীবিকার ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত করার লক্ষ্যে ট্রেড-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
গাছপালা	শাল্লা উপজেলায় ৫ কিলোমিটার সরকারি রাস্তার পাশে স্ট্রিপ গার্ডেনিং অর্থাৎ বনাঞ্চল রয়েছে । এ বনাঞ্চলে মেহগনি, আকাশমণি, রেইনট্রি, কদম, অর্জুন, জারুল, হিজল ইত্যাদি গাছ রয়েছে। বেসরকারি উদ্যোগে কোন গড়ে ওঠেনি। এছাড়া, এলাকার জনগণ বাড়ির চারপাশে নিজ উদ্যোগে বনায়ন করে থাকে। উপজেলার বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, খরা ইত্যাদির ফলে গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, অবাধে বৃক্ষ নিধনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।	দুর্যোগে গাছপালার ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে অর্থাৎ বসতভিটা, রাস্তাঘাট ও জীব বৈচিত্র রক্ষার জন্য সামাজিক বনায়নের কর্মসূচি হাতে নেয়া প্রয়োজন।
অবকাঠামো	শাল্লা উপজেলায় ৯১.১০ কিমি. বাঁধ, ২ টি স্লুইচ গেট, ৬ টি ব্রীজ, ৬২ টি কালভার্ট, ১৩৭ কি.মি. রাস্তা, সেচের জন্য ১৫২১ টি অগভীর নলকূপ, ১২৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩৭,২৮৮ টি ঘরবাড়ি রয়েছে। অত্র উপজেলার বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, শিলবৃষ্টি, খরা ইত্যাদির ফলে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো যেমন রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বাসস্থান ইত্যাদি	দুর্যোগে অবকাঠামোর অর্থাৎ রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বাসস্থান ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বসতভিটা উঁচু করা, স্কুল কাম শেল্টার সংস্কার, রাস্তা তৈরি ও সংস্কার, কালভার্ট তৈরি, সাব-মারজিবল রোড এবং ভিলেজ প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ ও বৃক্ষরোপন করা প্রয়োজন।

প্রধান খাত সমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।	

২.৭ সামাজিক মানচিত্রঃ সংযুক্তি ৭ এ যুক্ত করা হয়েছে।

২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্রঃ সংযুক্তি ৮ এ যুক্ত করা হয়েছে।

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

ক্রমিক	আপদসমূহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	আগাম বন্যা												
২	মৌসুমী বন্যা												
৩	কালবৈশাখী ঝড়												
৪	শিলাবৃষ্টি												
৫	খরা												

আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আপদগুলো এই এলাকাতে বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন্ কোন্ মাসে সংগঠিত হয় এবং কোন্ কোন্ মাসে এর প্রভাব বেশি বা কম থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যামে জানা যায়ঃ

- শাল্লা উপজেলা হাওরবেষ্টিত নীচু ভূমি ও মেঘালয়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর উপজেলা। ব্যাপক মাত্রায় আগাম বন্যা কবলিত একটি এলাকা শাল্লা উপজেলা। বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই সীমান্তের ওপার থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে মুলতঃ শাল্লায় আগাম বন্যার সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ হঠাৎ করে পাহাড়ে মাত্রারিক্ত বৃষ্টি হলে এ অঞ্চলে আগাম বন্যা দেখা দেয়। চৈত্র মাসের শেষের দিকে অথবা বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে আগাম বন্যা সংগঠিত হয়ে থাকে। অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢল দারাইন নদী দিয়ে প্রবেশ করে মূলতঃ শাল্লায় আগাম বন্যার সৃষ্টি করে। এতে ঐ এলাকার বিভিন্ন হাওর যেমন, ছায়ার হাওর, কালিগোটার হাওর, গাছেরডর হাওর, বেড়াডহর হাওর, বাগুয়া হাওর, ভান্ডার হাওর ও পোড়ারপাড় হাওরের বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগাম বন্যা হাওরপাড়ের মানুষের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাদের নিঃস্ব করে দেয়। উপজেলাবাসির সারা বছরের জীবিকার মূল উৎস বোরো ফসলসহ সবকিছু তলিয়ে নিয়ে যায়। তার সাথে সাথে এলাকার বেড়িবাধ, রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এই সময়ে গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয় । আগাম বন্যার প্রভাব সমাজের প্রতি স্তরে বিস্তার লাভ করে। বিশেষ করে নিম্মআয়ের মানুষের কাজের ক্ষেত্র কমে আসে এবং ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়।

- শাল্লা উপজেলা ব্যাপক মাত্রায় বন্যা কবলিত একটি এলাকা। বর্ষা মৌসুমে অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলে মুলতঃ শাল্লায় মৌসুমী বন্যার সৃষ্টি হয়। এখানে সাধারণতঃ আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত মৌসুমী বন্যা অব্যাহত থাকে। যার ফলে এলাকার কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এর মধ্যে ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যায় ১১,৫৯২ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৩ কি.মি. রাস্তা (আংশিক), ৫৪ কি.মি. বেড়ীবাঁধ, ১১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (আংশিক), ৪৮৬৮ টি গাছপালা, ১০০ টি নলকূপ এবং ১২৮৫ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০০৭ সালের মৌসুমী বন্যায় ৫১৫৩ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ৩৫১৩ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, ৭ জন মানুষ মারা যায়। বর্ষাকালে পুরো এলাকা পানিতে থৈ থৈ করে। তখন দূর থেকে দেখলে একেকটি গ্রামকে কচুরী পানার মতো মনে হয়। এসময় হাওরে বাতাসের কারণে ঢেউয়ের (আফাল) সৃষ্টি হয়। এতে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, পশু সম্পদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও বেরীবাধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, নৌকাডুবিতেও প্রাণহাণী ঘটে। বন্যার সময় বিশুদ্ধ পানির অভাবের কারণে মানুষ বিভিন্ন পানি বাহিত রোগে আ্ক্রান্ত হেতে থাকে। বিশেষ করে এইসময়ে গর্ভবতী মা, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্দীদের জীবনে নেমে আসে চরম দুর্ভোগ।

- সুনামগঞ্জ জেলায় কালবৈশাখী ঝড়ের প্রকোপ অত্যন্ত ব্যাপক। শাল্লা উপজেলায় সাধারণতঃ চৈত্র মাসের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড় হয়। এর ফলে বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে প্রাণহানীও ঘটে। খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং নৌকাডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয়। এ উপজেলায় প্রতি বছর কালবৈশাখী ঝড় হলেও ২০১০ ও ২০১৪ সালের কালবৈশাখী ঝড় ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে ৪৬০ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ) ও ১২১৯ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৩২ টি গাছপালা, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১১ টি পায়খানা এবং ৬ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০১৪ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে ৩১৯ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ১৯২১ টি ঘরবাড়ি (আংশিক) এবং ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

- সুনামগঞ্জ জেলায় শিলাবৃষ্টির প্রকোপ অত্যন্ত ব্যাপক। শাল্লা উপজেলা হাওর অধ্যুষিত হওয়ায় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এখানে প্রায় প্রতিবছর শিলাবৃষ্টি হয়। এখানে সাধারণতঃ চৈত্র মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত শিলাবৃষ্টি হয়। এর ফলে বোরো ফসল, শাকসব্জি, ফল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালের শিলাবৃষ্টিতে ৫১৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ এবং ৩৭১৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০১১ সালের শিলাবৃষ্টিতে ২৩২৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

- এ উপজেলায় সাধারণতঃ ফাল্গুন মাসের শুরু থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত খরা হয়। এর ফলে আক্রান্ত এলাকার ফসলি জমি, মাঠঘাট, খালবিলসহ শুকিয়ে চৌচির হয়ে যায় । এ সময় তীব্র গরমে মানুষ অতীষ্ট হয়ে উঠে এবং সাথে সাথে বিভিন্ন রোগ বালাইয়ে আক্রান্ত হতে থাকে। বোরো ফসল, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খালবিলসহ শুকিয়ে যাওয়ার ফলে মৎস্য প্রজননের ব্যাঘাত ঘটে। এ সময় খাদ্য সংকট দেখা দেয়, গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয় এবং বিভিন্ন প্রকার রোগবালাই দেখা দেয়। এ উপজেলায় ২০১১ ও ২০১৩ সালে খরা দেখা যায়। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের খরায় ৪১৩৭ হেক্টর জমির বোরো ধান (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০১৩ সালের খরায় ২৩১৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়।

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

ক্রমিক	জীবিকার উৎস	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	কৃষিজীবী												
২	মৎস্যজীবী												
৩	দিনমজুর												
৪	নৌকা চালক												
৫	ব্যবসায়ী												
৬	চাকুরীজীবী												

অন্যদিকে, জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ উপজেলার মানুষের জীবন ও জীবিকা বছরের বারো মাসের মধ্যে বিভিন্ন মাসে সংগঠিত হয় এবং কোন্ কোন্ মাসে জীবিকার মৌসুম থাকে এবং কোন্ কোন্ মাসে জীবিকা মন্দা থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়।

- বাংলাদেম কৃষি প্রধান দেশ। এই দেশে শতকরা ৮০ জন কৃষির উপর নির্ভশীল। শাল্লা উপজেলায় মোট ২১,৬১৪ জন কৃষিজীবী লোক আছে । এই এলাকার কৃষিজীবীদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন হলো বোরো ফসল। সেই বোরো ফসল প্রায় প্রতি বছরই কোন কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে । এর মধ্যে আগাম বন্যা উল্লেখযোগ্য । আগাম বন্যায় উপজেলার প্রায় ৮৫ ভাগ কৃষিখাত চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে উপজেলার কৃষিজীবীরা জীবিকা নির্বাহ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায় যার ফলে পরিবার পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে বেছে নেয় বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ । তারা জীবিকার তাগিদে চলে যায় সদূর ছাতক উপজেলার ভোলাগঞ্জ এর পাথর কোয়াড়িতে । এছাড়া, বিভিন্ন শহরে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ তারা করে।

- শাল্লা উপজেলায় ১০১৩২ জন মৎস্যজীবী রয়েছে । প্রবাদ আছে জাল যার জলা তার। বাস্তবে এর প্রয়োগ নেই বললে চলে । তবে আষাঢ় মাস থেকে কার্ত্বিক মাস পর্যন্ত চলে মৎস্যজীবীদের কঠিন সংগ্রাম। এসময় প্রভাবশালীদের কারণে জলাশয়ে মাছ ধরতে পারে না। ভরা মৌসুমে মাছ ধরতে না পারায় মানবেতর জীবন যাপন করে তারা। এ সময় তাদের চিন্তা করতে হয় বিকল্প কর্মসংস্থানের।

- ‘‘শুধু বেঁচে থাকা’’ এই যদি হয় জীবন এর অপর নাম হলো দিনমজুর । যারা কাকডাকা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাথার ঘাম ফেলে জীবন বাঁচানোর জন্য সংগ্রাম করে তারা সমাজের একেবারে অবহেলিত মানুষ। তারা স্বাস্থ্য, শিক্ষা , বাসস্থানসহ অন্যান্য নাগরিক সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা জ্যৈষ্ট মাস থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত কষ্টের মধ্যেই জীবন ধারন করলে তখন আবার জীবিকার তাগিদে কেউ কেউ দেশের বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়।

- এ উপজেলায় মোট নৌকাচালকের ২৪২ জন। বছরের ৬ মাস যাত্রী পারপার করে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা আষাঢ় মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত এভাবে জীবন ধারন করে। বছরের বাকি সময় এরা কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

- এ উপজেলায় মোট ১০৪০ জন ব্যবসায়ী রয়েছে। উপজেলার মোট জনসংখ্যার অনুপাতে খুব কম মানুষই ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করে। তারপরও ব্যবসায়ীদের ব্যবসার মূল মৌসুম হলো বৈশাখ মাস থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত। তবে বছরের বাকি সময় ব্যবসায় মন্দভাব থাকলেও একেবারে খারাপ বলা যাবে না।

- চাকুরীজীবী এ উপজেলায় মোট ১২৭৫ জন চাকুরীজীবী রয়েছে। তারা সাড়া বছর একইভাবে চাকুরী করে জীবিকা নির্বাহ করে।

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

ক্রঃ নং	জীবিকাসমূহ	আপদ/ দুর্যোগ সমূহ				
		আগাম বন্যা	মৌসুমী বন্যা	কাল বৈশাখি ঝড়	শিলাবৃষ্টি	খরা
০১	কৃষি	✓	✓	✓	✓	✓
০২	মৎস্য	✓				✓
০৩	দিনমজুর	✓	✓	✓	✓	✓
০৪	নৌকা চালক	✓		✓	✓	✓
০৫	ব্যবসায়ী	✓	✓	✓	✓	✓
০৬	চাকুরী		✓	✓	✓	

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা

শাল্লা অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ একটি উপজেলা যেখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ। এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগগুলো হল আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, শিলবৃষ্টি, খরা ইত্যাদি। অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢল দারাইন নদী দিয়ে প্রবেশ করে মূলতঃ শাল্লায় আগাম বন্যার সৃষ্টি করে। এতে ঐ এলাকার বিভিন্ন হাওর যেমন, ছায়ার হাওর, কালিগোটার হাওর, গাছেরডর হাওর, বেড়াডহর হাওর, বাগুয়া হাওর, ভান্ডার হাওর ও পোড়ারপাড় হাওরের বোরো ফসল নষ্ট হয়। বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষের দিকে অথবা বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে এ উপজেলায় আগাম বন্যা সংগঠিত হয়ে থাকে। এছাড়া, পলি পড়ে দারাইন নদী ভরাট হয়ে গিয়েছে। আগাম বন্যার হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য দ্রুত ফসল কেটে বাহনের অভাবে নিয়ে আসা যায় না। এতে কাটা ফসল পানিতে নষ্ট হয়। পাহাড়ী ঢল ও প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের ফলে আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এ উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হয়। বর্ষাকালে পুরো এলাকা পানিতে থৈ থৈ করে। তখন দূর থেকে দেখলে একেকটি গ্রামকে কচুরী পানার মতো মনে হয়। এসময় হাওরে বাতাসের কারণে ঢেউয়ের (আফাল) সৃষ্টি হয়। এতে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, পশু সম্পদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও বেরীবাধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, নৌকাডুবিতেও প্রাণহাণী ঘটে। এ উপজেলায় সাধারণতঃ চৈত্র মাসের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড় হয়। এর ফলে বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্য সংকট দেখা দেয়, নৌকা ও লঞ্চ ডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয় এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। এ উপজেলা হাওর অধ্যুষিত হওয়ায় এখানে জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রায় প্রতিবছর শিলাবৃষ্টি হয়। এখানে সাধারণতঃ বৈশাখ মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত শিলাবৃষ্টি হয়। এর ফলে বোরো ফসল, শাকসব্জি, ফল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ উপজেলায় সাধারণতঃ ফাল্গুন মাসের শুরু থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত খরা হয়। এতে বোরো ফসল, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। শাল্লার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ করে রাস্তাঘাট নেই বললেই চলে।

আপদসমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ										
	ফসল	গাছপালা	পশুসম্পদ	মৎস্যসম্পদ	রাস্তাঘাট	ব্রীজ কালভার্ট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	আশ্রয়কেন্দ্র	বীজতলা	মানব জীবন
আগাম বন্যা	■	■	■	■	■			■		■	
মৌসুমী বন্যা	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
কালবৈশাখী ঝড়	■	■	■				■	■	■	■	■
শিলাবৃষ্টি	■									■	
খরা	■	■	■	■				■		■	

উপজেলার প্রধান দুর্যোগগুলো হল আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, শিলাবৃষ্টি, খরা ইত্যাদি। এসব দুর্যোগের মাধ্যমে মূলতঃ বিভিন্ন সামাজিক উপাদান যেমন, ফসল, গাছপালা, পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদ, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য, আশ্রয়কেন্দ্র, বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। উপরোক্ত আপদ দ্বারা বিভিন্ন সামাজিক উপাদানের ইউনিয়নভিত্তিক ঝুঁকিসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে শাল্লা উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে **আটগাঁও ইউনিয়নের** ৪৫৭৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ, ১২৫৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক

এবং ১৩ কি.মি. রাস্তা, ১৫ কি.মি. বেড়িবাঁধ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৩৬৬৫ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে শাল্লা উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে **বাহাড়া ইউনিয়নের** ৩৮২৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ, ১৬৭০ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক এবং ৬ কি.মি. রাস্তা, ৮ কি.মি. বেড়িবাঁধ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৩৫১৮ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে শাল্লা উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে **হবিবপুর ইউনিয়নের** ৪৩৭২ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ, ১৬২০ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক এবং ৭ কি.মি. রাস্তা, ৯ কি.মি. বেড়িবাঁধ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৩৩৩৪ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে শাল্লা উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে **শাল্লা ইউনিয়নের** ৪৭৫২ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ, ১৪৮০ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক এবং ৯.৫ কি.মি. রাস্তা, ১১ কি.মি. বেড়িবাঁধ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৩৪৮০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে শাল্লা উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে **আটগাঁও ইউনিয়নের** ৩৫৪১ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৭ কি.মি. রাস্তা (আংশিক), ১৪ কি.মি. বেড়ীবাঁধ, ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (আংশিক), ২৫২৯ টি গাছপালা, ৯৮ টি নলকূপ এবং ৫৪০০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৫৪৮৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে শাল্লা উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে **বাহাড়া ইউনিয়নের** ২৭৩১ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৫ কি.মি. রাস্তা (আংশিক), ১৬ কি.মি. বেড়ীবাঁধ, ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (আংশিক), ৭৫৩ টি গাছপালা, ৪৩ টি নলকূপ এবং ৪১০৮ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৫০৮৪ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে শাল্লা উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে **হবিবপুর ইউনিয়নের** ২৯৫৩ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৮ কি.মি. রাস্তা (আংশিক), ২০ কি.মি. বেড়ীবাঁধ, ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (আংশিক), ১৩৭৩ টি গাছপালা, ৫১ টি নলকূপ এবং ৪৫৪১ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৫৩৭৯ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে শাল্লা উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে **শাল্লা ইউনিয়নের** ৩৫৪১ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৬ কি.মি. রাস্তা (আংশিক), ১৯ কি.মি. বেড়ীবাঁধ, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (আংশিক), ১২২১ টি গাছপালা, ৫৯ টি নলকূপ এবং ৪১০০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ৪৩৫১ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- শাল্লা উপজেলার **আটগাঁও ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ১৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ২১০ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ) ও ১১২ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২২৫ টি গাছপালা, ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি পায়খানা এবং ৫ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ২১৯৪ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলার **বাহাড়া ইউনিয়নে** কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ১৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ১৪০ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ) ও ৯৮৮ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১০০ টি গাছপালা, ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৮ টি পায়খানা এবং ৪ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ১০১৬ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- শাল্লা উপজেলার **হবিবপুর ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ১১ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ২০৭ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ) ও ৫৭৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৫০ টি গাছপালা,

১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৩ টি পায়খানা এবং ২ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ১৩৪৪ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলার **শাল্লা ইউনিয়নে** কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১০ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ১০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ১২০ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ) ও ৪৭০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৭০ টি গাছপালা, ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৭ টি পায়খানা এবং ৩ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ১১৭৪ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- শাল্লা উপজেলার **আটগাঁও ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে শিলাবৃষ্টিতে ১৮৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ এবং ৭৮৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যার ফলে ১২০২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলার **বাহাড়া ইউনিয়নে** শিলাবৃষ্টিতে ১৫৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ এবং ১১৮৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যার ফলে ১২৮৮ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- শাল্লা উপজেলার **হবিবপুর ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে শিলাবৃষ্টিতে ১৭৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ এবং ১০৯০ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যার ফলে ১৫০৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলার **শাল্লা ইউনিয়নে** শিলাবৃষ্টিতে ১৬৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ এবং ১৫০৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যার ফলে ১৪৭৯ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলার **আটগাঁও ইউনিয়নে** খরায় ১১৮০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যার ফলে ২১৭২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলার **বাহাড়া ইউনিয়নে** খরায় ১০২০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যার ফলে ১৬৯২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলার **হবিবপুর ইউনিয়নে** খরায় ১২১০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যার ফলে ১২৯৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলার **শাল্লা ইউনিয়নে** খরায় ১১৪০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যার ফলে ১৭৮০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় ঘন ঘন আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, শিলাবৃষ্টি, খরা ইত্যাদি আঘাত হানতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে কৃষিখাতের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসময় গো-খাদ্যের ব্যাপক সংকট দেখা দিতে পারে, দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো কমে আসতে পারে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে কৃষিখাতে ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **আটগাঁও ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার আটগাঁও ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৪৫৭৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ) ও ১২৫৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল, শিলাবৃষ্টিতে প্রায় ১৮৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ) ও ৭৮৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) এবং খরায় প্রায় ১১৮০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ধানের উৎপাদন

খাতসমূহ	বর্ননা
	ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। **বাহাড়া ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাহারা ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৩৮২৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ) ও ১৬৭০ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল, শিলাবৃষ্টিতে প্রায় ১৫৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ) ও ১১৮৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) এবং খরায় প্রায় ১০২০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। **হবিবপুর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৪৩৭২ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ) ও ১৬২০ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১১ হেক্টর জমির বোরো ফসল, শিলাবৃষ্টিতে প্রায় ১৭৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ) ও ১০৯০ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) এবং খরায় প্রায় ১২১০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। **শাল্লা ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শাল্লা ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৪৭৫২ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ) ও ১৪৮০ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, শিলাবৃষ্টিতে প্রায় ১৬৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ) ও ১৫০৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) এবং খরায় প্রায় ১১৪০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে।
মৎস্য	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় ঘন ঘন মৌসুমী বন্যা আঘাত হানতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শীতকালে খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং বর্ষার শুরুতে কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরার ফলে অত্র উপজেলায় মাছ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আবার জাল যার জলা তার এ শ্লোগান প্রচলিত থাকলেও এতে জেলেদের প্রবেশোধিকার সীমিত। উপজেলায় মাছের অভয়াশ্রম নষ্ট হচ্ছে যা ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে। এতে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু তাই নয় এর ফলে মাছের বৃদ্ধিও কম হচ্ছে। **আটগাঁও ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার আটগাঁও ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৩৫ টি পুকুরের ৭ মেট্রিক টন মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, আগাম বন্যায় মৎস্য সম্পদ বিভিন্ন প্রকারের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **বাহাড়া ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাহাড়া ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৬২ টি পুকুরের ১২ মেট্রিক টন মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, আগাম বন্যায় মৎস্য সম্পদ বিভিন্ন প্রকারের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **হবিবপুর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৪৩ টি পুকুরের ১০ মেট্রিক টন মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, আগাম বন্যায় মৎস্য সম্পদ বিভিন্ন প্রকারের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **শাল্লা ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শাল্লা ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ২৬ টি পুকুরের ৫ মেট্রিক টন মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, আগাম বন্যায় মৎস্য সম্পদ বিভিন্ন প্রকারের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে।

খাতসমূহ	বর্ননা
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, ইত্যাদি ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে গাছপালার ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **আটগাঁও ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার আটগাঁও ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ২৫২৯ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ২২৫ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বাহাড়া ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাহাড়া ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৭৫৩ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১০০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **হবিবপুর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ১৩৭৩ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ৫০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **শাল্লা ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শাল্লা ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ১২২১ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১৭০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, মৌসুমী বন্যা, বজ্রপাত, কালবৈশাখী ঝড়, খরা ইত্যাদি ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে স্বাস্থ্যখাত নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। এছাড়া, কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাতের ফলে মানুষ আহত হয় এবং প্রাণহানী ঘটতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে স্বাস্থ্যখাতের ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **আটগাঁও ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার আটগাঁও ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় মোট ৩১৪৬৬ জনসংখ্যার মধ্যে ১.৬৮% লোক ডায়রিয়া, ০.৯% শিশু নিউমোনিয়া, ০.৫% লোক টাইফয়েড, ০.২% লোক আমাশয়, ১.৩% লোক জন্ডিস, ২.১% চর্মরোগ এবং ১.৮% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। অন্যদিকে, খরায় মোট ৩১৪৬৬ জনসংখ্যার মধ্যে ১.০২% লোক ডায়রিয়া, ১.৫% লোক আমাশয়, ০.৫% লোক জন্ডিসসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বাহাড়া ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাহাড়া ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় মোট ২৭৫১৫ জনসংখ্যার মধ্যে ২.১% লোক ডায়রিয়া, ০.৫% শিশু নিউমোনিয়া, ০.৩% লোক টাইফয়েড, ১.১৫% লোক আমাশয়, ১.৫% লোক জন্ডিস, ২.২% চর্মরোগ এবং ১.২% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। অন্যদিকে, খরায় মোট ২৭৫১৫ জনসংখ্যার মধ্যে ০.১% লোক ডায়রিয়া, ১.২% লোক আমাশয়, ১.০৬% লোক জন্ডিসসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **হবিবপুর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় মোট ২৯৫৩৪ জনসংখ্যার মধ্যে ১.২% লোক ডায়রিয়া, ১.০৮% শিশু নিউমোনিয়া, ০.৯% লোক টাইফয়েড, ১.৭% লোক আমাশয়, ১.৯% লোক জন্ডিস, ১.৫% চর্মরোগ এবং ১.১% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। অন্যদিকে, খরায় মোট ২৯৫৩৪ জনসংখ্যার মধ্যে ১.০৪% লোক ডায়রিয়া, ০.২% লোক আমাশয়, ২% লোক জন্ডিসসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **শাল্লা ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শাল্লা ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় মোট ২৫২২৮ জনসংখ্যার মধ্যে ১.৮২% লোক ডায়রিয়া, ০.৫% শিশু নিউমোনিয়া, ১.০৭% লোক টাইফয়েড, ১.৫% লোক আমাশয়, ১.৬% লোক জন্ডিস, ১.৭% চর্মরোগ এবং ১.৯% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ

খাতসমূহ	বর্ননা
	বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। অন্যদিকে, খরায় মোট ২৫২২৮ জনসংখ্যার মধ্যে ১.০২% লোক ডায়রিয়া, ১.০৫% লোক আমাশয়, ১.৫% লোক জন্ডিসসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
জীবিকা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, খরা ইত্যাদি ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসতে পারে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে যা মানুষের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে জীবিকার ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **আটগাঁও ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার আটগাঁও ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৬৮৯ জন কৃষিজীবী, ৯৮৭ জন মৎস্যজীবী ও ১০৩৭ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৯৩৮ জন দিনমজুর, ২১৮ জন ব্যবসায়ী, ৭ জন নৌকাচালক এবং ১২৫ জন চাকুরীজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১০৭ জন কৃষিজীবী, ২৮৭ জন দিনমজুর ও ৩৭ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, খরায় ৫৭ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **বাহাড়া ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাহাড়া ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৭৮৯ জন কৃষিজীবী, ৬৭৫ জন মৎস্যজীবী ও ১০৮২ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১২০৭ জন দিনমজুর, ২২৭ জন ব্যবসায়ী, ১৩ জন নৌকাচালক এবং ১০৩ জন চাকুরীজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৯৩ জন কৃষিজীবী, ২১২ জন দিনমজুর ও ২৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, খরায় ৫৩ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **হবিবপুর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১১৮৯ জন কৃষিজীবী, ৪৮২ জন মৎস্যজীবী ও ৮৮৯ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৪১৭ জন দিনমজুর, ৭৫ জন ব্যবসায়ী, ১৫ জন নৌকাচালক এবং ৭৭ জন চাকুরীজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১০২ জন কৃষিজীবী, ১২৭ জন দিনমজুর ও ১৭ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, খরায় ৭৬ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **শাল্লা ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শাল্লা ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৫৭৯ জন কৃষিজীবী, ৫৭৫ জন মৎস্যজীবী ও ৭৭৯ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১১০২ জন দিনমজুর, ১১০ জন ব্যবসায়ী, ১২ জন নৌকাচালক এবং ১০৯ জন চাকুরীজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৭৫ জন কৃষিজীবী, ২১৫ জন দিনমজুর ও ২৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, খরায় ৪০ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
পানি	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মৌসুমী বন্যা ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নীচে নেমে যাচ্ছে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলায় দুর্যোগে পানি খাতের ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **আটগাঁও ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার আটগাঁও ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৯৮ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **বাহাড়া ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাহাড়া ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৪৩ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **হবিবপুর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৫১ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

খাতসমূহ	বর্ননা
	শাল্লা ইউনিয়নঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শাল্লা ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৫৯ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
অবকাঠামো	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শাল্লা উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো যেমন রাস্তাঘাট, বেরীবাঁধ ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বাসস্থান ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ভবিষ্যতে ইহা আরো ব্যাপক আকার ধারন করতে পারে। ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে অবকাঠামো খাতের ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **আটগাঁও ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার আটগাঁও ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৫ কিলোমিটার বেরিবাঁধ (আংশিক), ১৩ কিলোমিটার রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৪ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৭ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৩৫৪১ টি বাড়িঘর, ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ৫৪০০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২১০ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ১১২ টি বাড়িঘর (আংশিক) ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি পায়খানা ও ৫ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বাহাড়া ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাহাড়া ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৮ কিলোমিটার বেরিবাঁধ (আংশিক), ৬ কিলোমিটার রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৬ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ২৭৩১ টি বাড়িঘর, ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ৪১০৮ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১৪০ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ৯৮৮ টি বাড়িঘর (আংশিক) ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৮ টি পায়খানা ও ৪ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **হবিবপুর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার হবিবপুর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৯ কিলোমিটার বেরিবাঁধ (আংশিক), ৭ কিলোমিটার রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২০ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৮ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ২৯৫৩ টি বাড়িঘর, ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ৪৫৪১ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২০৭ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ৫৭৫ টি বাড়িঘর (আংশিক) ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৩ টি পায়খানা ও ২ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **শাল্লা ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার শাল্লা ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১১ কিলোমিটার বেরিবাঁধ (আংশিক), ৯.৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৯ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৬ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৩৫৪১ টি বাড়িঘর, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ৪১০০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১২০ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ৪৭০ টি বাড়িঘর (আংশিক) ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৭ টি পায়খানা ও ৩ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
আগাম বন্যা	অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢল, সেচ কাজের জন্য অপরিকল্পিত ড্রেন করা এবং ইজারাদার ও মৎস্য জীবীদের স্বার্থে বাঁধ ভেঙ্গে দেওয়া।	নদী, খাল ইত্যাদি পলি পড়ে ভরাট হওয়া, বেরীবাঁধ সংস্কার না করা, প্রয়োজনীয় স্লুইচ গেট না থাকা ও আগাম জাতের ধান রোপন না করা।	উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
মৌসুমী বন্যা	অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও দ্রুত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব	নদী, খাল ইত্যাদি পলি পড়ে ভরাট হওয়া, পর্যাপ্ত গাছপালা না থাকা, অপরিকল্পিত বাধ দেওয়া এবং উপজেলাটি নীচু হওয়া	উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান এবং নদী ও খালের মধ্যে বাঁধ দেওয়া
কালবৈশাখী ঝড়	মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে, উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	অপর্যাপ্ত গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
শিলাবৃষ্টি	মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে, উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	অপর্যাপ্ত গাছপালা, হাওর এলাকা, অতি বৃষ্টিপ্রবণ এলাকা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
খরা	ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া	অপর্যাপ্ত গাছপালা, নদী, খাল, বিল ইত্যাদি পলি পড়ে ভরাট হওয়ার কারণে পানির ধারন ক্ষমতা কমে যাওয়ায়,	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
আগাম বন্যা	• সতর্কবার্তা প্রেরণ • আগাম জাতের ধানের বীজ ২৮ ও ৪৫ সরবরাহ করা, • সময়মত বাঁধ মেরামত করা, • পাহারার ব্যবস্থা করা • পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা • ফসলের বীজ সংরক্ষণ করা • পূর্ব সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার	• আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা • স্লইচ গেট নির্মাণ • রাবার ড্যাম স্থাপন • পরিকল্পনা অনুযায়ী বেরী বাঁধ দেওয়া	• হাওর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ • নদী ও খাল ড্রেজিং করা • ঢেউ থেকে গ্রাম ও জীব বৈচিত্র রক্ষার জন্য হিজল করচের বন তৈরি
মৌসুমী বন্যা	• বাঁধ মেরামত করা • পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা • আশয়কেন্দ্র সংস্কার করা • বসতভিটা উচুকরণ • জরুরী উদ্ধার, চিকিৎসা সেবা প্রদান ও সহায়তার জন্য ইঞ্জিনচালিত নৌকা (কমিউনিটি বোট) প্রস্তুত রাখা • আশ্রয়কেন্দ্র সংস্কার করা	• রাবার ড্যাম স্থাপন • গ্রাম প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ • স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা • নীচু নলকূপ বন্যা লেভেলের উপরে স্থাপন করা • মাটির কিল্লা তৈরি করা • গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	• মাটির কেল্লা তৈরি করা • রাস্তাঘাট মেরামত করা (বন্যা লেভেলের উপরে) • নদী ও খাল ড্রেজিং করা • ঢেউ থেকে গ্রাম ও জীব বৈচিত্র রক্ষার জন্য হিজল করচের বন তৈরি • স্থায়ী ব্লক বাঁধ নির্মাণ • সাবমারজিবল রোড • রাস্তা নির্মাণ

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
	• ঢেউ থেকে গ্রাম, রাস্তাঘাট ও বাঁধ রক্ষার জন্য ইকর, চাইল্লা, নল খাগড়া, ডোল কলমী ইত্যাদি দিয়ে প্রটেকশন দেয়াল তৈরি করা • জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদান • বিশুদ্ধ পানি ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যবলেট বিতরণ • জরুরী স্যালাইন ও ঔষধপত্র সংরক্ষণ করা • ফসলের বীজ সংরক্ষণ করা • গুরুত্বপূর্ণ দলিরপত্র সংরক্ষণ করা • শুকনা খাবার মজুদ রাখা • আসবাবপত্র ও সম্পদ সংরক্ষণ করা • নৌকা, ভেলা ও ভ্যানগাড়ি প্রস্তুত রাখা • স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা • পূর্ব সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার • সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম • জরুরী উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা • দুর্গতদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া	কমিটি গঠন • উপ-কমিটি গঠন (প্রতি গ্রামে ৩ টি) • স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন • জরুরী তহবিল • উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনার প্রস্তুতি (মহড়ার আয়োজন) করা • কন্টিনজেন্সী স্টক (লাইফ জ্যাকেট, টর্চ লাইট, বাশি, হ্যান্ড মাইক, দড়ি ইত্যাদি) • স্টোর হাউজ (জরুরী ঔষধ, ত্রিপল ও পলিথিন) • গো খাদ্য নিশ্চিতকরণের জন্য জার্মন, নেপিয়ার ইত্যাদি জাতের ঘাস চাষ করা	• কালভার্ট নির্মাণ • ব্রিজ নির্মাণ • জরুরী অবস্থায় ত্রাণের ব্যবস্থা করা • উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা • স্কুল সেশনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা • গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা • ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা • উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা • চেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন (লিফলেট, বোশিউর, বুকলেট, পোষ্টার ইত্যাদি) • সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিলবোর্ড স্থাপন • আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত করার লক্ষ্যে ট্রেড-বেইজড প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান • স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্ধার ও অনুসন্ধান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান
কালবৈশাখী ঝড়	• জরুরী স্যালাইন ও ঔষধপত্র সংরক্ষণ করা • ফসলের বীজ সংরক্ষণ করা • গুরুত্বপূর্ণ দলিরপত্র সংরক্ষণ করা • শুকনা খাবার মজুদ রাখা • আসবাবপত্র ও সম্পদ সংরক্ষণ করা • নৌকা, ভেলা ও ভ্যানগাড়ি প্রস্তুত রাখা • স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা • পূর্ব সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার • সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম	• বৃক্ষ রোপন করা • স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা • গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন • উপ-কমিটি গঠন (প্রতি গ্রামে ৩ টি) • স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন • জরুরী তহবিল • উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনার প্রস্তুতি (মহড়ার আয়োজন) করা • কন্টিনজেন্সী স্টক (লাইফ জ্যাকেট, টর্চ লাইট, বাশি,	• সামাজিক বনায়ন • ঢেউ থেকে গ্রাম ও জীব বৈচিত্র রক্ষার জন্য হিজল করচের বন তৈরি

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
	• জরুরী উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা • দুর্গতদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া	হ্যান্ড মাইক, দড়ি ইত্যাদি) • স্টোর হাউজ (জরুরী ঔষধ, ত্রিপল ও পলিথিন)	
শিলাবৃষ্টি	সচেতনতা সৃষ্টি	বৃক্ষ রোপন করা	• উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা • স্কুল সেশনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা • সামাজিক বনায়ন • বিলবোর্ড, পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা
খরা	সেচের ব্যবস্থা করা	নদী ও খাল ড্রেজিং করা	বৃক্ষ রোপন করা, সামাজিক বনায়ন

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	এনজিও	কি বিষয়ে তারা কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
১	আইডিয়া	কৃষি সহায়তা (প্রশিক্ষণ সচেতনতামূলক)	১১০০ পরিবার	নভেম্বর, ২০১৩ – জুন, ২০১৪ পর্যন্ত
২	ইসালামিক রিরিফ	ECCADR Project	৪০০	জুলাই, ২০১৩ – জুন, ২০১৬ পর্যন্ত

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১.	বসতভিটা উচুকরণ	৬০০ টি	৪,৮০০,০০০	নীচু ও বন্যা ঝুঁকিপূর্ণ ইউনিয়নে	ফেব্রুয়ারি ও মার্চ	২০%	১০%	৩০ %	৪০%	প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলো অত্র এলাকার জনগণকে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে যা তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। এর মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে
২.	বেরীবাধ সংস্কার	৯১.১০ কি.মি	২৫,০০০,০০০	ছায়ার হাওর বাঁধ, কালিগোটার বাঁধ, ভান্ডার বাঁধ, গাছেরডর বাঁধ, বেড়াডহর বাঁধ, বাগুয়া বাঁধ, পোড়ারপাড় বাঁধ, মনুয়া বাঁধ এবং কানকনা-দারাইন	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	২০%	-	৪০%	৪০%	
৩.	আগাম জাতের ধান বীজ ও সার সরবরাহ (প্রতি কৃষককে ১০ কেজি করে বীজ এবং ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি ২৫ কেজি, এমওপি ২৫ কেজি, জিপসাম ২৫ কেজি করে)	১২০০ কৃষক	৩,০০০,০০০	দরিদ্র কৃষক	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	৪০%	-	৪০%	২০%	
৪.	নদী খনন	২০ কি.মি.	৪০,০০০,০০০	চামতি নদীঃ মোরাপুর থেকে ব্রাম্মনগাঁও পর্যন্ত- ৪ কি.মি. দারাইন নদীঃ বাহাড়া থেকে বেড়া মোহনার মুখ পর্যন্ত- ১০ কি.মি. দারাইন নদীঃ বাহাড়া থেকে দামপুর পর্যন্ত- ২ কি.মি. ফেনখাই নদীঃ বাটিগাঁও'র পাশে - ৪ কি.মি.	নভেম্বর- ও মার্চ	৩০%	-	৫০ %	২০%	
৫.	হাওর থেকে কাটা ফসল নিয়ে আসার জন্য ট্রলির ব্যবস্থা করা	১২ টি	১,২০০,০০০	প্রতি ইউনিয়নে ৩ টি করে	নভেম্বর- ও মার্চ	২০%	-	৫০ %	৩০ %	
৬.	স্লুইচ গেট নির্মাণ	১ টি	৩০,০০০,০০০	কাটাখালী / মাউতি	নভেম্বর- ও মার্চ	৫০%	-	২০%	৩০ %	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
৭.	কালভার্ট নির্মাণ	২৪ টি	৩,৬০০,০০০	প্রতি ইউনিয়নে ৬ টি করে	নভেম্বর- ও মার্চ	৪০%	-	১৫%	৪৫%	বাস্তবায়িত হলে হাওর এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে যা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
৮.	রিং পাইপ (২ ইঞ্চি ডায়া)	৪০০ পিছ (প্রতিটি ৬ ফুট)	১০,০০০০০	কাটাখালী / মাউতি স্লুইচ গেট-এর জন্য	নভেম্বর- ও মার্চ	১৫%	-	৪০%	৪৫%	
৯.	গ্রাম প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ	১২ টি	৮৪,০০০,০০০	প্রতি ইউনিয়নে ৩ টি করে	নভেম্বর- ও মার্চ	১৫%	-	৪৫%	৪০%	
১০.	করস্থান/ শ্মশানঘাট প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ	১৬ টি	৩২,০০০,০০০	প্রতি ইউনিয়নে ৪ টি করে	নভেম্বর- ও মার্চ	১৫%	-	৪০%	৪৫%	
১১.	জরুরী উদ্ধার, অপসারণ, চিকিৎসা সেবা প্রদান ও সহায়তার জন্য স্পীডবোট প্রস্তুত রাখা	৪ টি	২,৪০০,০০০	প্রতি ইউনিয়নে ১ টি করে	নভেম্বর- ও মার্চ	৪০%	-	১৫%	৪৫%	
১২.	বর্ষাকালে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আসা যাওয়ার জন্য ইঞ্জিনচালিত নৌকা তৈরি করা	৪ টি	২,৮০০,০০০	প্রতি ইউনিয়নে ১ টি করে	নভেম্বর- ও মার্চ	৪০%	-	১৫%	৪৫%	
১৩.	স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা	৪ টি	-	প্রতি ইউনিয়নে ১ টি করে	এপ্রিল - নভেম্বর	২০%	-	৫০ %	৩০ %	
১৪.	আশ্রয়কেন্দ্র সংস্কার করা	৮ টি	৬২০,০০০	আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে	নভেম্বর- ও মার্চ	৩০%	-	৫০ %	২০%	
১৫.	খাল পুনঃ খনন	১২ কি.মি	২,৪০০,০০০	গুদের মুখ থেকে দামপুর - ৫ কি.মি. দাইরের খাল (শাল্লা) – ২.৫ কি.মি. বাগুয়া বন থেকে দাউদপুরের স্লুইচগেট পর্যন্ত- ১.৫ কি.মি. কাটাখালী/মাউতি বিলের ফাল- ২ কি.মি. বাগুয়া বিল থেকে পুকুরপাড় পর্যন্ত- ১ কি.মি.	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	২০%	-	৪০%	৪০%	
১৬.	মাটির কিল্লা তৈরি	১৭ টি	৩৪,০০০,০০০	বড়গাঁও (আটগাঁও), শশারকান্দা (আটগাঁও), দাউদপুর (আটগাঁও), মুক্তারপুর ও নাইন্দা গ্রামের মাঝামাঝি (বাহাড়া), সুলতানপুর ঈদগাহ (বাহাড়া), বাহাড়া সমশ্রীর মাঝামাঝি (বাহাড়া), রূপসা (বাহাড়া), দামপুর (শাল্লা), রৌয়া (শাল্লা), কান্দিগাঁও (শাল্লা), সেননগর	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	২০%	-	৪০%	৪০%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
				(শাল্লা), শাল্লা গ্রাম (শাল্লা), হবিবপুর ও নোয়াগাঁও গ্রামের মাঝামাঝি (হবিবপুর), শাশকাই বাজারের পূর্ব পাশে (হবিবপুর), মৌরাপুর (হবিবপুর), সরসপুর (হবিবপুর) এবং মির্জাকান্দা (বাহারা)।					
১৭.	গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন	১২১ টি	-	১২১ টি গ্রামে	নভেম্বর	-	-	-	১০০ %	
১৮.	উপ-কমিটি গঠন (প্রতি গ্রামে ৩ টি)	৩৬৩ টি	-	১২১ টি গ্রামে	নভেম্বর	-	-	-	১০০ %	
১৯.	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন	৩৬ টি	-	-	নভেম্বর	-	-	-	১০০ %	
২০.	ঢেউ থেকে গ্রাম ও জীব বৈচিত্র রক্ষার জন্য হিজল করচের বন তৈরি (প্রতিটিতে ৫০,০০০ করে চারা দিয়ে)	৪ টি	১০,০০০,০০০	৪ টি ইউনিয়নে	নভেম্বর- ও মার্চ	-	-	-	১০০ %	
২১.	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন	২০০০ টি	৪,০০০,০০০	৪ টি ইউনিয়নে	অক্টোবর-মার্চ	২০%	-	৪০%	৪০%	
২২.	নলকূপ স্থাপন	২৫০ টি	১৬,২৫০,০০০	৪ টি ইউনিয়নে	অক্টোবর-মার্চ	২০%	-	৪০%	৪০%	
২৩.	কাচা রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার	৭২ কি.মি	৩৬,০০০,০০০	শান্তিপুর থেকে সুলতানপুর হয়ে চাইড়ারকান্দা কবরস্থান পর্যন্ত (বাহাড়া) - ৩ কি.মি.; যাত্রাপুর থেকে সমস্বরী হয়ে বাহাড়া উত্তরহাটী দিয়ে শিবপুর পর্যন্ত (বাহাড়া) - ৩ কি.মি.; কান্দিগাঁও থেকে পিপড়া পর্যন্ত (বাহাড়া) - ৭ কি.মি.; গড়ের বন থেকে সুলতানপুর পর্যন্ত (বাহাড়া) - ২ কি.মি.; মেদা আহাদ নূরের বাড়ি থেকে কবরস্থান হয়ে	অক্টোবর-মার্চ	২০%	-	৪০%	৪০%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
				পাকা রাস্তা পর্যন্ত (বাহাড়া) - ২ কি.মি.; দারাইন নদীর পাড় থেকে কানাইখালী হয়ে যতনের জমি মেইনরোড পর্যন্ত (বাহাড়া) – ৩ কি.মি.; যাত্রাপুর থেকে বড়টেক পর্যন্ত (বাহাড়া) – ১ কি.মি.; বিলপুর থেকে ফয়জুল্লাপুর পর্যন্ত (হবিবপুর) - ৩ কি.মি.; বিষ্ণুপুর স্কুল থেকে আগুয়াইর রাস্তার মেইন রোড পর্যন্ত (হবিবপুর) - ৩ কি.মি.; শাসকাই সোমেস্বরী থেকে ফয়জুল্লাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত (হবিবপুর) – ৩.৫ কি.মি.; শ্যামসুন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে নারকিলা পর্যন্ত ০.৫ কি.মি ওয়ালসহ (হবিবপুর) – ৫ কি.মি.; উজানগাঁও থেকে মামুদনগর পর্যন্ত (আটগাঁও) – ৪.৫ কি.মি. (পূব পাশে ২.৫ কি.মি ওয়ালসহ); দাউদপুর থেকে শরীয়তপুর পর্যন্ত (আটগাঁও) – ২.৫ কি.মি.; রাহতলা বাজার থেকে রাহতলা গ্রাম পর্যন্ত (আটগাঁও) – ২ কি.মি.; দৌলতপুর গ্রাম থেকে আনন্দপুর বাজার পর্যন্ত (আটগাঁও) – ৫ কি.মি. (সংস্কার); শশারকান্দা থেকে কসমা পর্যন্ত (আটগাঁও) – ৩.৫ কি.মি.;					

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
				শাল্লা বাজার থেকে আলীনগর হয়ে শ্যামনগর পর্যন্ত (শাল্লা) – ৫ কি.মি.; গরমখালী থেকে গাড়িঘাট পর্যন্ত (শাল্লা) – ৪ কি.মি.; ভাটগাঁও থেকে দামপুর পর্যন্ত (শাল্লা) – ৪ কি.মি.; আবদা সংকরপুর থেকে গাড়িঘাট পর্যন্ত (শাল্লা) – ৩ কি.মি.; সাতপাড়া বাজার থেকে গোবিন্দপুর পর্যন্ত (শাল্লা) – ৪ কি.মি.;					
২৪.	হাওরে ধানের উঁচু খলা তৈরি (আগাম বন্যায় হাওরে ধান কেটে রাখার জন্য)	১২ টি	৬,০০০,০০০	প্রতি ইউনিয়নে ৩ টি করে	অক্টোবর-মার্চ	১০%	-	১০%	৮০ %	
২৫.	সাবমারজিবল রাস্তা নির্মাণ	৩৪ কি.মি	১৭,০০০,০০০	ঘুঙ্গিয়ারগাঁও থেকে প্রতাপপুর পর্যন্ত (বাহাড়া) - ৫ কি.মি. (আরসিসি); শ্যামসুন্দর স্কুল থেকে হাসানপুর পর্যন্ত (হবিবপুর) - ২ কি.মি. (আরসিসি); আঙ্গুয়াইর থেকে প্রতাপপুর পর্যন্ত (বাহাড়া ও হবিবপুর) - ৫ কি.মি. (আরসিসি); ঘুঙ্গিয়ারগাঁও খেয়াঘাট থেকে মাউতি বাঁধ হয়ে কানাখালী দিয়ে বড়বাড়ি পর্যন্ত (বাহাড়া) - ২ কি.মি. (আরসিসি); উপজেলা বাজারের পূর্ব পাড় থেকে গোডাউন হয়ে নদীর পাড় পর্যন্ত (বাহাড়া) – ০.৫ কি.মি. (আরসিসি); সোমেস্বরী পাকা রাস্তা থেকে যাত্রাপুর পাকা রাস্তা পর্যন্ত (বাহাড়া) - ১ কি.মি. (আরসিসি);	জানু-মার্চ	২০%	-	৪০%	৪০%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
				মেইন রোড থেকে মৌরাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত (আটগাঁও) - ১ কি.মি. (আরসিসি); দৌলতপুর দুদু হাজীর বাড়ি থেকে কালাইন্যার বাঁধ পর্যন্ত (আটগাঁও) – ১.৫ কি.মি. (আরসিসি); দৌলতপুর মদ্রাসা থেকে উজানীগাঁওর খেয়াঘাট পর্যন্ত (আটগাঁও) – ১.৫ কি.মি. (আরসিসি); কান্দিগাঁও থেকে বাটগাঁও হয়ে শাল্লা বাজার পর্যন্ত (শাল্লা) – ৫ কি.মি. (আরসিসি); সাতপাড়া বাজার থেকে রৌয়া গ্রাম পর্যন্ত (শাল্লা) – ৫ কি.মি. (আরসিসি); আলীনগর থেকে দারাইন নদীর পাড় পর্যন্ত (শাল্লা) – ২.৫ কি.মি. (আরসিসি); সাতপাড়া বাজার থেকে গোবিন্দপুর পর্যন্ত (শাল্লা) – ৩ কি.মি. (আরসিসি);						
২৬.	কমিউনিটি ক্লিনিক সচল করা	৫ টি	৫০০,০০০	হরিপুর কমিউনিটি ক্লিনিক, বেড়াডহর কমিউনিটি ক্লিনিক, কাশিপুর কমিউনিটি ক্লিনিক, উজানগাঁও কমিউনিটি ক্লিনিক ও মাহমুদনগর কমিউনিটি ক্লিনিক	নভেম্বর--মার্চ	২০%	-	-	৮০ %	
২৭.	স্কুলের মাঠ উঁচু করা	১৭ টি	১,৭০০,০০০	শাল্লা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, আনন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নওয়াগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রতাপপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কলিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, খলাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, হবিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মহদেবপাশা সরকারী	জানুয়ারি-মার্চ	-	-	-	১০০ %	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
				প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইয়ারা বাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রঘুনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণহাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, আসলাম উদ্দীন পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়, সাউদেশ্রী স্কুল ও কলেজ, মেদা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নতুন ও পুরাতন মির্জাকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং তাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ						
২৮.	গোপাট তৈরি (হাওর থেকে ধান আনা নেয়ার রাস্তা)	২০ কিমি	২,০০০,০০০	প্রতি ইউনিয়নে ৫ কি.মি.	নভেম্বর--মার্চ	২০%	-	৪০%	৪০%	
২৯.	কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে বন্ধুচুলা/ আলগা চুলা ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা	৪ টি ইউনিয়নে		৪ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	-	-	-	১০০ %	
৩০.	ধাত্রী প্রশিক্ষণ	১ ব্যাচ/ ২০ জন	১৪০,০০০	৪ ইউনিয়ন থেকে মোট ২০ জন নিয়ে ১ টি ব্যাচ করা হবে	অক্টো-সেপ্টে	-	-	-	১০০ %	
৩১.	সেচের জন্য পাওয়ার পাম্প	১৬ টি	৩২০,০০০	প্রতি ইউনিয়নে ৪ টি করে	জানুয়ারি-মার্চ	২০%	-	৪০%	৪০%	
৩২.	সেচের জন্য পাকা ড্রেন নির্মাণ	১২ টি	২,৪০০,০০০	প্রতি ইউনিয়নে ৩ কি.মি করে	জানুয়ারি-মার্চ	২০%	-	৪০%	৪০%	
৩৩.	মাটি কাটার যন্ত্র	৪ টি	১০,০০০,০০০	প্রতি ইউনিয়নে ১ টি করে	নভেম্বর--মার্চ	২০%	-	৪০%	৪০%	
৩৪.	যাত্রী ছাউনী নির্মাণ	২৪ টি	৭,২০০,০০০	প্রতি ইউনিয়নে ৬ টি করে	জানুয়ারি-মার্চ	২০%	-	৪০%	৪০%	
৩৫.	অগ্নি নির্বাপনের জন্য পাম্প ও পাইপসহ ট্রলির ব্যবস্থা রাখা	৪ টি	২,০০০,০০০	প্রতি ইউনিয়নে ১ টি করে	অক্টো-সেপ্টে	২০%	-	৪০%	৪০%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
৩৬.	প্রাণীসম্পদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন	৪ টি		প্রতি ইউনিয়নে ১ টি করে	অক্টো-সেপ্টে	-	-	-	১০০ %	
৩৭.	স্কুল পর্যায়ে মহড়ার আয়োজন করা	১২ টি	৬০,০০০	শাহীদ আলী উচ্চ বিদ্যালয়, গোবিন্দচন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গিরিধর উচ্চ বিদ্যালয়, শ্যামসুন্দর উচ্চ বিদ্যালয়, হাফেজ আলী উচ্চ বিদ্যালয়, মাহমুদ নগর উচ্চ বিদ্যালয়, সাউদেরশ্রী স্কুল এ্যান্ড কলেজ, আসলাম উদ্দিন পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়, চাকুয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সরলাল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বলরামপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও শাল্লা কলেজ	নভেম্বর-ডিসেম্বর	-	-	-	১০০ %	
৩৮.	বন্যা লেভেলের উপরে খেলার মাঠ স্থাপন	৪ টি	২০,০০০,০০০	প্রতি ইউনিয়নে ১ টি করে	জানুয়ারি-মার্চ	২০%	-	৪০%	৪০%	
৩৯.	ঘাটলা নির্মাণ	১২ টি	১,২০০,০০০	প্রতি ইউনিয়নে ৩ টি করে	জানুয়ারি-মার্চ	২০%	-	৪০%	৪০%	
৪০.	ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনোদন পার্ক (খেলাধূলার সামগ্রীসহ) স্থাপন	৪ টি	২,০০০,০০০	প্রতি ইউনিয়নে ১ টি করে	জানুয়ারি-মার্চ	২০%	-	৪০%	৪০%	
৪১.	বর্ষাকালে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট এর ব্যবস্থা রাখা	৮০ টি	২৪০,০০০	৪ টি ইঞ্জিনচালিত নৌকার জন্য	নভেম্বর- ও মার্চ	৪০%	-	১৫%	৪৫%	

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতি

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমি উনি টি %	ইউপি %	এন. জি.ও %	
১	আপদকালীন পরিকল্পনা									প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলো এলাকার দুর্যোগ কালীন সময়ে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে।
১.১	ব্যক্তিগত প্রস্তুতি									
১.১.১	জরুরী স্যালাইন ও ঔষধপত্র সংরক্ষণ করা	প্রয়োজন অনুসারে	-	১২১ টি গ্রামে	জুন-নভে	-	১০০ %	-	-	
১.১.২	ফসলের বীজ সংরক্ষণ করা	প্রয়োজন অনুসারে	-	১২১ টি গ্রামে	জুন-নভে	-	১০০ %	-	-	
১.১.৩	গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র সংরক্ষণ করা	প্রয়োজন অনুসারে	-	১২১ টি গ্রামে	জুন-নভে	-	১০০ %	-	-	
১.১.৪	শুকনা খাবার মজুদ রাখা	প্রয়োজন অনুসারে	-	১২১ টি গ্রামে	জুন-নভে	-	১০০ %	-	-	
১.১.৫	আসবাবপত্র ও সম্পদ সংরক্ষণ করা	প্রয়োজন অনুসারে	-	১২১ টি গ্রামে	জুন-নভে	-	১০০ %	-	-	
১.১.৬	নৌকা, ভেলা ও ভ্যানগাড়ি প্রস্তুত রাখা	প্রয়োজন অনুসারে	-	১২১ টি গ্রামে	জুন-নভে	-	১০০ %	-	-	
২	সামাজিক প্রস্তুতি									
২.১	স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা	৪ টি	-	-	-	২০%	৩০ %	২০%	৩০ %	
২.১.১	পূর্ব সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার	প্রয়োজন অনুসারে	-	-	-	৩০%	২০%	১০%	৪০%	
২.১.২	জরুরী তহবিল	৪ টি	১,০০০,০০০	৪ টি ইউনিয়নে	নভেম্বর	৩০%	২০%	১০%	৪০%	
২.১.৩	উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনার প্রস্তুতি (মহড়ার আয়োজন) করা	৪ টি	২৫০,০০০	৪ টি ইউনিয়নে	মে-জুন	৩০%	২০%	১০%	৪০%	
২.১.৪	কন্টিনজেন্সী স্টক	৪ টি	৫০,০০০	৪ টি ইউনিয়নে	মার্চ-এপ্রিল	৩০%	২০%	১০%	৪০%	
২.১.৫	স্টোর হাউজ	৪ টি	৫০,০০০	৪ টি ইউনিয়নে	মার্চ-এপ্রিল	৩০%	২০%	১০%	৪০%	
২.১.৬	সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম	প্রয়োজন অনুসারে	-	৪ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	-	-	-	১০০ %	
২.১.৭	জরুরী উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা	প্রয়োজন	-	৪ টি ইউনিয়নে	প্রয়োজন	৩০%	১০%	২০%	৪০%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
		অনুসারে			অনুসারে					
২.১.৮	দুর্গতদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া (গর্ভবতী মহিলা, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও শিশু)	প্রয়োজন অনুসারে	-	৪ টি ইউনিয়নে	জুন-নভে	৩০%	১০%	৩০ %	৩০ %	

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী করণীয়

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১.	রাস্তাঘাট মেরামত	২৫ কি.মি.	৫,০০০,০০০	ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা	ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি	৫০%	-	২০%	৩০ %	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়িত হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে হাওর এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে যা জাতীয় উন্নয়নে অবদান
২.	ঘরবাড়ী মেরামত করা	১৫০০ টি	১৫,০০০,০০০	ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ী	জানু-মার্চ	৫০%	-	২০%	৩০ %	
৩.	জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদান	২০০০ পরিবার	১০০,০০০	দুর্গত এলাকা	জানু-মার্চ	৫০%	১০%	২০%	২০%	
৪.	বিশুদ্ধ পানি ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যবলেট বিতরণ	২০০০ পরিবার	৪০০,০০০	দুর্গত এলাকা	জুন-নভে	৫০%	১০%	১০%	৩০ %	
৫.	ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত	৭.৫ কি.মি	৩৭,৫০০,০০০	৭ টি বেরীবাঁধে	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	-	-	-	১০০ %	
৬.	বসতভিটায় গাছ লাগানো (প্রতি পরিবারকে ১০ টি করে চারা প্রদান)	৫০০০ পরিবার	২,৫০০,০০০	৪ টি ইউনিয়নে	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	-	-	-	১০০ %	
৭.	গো খাদ্যের ব্যবস্থা করা	প্রয়োজন অনুসারে	-	৪ টি ইউনিয়নে	জুন-নভে	১০%	১০০ %	-	-	
৮.	গবাদি পশু পাখির চিকিৎসা সেবা প্রদান	প্রয়োজন অনুসারে	-	৪ টি ইউনিয়নে	জুন-নভে	৫০%	-	-	৫০ %	
৯.	জরুরী অবস্থায় ত্রাণের ব্যবস্থা করা	২০০০ পরিবার	৬,০০০,০০০	৪ টি ইউনিয়নে	জুন-নভে	১০%	১০%	-	৮০ %	
১০.	নলকূপ সংস্কার	৪০০ টি	৮০০,০০০	৪ টি ইউনিয়নে	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	২০%	-	-	৮০ %	
১১.	কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা	৫০০ জন	২,৫০০,০০০	৪ টি ইউনিয়নে	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	২০%	-	-	৮০ %	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
										রাখবে।

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে প্রস্তুতি

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
০১	উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা	১৪৫২ টি	-	৪ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	১০%	৪০%	১০%	৪০%	
০২	স্কুল সেশনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা	১৩৬৮ টি	-	৪ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	৩০%	২০%	১০%	৪০%	
০৩	গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা	১৪৫২ টি	-	৪ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	১০%	৩০ %	১০%	৫০ %	
০৪	ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা	৪৮ টি	২৪,০০০	৪ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	১০%	৩০ %	৩০ %	৩০ %	
০৫	উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা	১২ টি	১২০০০	উপজেলায়	অক্টো-সেপ্টে	৪০%	-	২০%	৪০%	
০৬	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন (লিফলেট, বোশিউর, বুকলেট, পোষ্টার ইত্যাদি)	৫০০০ টি	৫০০০০০	উপজেলায়	অক্টো-সেপ্টে	২০%	৩০ %	১০%	৪০%	
০৭	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিলবোর্ড স্থাপন	৪ টি	৪০০০০০	৪ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	২০%	৩০ %	১০%	৪০%	
০৮	আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত করার লক্ষ্যে ট্রেড-বেইজড প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান	৪০০ জন	২,০০০,০০০	৪ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	-	-	-	১০০ %	
০৯	স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্ধার ও অনুসন্ধান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান (ওয়ার্ড পর্যায়ে)	৩৬ ব্যাচ/ ২৫৪১ জন	২৫৫,০০০	৪ টি ইউনিয়নে	অক্টো-ফেব্রু	২০%	২০%	২০%	৪০%	
১০	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	৪ ব্যাচ	১২০,০০০	৪ টি ইউনিয়নে	অক্টো-ফেব্রু	২০%	২০%	২০%	৪০%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১১	উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	১ ব্যাচ	৩০,০০০	উপজেলায়	অক্টো-ফেব্রু	২০%	-	-	৮০ %	
১২	কৃষকদের সার ও সেচ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	৪০ ব্যাচ/ ১০০০ জন	১,০০০,০০০	৪ টি ইউনিয়নে	অক্টো-ফেব্রু	৫০%	-	-	৫০ %	
১৩	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পথনাটক, জারীগান আয়োজন করা	৮ টি	৫৬,০০০	৪ টি ইউনিয়নে	অক্টো-ফেব্রু	-	-	-	১০০ %	

চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC):

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শাল্লা	০১৯১১৫৩৪৪৬৬
০২	মোঃ এরশাদুল আলম	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, শাল্লা	০১৯১৩৯৫০৭৯০
০৩	মোঃ ইউনুস মিয়া	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, শাল্লা	০১৮২১৫৮২৩৯৪
০৪	মোঃ শহীদুল ইসলাম	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পুলিশ), শাল্লা	০১৭১৫৭২৫১১১
০৫	মোঃ জাকির হোসেন	চেয়ারম্যান, বাহারা ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৮৩৭৬৫১৩

৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পর পরই উপজেলা কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হবে। যেখানে পালাক্রমে একসাথে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে।
- উপজেলার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩ টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রি ২৪ ঘন্টা কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করবেন।
- জেলা শহরের সংগে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
- কন্ট্রোল রুমে একটি কন্ট্রোল রুম রেজিস্টার থাকবে। উক্ত রেজিস্টারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, দায়িত্বকালীন সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল এবং কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরণ করা হল তাহা লিপিবদ্ধ করা হবে।
- দেয়ালে টাঙ্গানো একটি উপজেলার ম্যাপে বিভিন্ন ইউনিয়নের অবস্থান, বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা, খাল, বাঁধ ইত্যাদি চিহ্নিত থাকবে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।
- কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন পালনের সুবিধার্থে রেডিও, হ্যাজাক, চার্জার লাইট, ৫ টি বড় টর্চ লাইট, গামবুট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোর্ট ইত্যাদি কন্ট্রোল রুমের মজুদ রাখা হবে।

৪.২ আপদকালীন পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১.	স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা	৪ টি	১২ মাস	ইউপি চেয়ারম্যান	UzDM C ও বেসরকারী সংস্থা এবং জনগোষ্টি	প্রশিক্ষণ প্রদান, সরঞ্জাম সরবরাহ, ব্যাক্তিগত যোগাযোগ	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
২.	পূর্ব সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার	৪ টি	৮ মাস (এপ্রিল-নভেম্বর)	দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক	গ্রামপুলিশ	মাইক্রোফোন, মেগাফোন, মসজিদের মাইক, বাঁশি, সাইরেন ও ড্রাম বাজিয়ে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
৩.	নৌকা, ভেলা ও ভ্যানগাড়ি প্রস্তুত রাখা	৪ টি	ঐ	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	UP সদস্য	নৌকা, গাড়ী ও ভ্যান চালকের সাথে আলোচনা করে তাদের ফোন নম্বর সংরক্ষণ করা	ঐ
৪.	জরুরী উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা	প্রয়োজন অনুসারে	ঐ	ঐ	বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	উদ্ধার কাজ করতে পারে এমন কিছু স্বেচ্ছাসেবক নির্ধারণ করে ওরিয়েন্টেশন প্রদান এবং জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামসহ যাত্রিক নৌকা ব্যবহার করে	UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৫.	প্রাথমিক চিকিৎসা / স্বাস্থ্য / মৃত ব্যবস্থাপনা	৪ টি	ঐ	ঐ	ঐ	নিকটের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের যোগাযোগ ও ফোন নং সংরক্ষণ করা	উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৬.	শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	১০০০ পরিবার	৬ মাস (জুন-নভেম্বর)	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।	স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	কমিউনিটি ও সংস্থা যারা খাবার ও ঔষধ দিতে পারে তাদের সাথে সরাসরি আলোচনা ও ফোন নং সংগ্রহ করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৭.	গবাদী পশুর চিকিৎসা / টীকা	প্রয়োজন অনুসারে	ঐ	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	কমিউনিটির জনগণ	ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে	UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির এবং উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা
৮.	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ	৪৭টি	ঐ	ঐ	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	সরাসরি আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধান করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
৯.	ত্রাণ কার্যক্রম	৪ টি	উপস্থিত সময়	ঐ	ঐ	যে সব প্রতিষ্ঠান /	UzDMC ও

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
	সমন্বয় করা					ব্যাক্তি ত্রাণ দিবে তাদের সাথে যোগাযোগ করা	UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১০.	মহড়ার আয়োজন করা	৪ টি	৩ মাস (জানু-মার্চ)	ঐ	ঐ	অধিক দুর্যোগপ্রবন এলাকায় সরাসরি স্বেচ্ছাসেবক ও কমিউনিটির জনগণকে সাথে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন আপদের উপর মহড়া করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১১.	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	১ টি	৮ মাস (এপ্রিল-নভেম্বর)	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	জেলা প্রশাসন	কন্ট্রোল রুমের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ করা	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে যোগাযোগ

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশনা

৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা।
- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার করা।
- স্বেচ্ছাসেবক দলে সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা, উদ্ধার, অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার

- প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়ীতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়ীত্ব নিশ্চিত করবেন।
- ৫নং সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত প্রতি ঘন্টায় অন্তত একবার মাইকের ঘোষণা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহাবিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সংগে সংগে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল মাদ্রাসার ঘন্টা বিপদ সংকেত হিসাবে একটানাভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদী

- রেডিও, টেলিভিশন মারফত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারণের কাজ শুরু করা বার্তা প্রচারের সংগে সংগে স্ব স্ব ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারণের কাজ শুরু করবেন।
- ৮ নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবক দল বাড়ী গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দেবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান

- অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যাস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য জেলা/উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন।
- অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন।
- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহণকারী অসুস্থ ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।
- মৃতদেহ সৎকার ও গবাদিপশু মাটি দেবার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ডভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৪.২.৫ আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ

- দুর্যোগপ্রবণ মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা।
- জরুরী মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা।
- দুর্যোগকালীন সময়ে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিতকরণ।
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিত করা।
- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, জরুরী খাদ্য ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তাকরণ।

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা

- জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলি ইঞ্জিন চালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহার হবে তা ঠিক করবেন।
- নৌকার মালিকগণ তাদের এ কাজে সহায়তা করবেন।
- জরুরী কন্ট্রোলরুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নাম্বার সংরক্ষিত থাকবে।

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি, চাহিদা নিরুপণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ:

- দুর্যোগ অব্যহতির পর পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে “এসওএস ফরম” ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে “ডি” ফরমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন।

৪.২.৮ ত্রাণ কার্ক্রম সমন্বয় করা

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহাতাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন।
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণকারী দল আসলে তারা কি পরিমাণ বা কোন ধরনের ত্রাণ সামগ্রী, পুনর্বাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোল রুমকে জানাতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দর পরিমাণ ঠিক করবেন এবং বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর পরিমাণ/সংখ্যা ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- তাৎক্ষণিকভাবে বিতরণের জন্য শুকনা খাবার যেমন, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরণ ও গৃহ নির্মাণের উপকরণ যথা ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবারকল্যাণ সহকারীর সহায়তায় প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করবে।
- ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন ও ত্রাণ কর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীটেক্সি ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদিপশুর চিকিৎসা/টিকা

- উপজেলা প্রাণীসম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ইউনিয়ন ভবন অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রাণী চিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রাণী চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্ত করানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা

- সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণ কার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

- ঘূর্ণীঝড়/বন্যা প্রবণ এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা।
- প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্টিকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।
- মহড়া অনুষ্ঠানের সময় অসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ণ গ্রামে করতে হবে।

৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়ীত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়ীত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিরা-রাত্রি কন্ট্রোল রুমে দায়ীত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব সার্বক্ষণিকভাবে তত্তাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানসমূহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দুরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উঁচু রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- প্রতিটির বিস্তারিত বর্ণনা লিখতে হবে।
- নিম্নে টেবিলের মাধ্যমেও দেখাতে হবে।

৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থানসমুহের তালিকা ও বর্ননা

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
মাটির কেল্লা / বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	-	-	-	শাল্লায় কোন মাটির কেল্লা / বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নেই।
ঘূর্ণীঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	-	-	-	শাল্লায় কোন ঘূর্ণীঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নেই।
স্কুল কাম সেল্টার	শাল্লা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাল্লা	৩০০ জন	
	আনন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাল্লা	৩০০ জন	
	নওয়াগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাহাড়া	২৫০ জন	
	প্রতাপপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাহাড়া	২০০ জন	
	কলিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আটগাঁও	২০০ জন	
	খলাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হবিবপুর	২৫০ জন	
	হবিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হবিবপুর	২০০ জন	
	মহদেবপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাল্লা	৩০০ জন	
	ইয়ারাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাহাড়া	২৫০ জন	
	রঘুনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হবিবপুর	২০০ জন	
	শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাহাড়া	২৫০ জন	
	দক্ষিণহাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হবিবপুর	৩০০ জন	

জিও / এনজিও প্রতিষ্ঠান	--	-	-	শাল্লায় জিও / এনজি ‘র কোন প্রতিষ্ঠান আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় না।
ইউপি ভবন	-	-	-	শাল্লার ইউপি ভবনগুলো আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় না।
উচুঁ রাস্তা	উপজেলা হেডকোয়ার্টারের রাস্তা (২.৭২ কি.মি.)	বাহাড়া	২০০০	শাল্লা উপজেলার ৯ টি (৯১.১০ কি.মি) বাঁধই বন্যা লেভেলের নীচে হওয়ায় এগুলো নিরাপদ নয়।
বাঁধ	-	-	-	শাল্লা উপজেলার ৯ টি (৯১.১০ কি.মি) বাঁধই বন্যা লেভেলের নীচে হওয়ায় এগুলো নিরাপদ নয়।

৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনঃ

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
মাটির কিল্লা	-	-	-	শাল্লায় কোন মাটির কেল্লা নেই।
স্কুল কাম সেল্টার	শাল্লা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রয়িাজ উদ্দিন	০১৭১০৩৬১২২৭	
	আনন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সুতবা রাণী দাস	০১৭১৫৬৪৩৩৮৮	
	নওয়াগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	অখিল চন্দ্র দাস	০১৭২৪৬১৫৯৬৮	
	প্রতাপপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বীনা রানী রায়	০১৭৩৩৮৬৩৮৬০	
	কলিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জয় কুমার দাস	০১৭৪৬৩৫৪৯৩৬	
	খলাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	অনন্ত কুমার দাস	০১৭৬৮৯৯৬৮০৩	
	হবিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	প্রভাবর্তী সরকার	০১৭১৭২৭৮২২২	
	মহদেবপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	অজয় কুমার তাং	০১৭১৯৯৫০৭৭৮	
	ইয়ারা বাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হামিদ মিয়া	০১৭১৭৮৪৭২৬২	
	রঘুনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিত্ত রঞ্জন দাস	০১৭৩৫২৮১৭১৭	
	শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রমা রঞ্জন দাস	০১৭২১০৪৫১৮১	
	দক্ষিণহাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লাকী রানী দাস	০১৮২৫৬০৯৮০৫	
জিও / এনজিও প্রতিষ্ঠান	-	-	-	শাল্লায় জিও / এনজি ‘র কোন প্রতিষ্ঠান আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় না।
উচুঁ রাস্তা	২.৭২ কিলোমিটার পাকা রাস্তা	মোঃ এরশাদুল আলম	০১৯১৩৯৫০৭৯০	

		প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা		
বাঁধ				শাল্লা উপজেলার ৯ টি (৯১.১০ কি.মি) বাঁধই বন্যা লেভেলের নীচে হওয়ায় এগুলো নিরাপদ নয়।

এই সব আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং স্কুল কাম সেল্টারগুলো স্কুল ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। আশ্রয়কেন্দ্রে ও স্কুল কাম সেল্টার গুলোতে স্বেচ্ছাসেবকদের উপকরণ ও যন্ত্রপাতি নাই। আশ্রয়কেন্দ্রগুলি ব্যবহার উপযোগী করার জন্য সংস্কার/ মেরামতের প্রয়োজন। বেশীর ভাগ আশ্রয়কেন্দ্রের সাথে বসতির সংযোগ রাস্তা ব্যবহার অনুপোযোগী। বিধায় রাস্তাগুলো পুণ:সংস্কার ও উঁচু করার প্রয়োজন। এছাড়া বেশীর ভাগ আশ্রয়কেন্দ্র গুলোতে আলোর ও খাবার পানের কোন ব্যাবস্থা নাই।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক ও সময়োগযোগী রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেন :

- দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানো
- দুর্যোগের সময় গবাদিপশুর জীবন বাঁচানো
- আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি :

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন।
- ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও স্টাফ, জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতি সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা।
- এলাকাবাসির সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসাবে দায়ীত্ব পালন করতে পারে।
- কমিটির কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নারী হতে হবে।
- কমিটির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারনা দেয়া (আশ্রয়কেন্দ্র বিষয়ে)
- এলাকাবাসির সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন।
- কমিটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সবার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বন্টন এবং সময়সীমা বেধে দিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করেবন :

- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয় স্কুল, কলেজ
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
- উচু রাস্তা, বাঁধ

আশ্রয় কেন্দ্রে কি কি লক্ষ্য রাখতে হবে :

- আশ্রয়কেন্দ্রে তাবু/পলিথিন/ওআরএস/ফিটকিরি/কিছু জরুরী ঐষধ (প্যারাসিটামল, ফ্লাজিল ইত্যাদি)/পানি শোধন বড়ি/ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- খাবার পানি ফুটানোর ব্যবস্থা রাখা

- পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা রাখা
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা করা
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
- আলোর ব্যবস্থা করা
- আশ্রয়কেন্দ্রটি স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে
- আশ্রিত মানুষের রেজিষ্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরী ও ষ্টোরিং করা এবং চলে যাবার সময় তা ঠিকমত ফেরত দেয়া
- আশ্রয়কেন্দ্রে ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকের দায়ীত্ব প্রদান করা।
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- গর্ভবতী, নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধী ও শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার :

- আশ্রয়কেন্দ্র মূলত: দুর্যোগের সময় জনসাধারণের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়
- দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও স্কুল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ওয়ারলেস ষ্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ :

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা-জানালা বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষাকল্পে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ রোপন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।
- গাইডলাইন অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে।

৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল নম্বর
স্কুল কাম শেল্টার	১২	মোঃ এরশাদুল আলম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, শাল্লা	০১৭১০৪৪২৪১৭
গোডাউন	০১	মোঃ আবদুল গনি, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, শাল্লা	০১৭১৬৯৮৮২৭৩
নৌকা	০৫	মোঃ এরশাদুল আলম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, শাল্লা	০১৭১০৪৪২৪১৭
মাটির কিল্লা	-	-	
গাড়ী	-	-	
স্পীড বোট	০১	মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শাল্লা	০১৯১১৫৩৪৪৬৬

৪.৬ অর্থায়ন:

ইউনিয়ন পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট/বাজার, ইজারা, খাল-বিল ইজারার মাধ্যমে এবং কিছু ব্যবসা বানিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান থেকে । কিন্তু ইদানিং বড় হাট/বাজার, খাল/বিল ইজারার ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে নেই। যাতে আয় এর মূল উৎস কমে গেছে। তবে সরকার বর্তমানে ভূমি রেজিষ্ট্রেশন থেকে ১% অর্থ ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন। পূর্বে পুরোপুরি ছিল এখন আবার সেই অর্থ দিয়ে গ্রাম পুলিশ ও সচিবদের বেতন/ভাতাদি পরিশোধান্তে বাকি টাকা সময় সময় প্রদান করা হয়ে থাকে। ইদানিং সরকার বাৎসরিকভাবে নগদ ৪/৫ লক্ষ টাকা সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছেন।

(ক) নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

উৎস্য / ধরণ	বাৎসরিক আয়				৫ টি ইউনিয়নে মোট
	আটগাঁও	বাহাড়া	হবিবপুর	শাল্লা	
বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স	৬৫০,০০০	৭৮,৫৫৩	৪১৩০৭৬	৩১২,০৯০	১৪৫৩৭১৯
ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড লাইসেন্স)	-	-	-	-	-
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু ও লাইসেন্স পারমিট ফি	৮০০০	৬০০০০	২৭০০০	২৪৫০০	১১৯৫০০
ইজারা বাবদ (হাট, বাজার, ঘাট, পুকুর, খোয়াড় ইজারা ইত্যাদি)	-	১৪০০০০	৫৩০০০	২০০০	১৯৫০০০
মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর	-	-	-	-	-
সম্পত্তি হতে আয়	-	-	-	১০০,১৪০	১০০,১৪০
ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তহবিল	-	১৭৪০০০	১৬৫০০০	১৮৬৯৮৫	৫২৫৯৮৫
অন্যান্য	-	-	-	-	-

সরকারী সূত্রে অনুদান

উন্নয়ন খাতঃ

উৎস্য / ধরণ	বাৎসরিক আয়				৫ টি ইউনিয়নে মোট
	আটগাঁও	বাহাড়া	হবিবপুর	শাল্লা	
কৃষি	-	-	-	-	-
স্বাস্থ্য ও পয় প্রনালী	-	-	-	-	-
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত	-	-	-	-	-
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত	-	-	-	-	-
উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এলজি এসপি)	৭৮০০০০	১৩৬৭১০৭	১২৫২৭৯৫	১২৮২৮০২	৪৬৮২৭০৪

সংস্থাপনঃ

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা (মাসিক)

চেয়ারম্যান (৫ জন) প্রতি জন: সরকারী: ১৫৭৫ এবং পরিষদ থেকে: ১৯২৫/-
এম ইউ পি (৬০ জন) প্রতি জন: সরকারী: ৯৫০/-,পরিষদ থেকে: ১০৫০/-
সচিব (৫ জন) প্রতি জন : সরকারী: ১০৯০০/-,পরিষদ থেকে: ৪৫০০/-
দফাদার (৫টি ইউনিয়ন) প্রতি জন: সরকারী: ১৩০০/-,পরিষদ থেকে: ৮০০/-
গ্রাম পুলিশ (৫টি ইউনিয়ন) প্রতি জন: সরকারী: ১১০০/-,পরিষদ থেকে: ৮০০/-

অন্যান্য

ভূমি হস্তান্তর কর (১%)

গ) স্থানীয় সরকার:

খাতের ধরণ	বাৎসরিক প্রদেয় টাকা				৫ টি ইউনিয়নে মোট
	আটগাঁও	বাহাড়া	হবিবপুর	শাল্লা	
উপজেলা পরিষদ	-	-	-	-	-
জেলা পরিষদ	-	-	-	-	-

ঘ) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা:

খাতের ধরণ	বাৎসরিক অনুদান টাকা				৫ টি ইউনিয়নে মোট
	আটগাঁও	বাহাড়া	হবিবপুর	শাল্লা	
এডিবি	১০০০০০	-	-	-	১০০০০০
ডাসকো	-	১,৬০০,০০০	১,৫৭৮,৩৯০	১,৫৮৪,১৭৮	৪,৭৬২,৫৬৮
ইরা (শরীক)	১৫০০০০	৩০০,০০০	৪০০,০০০	৪০০,০০০	১,২৫০,০০০
ইউজেডজিপি	৪০০০০০	-	-	-	৪০০০০০

বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি অর্থায়ন করছে। অধিকতর সহায়তা পাওয়া নির্ভর করছে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা, স্বচ্ছতা সর্বোপরি সুশাসনের উপর। ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রধান দুর্যোগগুলো বিবেচনা করে যা তার ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান বাধা সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থায়ন করবে। প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকে বিবেচনা করে প্রকল্প তৈরি, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদকরণ ও পরীক্ষা করণ

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি
২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ জাকির হোসেন	চেয়ারম্যান বাহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৮৩৭৬৫১৩
০২	সুস্তিক চক্রবর্তী		০১৯৪০৫০৩৬৪৩
০৩	মোঃ ইউনুস মিয়া	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, শাল্লা	০১৮২১৫৮২৩৯৪
০৪	মোঃ এরশাদুল আলম	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, শাল্লা	০১৯১৩৯৫০৭৯০

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষণ কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	গণেন্দ্র চন্দ্র সরকার	উপজেলা চেয়ারম্যান, শাল্লা	০১৭১৬৭০০৮২২
০২	মোঃ এরশাদুল আলম	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৯১৩৯৫০৭৯০
০৩	জোৎস্না বেগম	সংরক্ষিত মহিলা সদস্য, আটগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ	০১৯১৪৫২৩৬৬৬
০৪	নজরুল ইসলাম	ফিল্ড ফ্যাসিলেটর ইসলামিক রিলিফ	০১৯১৪৫২৩৬৬৬
০৫	মোঃ ইউনুস মিয়া	উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার	০১৮২১৫৮২৩৯৪

কমিটির কাজ

- প্রতিবছর এপ্রিল/মে মাসে বর্তমান কর্মপরিকল্পনা আগাগোড়া পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ করতে হবে। কমিটির সদস্য সচিব এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিবেন। প্রত্যেক দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনা করে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।
- প্রতিবছর এপ্রিল/মে মাসে একবার জাতীয় দুর্যোগ দিবসে একবার ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর নির্দেশনা মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মহড়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে অনুমোদন
- পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ

পঞ্চম অধ্যায়: উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	শাল্লা উপজেলায় মোট ২৮,২৮৩ হেক্টর কৃষি জমি রয়েছে। তন্মধ্যে আবাদি জমির পরিমাণ ২২,৭১৩ হেক্টর এবং অনাবাদি জমির পরিমাণ ৫,৫৭১ হেক্টর । আবাদি জমির মধ্যে এক ফসলী জমির পরিমাণ ১৭,২১২ হেক্টর এবং দু'ফসলী জমির পরিমাণ ৫,৫০০ হেক্টর। তবে এখানে কোন তিন ফসলী জমি নেই। এছাড়া, বসতি এলাকার মোট জমির পরিমাণ ১০৬ হেক্টর। উপজেলার প্রধান ফসলগুলো হলঃ ধান (বোরো ও আমন), গোলআলু, শাকসব্জি ইত্যাদি। অত্র এলাকার প্রধান খাদ্যসমূহ হল- ভাত, মাছ ও শাকসব্জি। ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় ঘন ঘন আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, শিলাবৃষ্টি, খরা ইত্যাদি আঘাত হানতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে কৃষিখাতের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে কৃষিখাতে ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার **আটগাঁও ইউনিয়নে** আগাম বন্যায় ৪৫৭৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ) ও ১২৫৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল, শিলাবৃষ্টিতে প্রায় ১৮৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ) ও ৭৮৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) এবং খরায় প্রায় ১১৮০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। ▪ অত্র উপজেলার **বাহারা ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে আগাম বন্যায় ৩৮২৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ) ও ১৬৭০ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল, শিলাবৃষ্টিতে প্রায় ১৫৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ) ও ১১৮৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) এবং খরায় প্রায় ১০২০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার **হবিবপুর ইউনিয়নে** আগাম বন্যায় ৪৩৭২ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ) ও ১৬২০ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১১ হেক্টর জমির বোরো ফসল, শিলাবৃষ্টিতে প্রায় ১৭৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ) ও ১০৯০ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) এবং খরায় প্রায় ১২১০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। ▪ অত্র উপজেলার **শাল্লা ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে আগাম বন্যায় ৪৭৫২ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ) ও ১৪৮০ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক), কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, শিলাবৃষ্টিতে প্রায় ১৬৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ) ও ১৫০৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) এবং খরায় প্রায় ১১৪০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে।
মৎস্য	শাল্লা উপজেলায় ৬ টি নদী, ১২১ টি খাল, ৯৬ টি বিল, ২৩৬ টি পুকুর, ৯৩ টি জলাশয় রয়েছে এবং এখানে মোট ২২২২ জন মৎসজীবী রয়েছে। ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় ঘন ঘন মৌসুমী বন্যা আঘাত হানতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার

খাতসমূহ	বর্ননা
	সম্ভাবনা রয়েছে। শীতকালে খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং বর্ষার শুরুতে কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরার ফলে অত্র উপজেলায় মাছ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আবার জাল যার জলা তার এ শ্লোগান প্রচলিত থাকলেও এতে জেলেদের প্রবেশোধিকার সীমিত। উপজেলায় মাছের অভয়াশ্রম নষ্ট হচ্ছে যা ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে। এতে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু তাই নয় এর ফলে মাছের বৃদ্ধিও কম হচ্ছে। ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়নভিত্তিক মৎস্যখাতের যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার **আটগাঁও ইউনিয়নে** মৌসুমী বন্যায় ৩৫ টি পুকুরের ৭ মেট্রিক টন মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, আগাম বন্যা ও জলাবদ্ধতায় মৎস্য সম্পদ বিভিন্ন প্রকারের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ অত্র উপজেলার **বাহাড়া ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে মৌসুমী বন্যায় ৬২ টি পুকুরের ১২ মেট্রিক টন মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, আগাম বন্যা ও জলাবদ্ধতায় মৎস্য সম্পদ বিভিন্ন প্রকারের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার **হবিবপুর ইউনিয়নে** মৌসুমী বন্যায় ৪৩ টি পুকুরের ১০ মেট্রিক টন মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, আগাম বন্যা ও জলাবদ্ধতায় মৎস্য সম্পদ বিভিন্ন প্রকারের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ অত্র উপজেলার **শাল্লা ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে মৌসুমী বন্যায় ২৬ টি পুকুরের ৫ মেট্রিক টন মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, আগাম বন্যা ও জলাবদ্ধতায় মৎস্য সম্পদ বিভিন্ন প্রকারের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে।
পশুসম্পদ	শাল্লা উপজেলার প্রধান পশুসম্পদ হল গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী, পাখি, মহিষ ইত্যাদি। এ উপজেলায় ২৮১১৭ টি গরু, ১৫৬০ টি ছাগল, টি ২২০০ ভেড়া, ৫৬,৩৮১ হাঁসমুরগী, ১৬৭ টি মহিষ রয়েছে। আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, শিলাবৃষ্টি, খরা ইত্যাদি দুর্যোগে পশুসম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। আগাম বন্যায় গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয়। মৌসুমী বন্যায় গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয়, বিভিন্ন রোগবালাই ও বাসস্থানের সংকট দেখা দেয়। এসময় পশুপাখির প্রাণহানীও ঘটে। এছাড়া, কালবৈশাখী ঝড়ে পশুপাখির প্রাণহানী ঘটে। আবার, খরায় গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয় এবং বিভিন্ন প্রকার রোগবালাই দেখা দেয়।
গাছপালা	শাল্লা উপজেলায় ৫ কিলোমিটার সরকারি রাস্তার পাশে স্ট্রিপ গার্ডেনিং অর্থাৎ বনাঞ্চল রয়েছে । এ বনাঞ্চলে মেহগনি, আকাশমণি, রেইনট্রি, কদম, অর্জুন, জারুল, হিজল ইত্যাদি গাছ রয়েছে। বেসরকারি উদ্যোগে কোন গড়ে ওঠেনি। এছাড়া, এলাকার জনগণ বাড়ির চারপাশে নিজ উদ্যোগে বনায়ন করে থাকে। উপজেলার বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, খরা ইত্যাদির ফলে গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, অবাধে বৃক্ষ নিধনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। ভবিষ্যতে এসব দুর্যোগ ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে গাছপালার ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার **আটগাঁও ইউনিয়নে** মৌসুমী বন্যায় ২৫২৯ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ২২৫ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ অত্র উপজেলার **বাহাড়া ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে মৌসুমী বন্যায় ৭৫৩ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১০০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

খাতসমূহ	বর্ননা
	▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার **হবিবপুর ইউনিয়নে** মৌসুমী বন্যায় ১৩৭৩ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ৫০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ অত্র উপজেলার **শাল্লা ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে মৌসুমী বন্যায় ১২২১ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১৭০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	শাল্লা উপজেলায় ১ টি উপজেলা ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র, ২ টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র এবং ১৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। ১৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে ৮ টি চালু রয়েছে কিন্তু বাকি ৫ টি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রয়েছে। এ উপজেলায় কোন বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র নেই। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র উপজেলা হেডকোয়ার্টার (বাহাড়া ইউনিয়নে) অবস্থিত। এখানে ৩ জন ডাক্তার ও ৫ জন নার্স রয়েছে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, মৌসুমী বন্যা, বজ্রপাত, কালবৈশাখী ঝড়, খরা ইত্যাদি ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে স্বাস্থ্যখাত নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। এছাড়া, কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাতের ফলে মানুষ আহত হয় এবং প্রাণহানী ঘটতে পারে। ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে স্বাস্থ্যখাতের ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার **আটগাঁও ইউনিয়নে** মৌসুমী বন্যায় মোট ৩১৪৬৬ জনসংখ্যার মধ্যে ১.৬৮% লোক ডায়রিয়া, ০.৯% শিশু নিউমোনিয়া, ০.৫% লোক টাইফয়েড, ০.২% লোক আমাশয়, ১.৩% লোক জন্ডিস, ২.১% চর্মরোগ এবং ১.৮% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। অন্যদিকে, খরায় মোট ৩১৪৬৬ জনসংখ্যার মধ্যে ১.০২% লোক ডায়রিয়া, ১.৫% লোক আমাশয়, ০.৫% লোক জন্ডিসসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ অত্র উপজেলার **বাহাড়া ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে মৌসুমী বন্যায় মোট ২৭৫১৫ জনসংখ্যার মধ্যে ২.১% লোক ডায়রিয়া, ০.৫% শিশু নিউমোনিয়া, ০.৩% লোক টাইফয়েড, ১.১৫% লোক আমাশয়, ১.৫% লোক জন্ডিস, ২.২% চর্মরোগ এবং ১.২% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। অন্যদিকে, খরায় মোট ২৭৫১৫ জনসংখ্যার মধ্যে ০.১% লোক ডায়রিয়া, ১.২% লোক আমাশয়, ১.০৬% লোক জন্ডিসসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার **হবিবপুর ইউনিয়নে** মৌসুমী বন্যায় মোট ২৯৫৩৪ জনসংখ্যার মধ্যে ১.২% লোক ডায়রিয়া, ১.০৮% শিশু নিউমোনিয়া, ০.৯% লোক টাইফয়েড, ১.৭% লোক আমাশয়, ১.৯% লোক জন্ডিস, ১.৫% চর্মরোগ এবং ১.১% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। অন্যদিকে, খরায় মোট ২৯৫৩৪ জনসংখ্যার মধ্যে ১.০৪% লোক ডায়রিয়া, ০.২% লোক আমাশয়, ২% লোক জন্ডিসসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ অত্র উপজেলার **শাল্লা ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে মৌসুমী বন্যায় মোট ২৫২২৮ জনসংখ্যার মধ্যে ১.৮২% লোক ডায়রিয়া, ০.৫% শিশু নিউমোনিয়া, ১.০৭% লোক টাইফয়েড, ১.৫% লোক আমাশয়, ১.৬% লোক জন্ডিস, ১.৭% চর্মরোগ এবং ১.৯% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। অন্যদিকে, খরায় মোট ২৫২২৮ জনসংখ্যার মধ্যে ১.০২% লোক ডায়রিয়া, ১.০৫% লোক আমাশয়, ১.৫% লোক জন্ডিসসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

খাতসমূহ	বর্ননা
জীবিকা	শাল্লা উপজেলার প্রধান জীবিকাসমূহ হল কৃষি, মৎস, দিনমজুর, নৌকা চালনা, চাকুরী ও ব্যবসা। উপজেলায় মোট ২১,৬১৪ জন কৃষিজীবী, ৭৩৭৭ জন মৎসজীবী, ৩১৭৯৩ জন দিনমজুর, ২৪২ জন নৌকা চালক, ১২৭৫ জন চাকুরীজীবী ও ১০৪০ জন ব্যবসায়ী রয়েছে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, খরা ইত্যাদি ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসতে পারে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে যা মানুষের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে জীবিকার ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার **আটগাঁও ইউনিয়নে** আগাম বন্যায় ৬৮৯ জন কৃষিজীবী, ৯৮৭ জন মৎস্যজীবী ও ১০৩৭ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৯৩৮ জন দিনমজুর, ২১৮ জন ব্যবসায়ী, ৭ জন নৌকাচালক এবং ১২৫ জন চাকুরীজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১০৭ জন কৃষিজীবী, ২৮৭ জন দিনমজুর ও ৩৭ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, খরায় ৫৭ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ▪ অত্র উপজেলার **বাহাড়া ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে আগাম বন্যায় ৭৮৯ জন কৃষিজীবী, ৬৭৫ জন মৎস্যজীবী ও ১০৮২ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১২০৭ জন দিনমজুর, ২২৭ জন ব্যবসায়ী, ১৩ জন নৌকাচালক এবং ১০৩ জন চাকুরীজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৯৩ জন কৃষিজীবী, ২১২ জন দিনমজুর ও ২৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, খরায় ৫৩ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার **হবিবপুর ইউনিয়নে** আগাম বন্যায় ১১৮৯ জন কৃষিজীবী, ৪৮২ জন মৎস্যজীবী ও ৮৮৯ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৪১৭ জন দিনমজুর, ৭৫ জন ব্যবসায়ী, ১৫ জন নৌকাচালক এবং ৭৭ জন চাকুরীজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১০২ জন কৃষিজীবী, ১২৭ জন দিনমজুর ও ১৭ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, খরায় ৭৬ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ▪ অত্র উপজেলার **শাল্লা ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে আগাম বন্যায় ১৫৭৯ জন কৃষিজীবী, ৫৭৫ জন মৎস্যজীবী ও ৭৭৯ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১১০২ জন দিনমজুর, ১১০ জন ব্যবসায়ী, ১২ জন নৌকাচালক এবং ১০৯ জন চাকুরীজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৭৫ জন কৃষিজীবী, ২১৫ জন দিনমজুর ও ২৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, খরায় ৪০ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
পানি	শাল্লা উপজেলায় খাবার পানির উৎসগুলো হল নলকূপ, নদীনালা, খালবিল, পুকুর, বৃষ্টির পানি ইত্যাদি। এ জেলায় মোট ২১০৯ টি নলকূপ রয়েছে। এর মধ্যে ২০৭০ টি নলকূপ সচল ও ৩৯ টি নলকূপ বিকল। ১০৫ টি নলকূপ বন্যা লেভেলের উপরে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে নলকূপগুলো বন্যার সময়ে ব্যবহার উপযোগী থাকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ উপজেলায় ৫৫% অধিবাসী নলকূপের পানি ব্যবহার করে। মৌসুমী বন্যা ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নীচে নেমে যাচ্ছে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। ভবিষ্যতে শাল্লা উপজেলায় দুর্যোগে পানি খাতের ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার **আটগাঁও ইউনিয়নে** মৌসুমী বন্যায় ৯৮ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ▪ অত্র উপজেলার **বাহাড়া ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে মৌসুমী বন্যায় ৪৩ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

খাতসমূহ	বর্ননা
	▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার **হবিবপুর ইউনিয়নে** মৌসুমী বন্যায় ৫১ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ▪ অত্র উপজেলার **শাল্লা ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে মৌসুমী বন্যায় ৫৯ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
অবকাঠামো	শাল্লা উপজেলায় ৯ টি বাঁধ, ৩ টি স্লুইচ গেট, ৬ টি ব্রীজ, ৬২ টি কালভার্ট, ১৩৭ কি.মি. রাস্তা, সেচের জন্য ১৫২১ টি অগভীর নলকূপ, ১০৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩৭,২৮৮ টি ঘরবাড়ি রয়েছে। অত্র উপজেলার বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, শিলবৃষ্টি, খরা ইত্যাদির ফলে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো যেমন রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বাসস্থান ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভবিষ্যতে ইহা আরো ব্যাপক আকার ধারন করতে পারে। ভবিষ্যতে এই উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়নভিত্তিক অবকাঠামোর যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার **আটগাঁও ইউনিয়নে** আগাম বন্যায় ১৫ কিলোমিটার বেরিবাঁধ (আংশিক), ১৩ কিলোমিটার রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৪ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৭ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৩৫৪১ টি বাড়িঘর, ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ৫৪০০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২১০ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ১১২ টি বাড়িঘর (আংশিক) ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি পায়খানা ও ৫ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ অত্র উপজেলার **বাহাড়া ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে আগাম বন্যায় ৮ কিলোমিটার বেরিবাঁধ (আংশিক), ৬ কিলোমিটার রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৬ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ২৭৩১ টি বাড়িঘর, ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ৪১০৮ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১৪০ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ৯৮৮ টি বাড়িঘর (আংশিক) ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৮ টি পায়খানা ও ৪ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার **হবিবপুর ইউনিয়নে** আগাম বন্যায় ৯ কিলোমিটার বেরিবাঁধ (আংশিক), ৭ কিলোমিটার রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২০ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৮ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ২৯৫৩ টি বাড়িঘর, ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ৪৫৪১ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২০৭ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ৫৭৫ টি বাড়িঘর (আংশিক) ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৩ টি পায়খানা ও ২ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ অত্র উপজেলার **শাল্লা ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে আগাম বন্যায় ১১ কিলোমিটার বেরিবাঁধ (আংশিক), ৯.৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৯ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৬ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৩৫৪১ টি বাড়িঘর, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ৪১০০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১২০ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ৪৭০ টি বাড়িঘর (আংশিক) ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৭ টি পায়খানা ও ৩ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শাল্লা	০১৯১১৫৩৪৪৬৬
০২	মোঃ এরশাদুল আলম	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, শাল্লা	০১৯১৩৯৫০৭৯০
০৩	মোঃ ইউনুস মিয়া	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, শাল্লা	০১৮২১৫৮২৩৯৪

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	সুবল চন্দ্র দাস	চেয়ারম্যান, হবিবপুর ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭৪০৯৩০৩৯৪
০২	বিপ্লব কুমার দাস	সচিব, শাল্লা ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭২২৮৪১৯৩০
০৩	শম্ভু দাস	সিএ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭৫৩১১৪৬৩৭

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ ইউনুস মিয়া	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, শাল্লা	০১৮২১৫৮২৩৯৪
০২	মোঃ এরশাদুল আলম	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, শাল্লা	০১৯১৩৯৫০৭৯০
০৩	গোপাল চন্দ্র দাস	উপজেলা যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা, শাল্লা	০১৭১৮৫৩৭৪৪৭

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ এরশাদুল আলম	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, শাল্লা	০১৯১৩৯৫০৭৯০
০২	জুনেদ মনির প্রদীপ	চেয়ারম্যান, আটগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১০৫৪৩৮৫
০৩	মাসুদ জামান খাঁন	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শাল্লা	০১৭১৫১৭২২৪২

সংযুক্তি ১

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট

চেক লিষ্ট

বন্যা পূর্বাভাষ ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র আগাম বন্যা ও মৌসুমী বন্যার পুর্বাভাস প্রদান করার সংগে সংগে চেকলিস্ট পরীক্ষা করে দেখতে ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক্রঃ নং	বিষয়	হ্যাঁ/না
১.	সতর্কবার্তা প্রচারের নির্ধারিত স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের ডেকে আসন্ন বিপদ সম্মন্ধে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।	
২.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/দল তৈরি করা আছে।	
৩.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য নৌকা, গাড়ি, ভ্যান ইত্যাদি প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	
৪.	২/১ দিনের শুকনা খাবার ও পানীয় জল সংরক্ষণ করে রাখার জন্য প্রচার করা হয়েছে।	
৫.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে।	
৬.	উপজেলা ও ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	
৭.	ইউনিয়ন খাদ্য গুদাম / ত্রাণ গুদামের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে।	
৮.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মাধ্যমে মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে।	
৯.	ইউনিয়ন খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য মজুদ আছে।	
১০.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা / ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে।	
১১.	১-৬ বছরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে।	
১২.	ইউপি ক্লিনিক হাসপাতালে ওরস্যালাইন মজুদ আছে।	
১৩.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	
১৪.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আছে।	
১৫.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন।	
১৬.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে নলকূপ আছে।	
১৭.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা জানালা আছে।	
১৮.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ারটেকার উপস্থিত আছে।	
১৯.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে।	
২০.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে প্রসবা মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী এলাকায় আছে।	
২১.	গরু ছাগলের অবস্থানের জন্য উঁচু স্থান বা কেল্লা নির্ধারিত হয়েছে।	
২২.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্মন্ধে সচেতন করা হয়েছে।	
২৩.	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালু আছে।	
২৪.	কমপক্ষে ২/১ দিনের পরিমাণ শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষণ করার জন্য জনগণকে সজাগ করা হয়েছে।	
২৫.	আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা পায়খানা / প্রসাবখানার ব্যবস্থা আছে	
২৬.	আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা গোসলখানার ব্যবস্থা আছে।	
২৭.	হাওরে পানি প্রবেশের মুখগুলি মাটি দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে	
২৮.	পশু পাখির চিকিৎসার নির্বাচিত চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন।	
২৯.	পশু পাখির চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ সরঞ্জাম আছে।	

সংযুক্তি ২

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, শাল্লা

ক্র:নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
১	গনেন্দ্র চন্দ্র সরকার	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শাল্লা	সভাপতি	০১৭১৬৭০০৮২২
২	মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (অঃ দাঃ), শাল্লা	কো- চেয়ার পারসন	০১৯১১৫৩৪৪৬৬
৩	মোঃ এরশাদুল আলম	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	০১৭১০৪৪২৪১৭
৪	মাহবুব সোবহানী চৌধুরী	ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শাল্লা	সদস্য	০১৭১২৯২৯২৩৬
৫	মোসাঃ রিজিয়া বেগম	মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শাল্লা	সদস্য	
৬	জুনেদ মনির প্রদীপ/ হসনে আরা আক্তার	চেয়ারম্যান, আটগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১১০৫৪৩৮৫
৭	সুবল চন্দ্র দাস	চেয়ারম্যান, হবিবপুর ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১৪৯৩০৩৯৪
৮	মোঃ জাকির হোসেন	চেয়ারম্যান, বাহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১৮৩৭৬৫১৩
৯	আবুল লেইছ চৌধুরী	চেয়ারম্যান, শাল্লা ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১১১৫৬৩৭২
১০	মোঃ আব্দুল মন্নাফ	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২২০৮৪৪২
১১	ডাঃ সুখলাল সরকার	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২৮৪৪৯২৯
১২	ডাঃ মিঠুন সরকার	উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য	০১৬১৩৪৩১৯৭১
১৩		সহকারি কমিশনার (ভূমি)	সদস্য	
১৪	মাকসুদ জামান খান	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য	
১৫	মোঃ ইয়াকুব হোসেন	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৬৮৫৫০১৬
১৬	আবুল মনজের মোঃ মতি উল্লাহ	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য	০১৭১৮৫১৭৯৫১
১৭	মোঃ ইউনুছ মিয়া	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৮২১৫৮২৩৯৪
১৮	মোঃ ইয়াকুব হোসেন	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য	
১৯	মোঃ আবুল গনি	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৬৯৮৮২৭৩
২০	শহীদুল ইসলাম	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পুলিশ)	সদস্য	০১৭১৫৭২০১১১
২১	মোঃ রফিকুল ইসলাম	উপজেলা উপ-সহকারি প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	সদস্য	০১৭৫২৯২১০১৯
২২	গোপাল চন্দ্র দাশ	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৮৫৩৭৪৪৭
২৩	মোঃ নজরুল ইসলাম	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৬৭২১২০০
২৪		উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য	
২৫	মোঃ মোরশেদ-উল-আলম	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য	০১৮১৮৭৫৮৩৫৭
২৬	মোঃ আব্দুল আলী	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য	
২৭	জোছনা বেগম	সংরক্ষিত মহিলা ইউপি সদস্য,আটগাঁও ইউপি	সদস্য	
২৮	সুস্তিকা চক্রবর্তী	সংরক্ষিত মহিলা ইউপি সদস্য, হবিবপুর ইউপি	সদস্য	০১৭৬৭০৪১০৯৬
২৯	ব্রেইনী তালুকদার	সংরক্ষিত মহিলা ইউপি সদস্য, বাহাড়া ইউপি	সদস্য	০১৭১০৪১৬০৮৪
৩০	মোঃ নজরুল ইসলাম	এনজিও প্রতিনিধি, ইসলামিক রিলিফ	সদস্য	০১৭৩৬৭০৬৬০১
৩১	সুমন মিয়া	এনজিও প্রতিনিধি, এফআইভিডিবি	সদস্য	০১৭২২১৪৫৫০৬
৩২		এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য	
৩৩	পিযূষ চন্দ্র দাস	সভাপতি প্রেস ক্লাব	সদস্য	০১৭১৬৬২৭৯৪৮
৩৪		সভাপতি বনিক সমিতি	সদস্য	

ক্র:নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
৩৫	আঃ শহীদ	অধ্যক্ষ, শাল্লা ডিগ্রী কলেজ	সদস্য	০১৭৪৬১১৫৪৯৪
৩৬	গোপিকা রঞ্জন দাস	উপজেলা মুক্তিযুদ্ধা কমান্ডার	সদস্য	০১৭৫৬১২৬৪৩৩

সংযুক্তি ৩

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা (আটগাঁও)

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	মানিক রায়	মৃতঃ অমর চান রায়	রাহুতলা ০১	হ্যাঁ	০১৭২২৪৮১৯৩০
০২	মতৃজা আক্তার	মৃতঃ আব্দুল হাই	মির্জাপুর ০১	হ্যাঁ	০১৭৫৯৬৯৬৭৬৭
০৩	জাহাঙ্গীর আলম	আব্দুল খালেক	নিজগাঁও ০২	হ্যাঁ	০১৭২৮৬২৫৩২২
০৪	নমীতা শীল	মনোরঞ্জন শীল	বাজার কান্দি ০২	হ্যাঁ	০১৭২১৮৩৮৯৩৭
০৫	বাশার মিয়া	আলকাছ মিয়া	আটগাঁও ০৩	হ্যাঁ	
০৬	বুলবুল নাহার	মৃতঃ রুস্তম আলী	আটগাঁও ০৩	হ্যাঁ	০১৭৩৯৯৪৬৩৯৩
০৭	রহিল মিয়া	তাজুল ইসলাম	ভাটিয়ারা বাদ ০৪	হ্যাঁ	০১৭৩০১৯৬০৪৪
০৮	হেপি রানী সরকার	জৈন সরকার	বড়গাঁও ০৪	হ্যাঁ	০১৭২০৫২১৬৩৬
০৯	আল মামুন সিরাজী	ফজলুল হক	কাশিপুর ০৫	হ্যাঁ	
১০	হলিয়া	রহিম	শরিফপুর ০৫	হ্যাঁ	০১৮২১৫৬৩২৯৪
১১	ফরিদা বেগম	হেলাল উদ্দিন	দৌলতপুর ০৬	হ্যাঁ	০১৭২৪৬৯২৭৯০
১২	জয় হরি দাস	জয় গোপাল	দৌলতপুর ০৬	হ্যাঁ	
১৩	আবু হানিফা	মৃতঃ আব্দুল খালেক	উজানগাঁও ০৭	হ্যাঁ	০১৭৩১৬২৪৩৩৪
১৪	দীপালি সরকার	কৃষ্ণ দয়াল সরকার	উজানগাঁও ০৭	হ্যাঁ	০১৭৪৭৭৩৮৬১৮
১৫	আল মাছুদ	আব্দুল আলী	সুরমা ০৮	হ্যাঁ	০১৭১৮১৮৮৫০১
১৬	রুহেলা আক্তার	সরশ আলী	সুরমা ০৮	হ্যাঁ	
১৭	সুজাতা রানী দাস	সুধীর রঞ্জন	গঞ্জানগর ০৯	হ্যাঁ	০১৯৮৮৯১২৮৫২
১৮	আলমগীর হোসাইন	তালিব হোসাইন	মামুদনগর ০৯	হ্যাঁ	

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা (বাহাড়া)

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	বেনু মবিন দাস	পাগল দাস	নয়াগাঁও ০১	হ্যাঁ	০১৮২৩৫৬৩২৯৪২
০২	মিশন রানী দাস	ফুল চান দাস	নয়াগাঁও ০১	হ্যাঁ	
০৩	লিটন দাস	সুমেশ দাস	শিবপুর ০২	হ্যাঁ	০১৭৬৪২২২৪৭৫
০৪	মনি রানী রায়	রিতু রায়	শিবপুর ০২	হ্যাঁ	০১৭২২৬৭২৬০২
০৫	রুমা রানী রায়	গোপিতা রায়	বাহারা দঃ ০৩	হ্যাঁ	০১৭৬২৪৫৫৬১১
০৬	নেহার রঞ্জন দাস	হরি লাল দাস	উজান যাত্রা পুর ০৩	হ্যাঁ	
০৭	বিশু দাস	রাবিন্দ্র দাস	গাঙ্গীরগাঁও ০৪	হ্যাঁ	০১৭১০৪১৬০৮৪
০৮	পপি রানী সূত্র ধর	বামা চরণ সূত্র	সুলতানপুর ০৪	হ্যাঁ	০১৮৩৫১২৩১০৩
০৯	হিলোল চৌঃ	রাজ কুমার চৌঃ	নাইন্দা ০৫	হ্যাঁ	
১০	প্রীতি রানী দাস	পাঠান দাস	মুক্তারপুর ০৫	হ্যাঁ	০১৭৪১৪৩৬৬৮৩
১১	রুবেল দাস	গোরাঙ্গ দাস	রুপসা ০৬	হ্যাঁ	
১২	ঝুমা রানী তাং	জগদিশ তাং	রুপসা ০৬	হ্যাঁ	০১৭৭০১২৮২১৮
১৩	প্রমিলা রানী দাস	মহারাজ দাস	প্রাতাপুর ০৭	হ্যাঁ	০১৭২৯১৬৯৫২৪
১৪	অমিন্দ্র দাস	রমণ দাস	প্রাতাপুর ০৭	হ্যাঁ	০১৭৬৬১২২১৯৬
১৫	শ্যামা তারা বিশ্বমা	কৃষ্ণ কান্ত বিশ্বমা	ভেরা দহর ০৮	হ্যাঁ	০১৭২৮৩৯০৯১৮
১৬	দিলিপ বিশ্বমা	হরকুমার	ভেরা দহর ০৮	হ্যাঁ	
১৭	ফারুক আহমেদ	আব্দুল হেকিম	বাটগাঁও ০৯	হ্যাঁ	০১৭১৭৮০২২১৫
১৮	স্বর্ণ বালা দাস	বনবাসি দাস	মাদা ০৯	হ্যাঁ	

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা (হবিবপুর)

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	পাপড়ী রানী দাস	রঞ্জীত দাস	কাশীমপুর ০১	হ্যাঁ	০১৭৩১৬২৪৩৩৪
০২	বিভাস চক্রবর্তী	বিজন চক্রবর্তী	কাশীমপুর ০১	হ্যাঁ	০১৭২৭৯৯০৩১৪
০৩	শিউলী রানী ভৌমিক	কপিদ্র ভৌমিক	অন্নধাপুর ০২	হ্যাঁ	০১৭২৮৬৪২৬৯৪
০৪	মলয় দাস	মাখন দাস	নিয়ামতপুর ০২	হ্যাঁ	
০৫	রাধা কান্ত চক্রবর্তী	রামচন্দ্র চক্রবর্তী	চাকুয়া ০৩	হ্যাঁ	০১৭৭১০৫০১০০
০৬	সুপ্তি রানী দাস	নিজন্দ্র দাস	চাকুয়া ০৩	হ্যাঁ	
০৭	সজলা রানী দাস	মনিন্দ্র দাস	হাবিবপুর ০৪	হ্যাঁ	
০৮	লিটন দাস	গিরিন্দ্র দাস	নোয়াগাঁও ০৪	হ্যাঁ	০১৭৩১৬২৪৩৩৪
০৯	রুনা রানী দাস	জিতেন্দ্র দাস	সরশপুর ০৫	হ্যাঁ	
১০	হরে কৃষ্ণ দাস	উপেন্দ্র দাস	সরশপুর ০৫	হ্যাঁ	০১৭৩১১৪৬৩৯৩
১১	অঞ্জনা রানী দাস	অর্জুন	মুরাপুর ০৬	হ্যাঁ	
১২	শুভ্রতা দাস	সুধির দাস	মুরাপুর ০৬	হ্যাঁ	০১৯৮১১৫২৯৭০
১৩	জগমাইয়া	তারা চান দাস	ব্রাক্ষণগাঁও ০৭	হ্যাঁ	
১৪	নেপাল দাস	নবকুমার দাস	পুটকা ০৭	হ্যাঁ	০১৯১৩১২৫২৩৭
১৫	আক্তার হোসেন	মাতব্বর মিয়া	মার্কলি ০৮	হ্যাঁ	০১৭১৩৮১২০৪৫
১৬	কাবেরী মজুমদার	জগেন্দ্র মজুমদার	নারকিলা ০৮	হ্যাঁ	
১৭	মজিদ মিয়া	মোঃ জব্বর আলী	ফয়যজুলাপুর ০৯	হ্যাঁ	০১৭২৫৭৭৫৩৮৮
১৮	সন্ধ্যা রানী	বাগা চক্রবর্তী	সাউদেরশ্রী	হ্যাঁ	

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা (শাল্লা)

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	প্রেমতুষ দাস	ধন্যাজ দাস	কারুয়ালা ০১	হ্যাঁ	০১৯৮৮৯১২৮৫২
০২	খেনদা রানী দাস	বিহারী দাস	আবিদ্রপুর ০১	হ্যাঁ	
০৩	মোঃ ডালিম মিয়া	আবুল কাসেম	শ্রীহাইল ০২	হ্যাঁ	০১৭১৯৮৪৩৯৭৬
০৪	রীনা বিবি	মোতাহার মিয়া	শ্রীহাইল ০২	হ্যাঁ	০১৭১২৩৭৪৬৫৫
০৫	জয় কুমার দাস	সুধির দাস	আব্দা ০৩	হ্যাঁ	০১৯১৩১২৫২৩৭
০৬	মমতা রানী দাস	ভূষন চন্দ্র দাস	আব্দা ০৩	হ্যাঁ	
০৭	জানী সরকার	বিধান সরকার	রাউয়া ০৪	হ্যাঁ	০১৭১৮৯৭৭৩৫৯
০৮	শিল্পী দাস	হিমাংশু শেখর দাস	গোবিন্দ্রপুর ০৪	হ্যাঁ	
০৯	আকর হোসেন	মন্তু মিয়া	বিমের কান্দা ০৫	হ্যাঁ	
১০	মোছাঃ শিবলী আক্তার	অলিউর রহমান	মানুয়া০৫	হ্যাঁ	০১৬৮৪৩৭৯৫৯৪
১১	মোছাঃ পারভীন আক্তার	মোঃ আলাউদ্দিন	কান্দিগাঁও ০৬	হ্যাঁ	০১৭২০৮৪৯৫০৭
১২	সোহেল মিয়া	আব্দুল মালেক	কান্দিগাঁও ০৬	হ্যাঁ	০১৭৭১০৫০১০০
১৩	মোঃ শাহাজালাল মিয়া	মাইন উদ্দিন	শাল্লা ০৭	হ্যাঁ	০১৭২৫৫৮০৯৭০
১৪	মোছাঃ নিলুফা আক্তার	আজমান গনী	শাল্লা ০৭	হ্যাঁ	০১৭৪৩২৬৭৪৬৯
১৫	মোছাঃ নাজিয়া আক্তার	মোঃ ফজলুল হক	চাব্বিশা ০৮	হ্যাঁ	
১৬	রতীন্দ্র চন্দ্র দাস	রমেশ দাস	চাব্বিশা ০৮	হ্যাঁ	০১৭৩৯৯৪৬৩৯৩
১৭	প্রন্তি রানী দাস	পাই দাস	সাদেব পাশা ০৯	হ্যাঁ	০১৭৩৯৯৬৯২৬৭
১৮	সাবিদুল ইসলাম	সবুজ মিয়া	কাদির পুর ০৯	হ্যাঁ	০১৯৮১১৫২৯৭০

সংযুক্তি ৪

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

শাল্লা উপজেলায় কোন মাটির কিল্লা নেই।

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য

স্কুল কাম শেল্টার

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
শাল্লা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রয়িাজ উদ্দিন	০১৭১০৩৬১২২৭	
আনন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সুতবা রাণী দাস	০১৭১৫৬৪৩৩৮৮	
নওয়াগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	অখিল চন্দ্র দাস	০১৭২৪৬১৫৯৬৮	
প্রতাপপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বীনা রানী রায়	০১৭৩৩৮৬৩৮৬০	
কলিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জয় কুমার দাস	০১৭৪৬৩৫৪৯৩৬	
খলাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	অনন্ত কুমার দাস	০১৭৬৮৯৯৬৮০৩	
হবিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	প্রভাবর্তী সরকার	০১৭১৭২৭৮২২২	
মহদেবপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	অজয় কুমার তাং	০১৭১৯৯৫০৭৭৮	
ইয়ারা বাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হামিদ মিয়া	০১৭১৭৮৪৭২৬২	
রঘুনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চিত্ত রঞ্জন দাস	০১৭৩৫২৮১৭১৭	
শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রমা রঞ্জন দাস	০১৭২১০৪৫১৮১	
দক্ষিণহাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লাকী রানী দাস	০১৮২৫৬০৯৮০৫	

সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান শাল্লায় কোন সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আশ্যয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়না।

উঁচু রাস্তা বা বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
২.৭২ কিলোমিটার উচু রাস্তা	আবুল মনজের মোঃ মতিউল্লাহ উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি	০১৭১৮৫১৭৯৫১	

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, শাল্লা	গনেন্দ্র চন্দ্র সরকার	০১৭১৬৭০০৮২২	
	ডাঃ সুখলাল সরকার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	০১৭১২৮৪৪৯২৯	
	ডঃ হেলাল উদ্দিন	০১৭১১৪৪৭৩১৫	
	মোঃ জাকির হোসেন, চেয়ারম্যান, বাহারা ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৮৩৭৬৫১৩	
	ননী গোপাল সরকার, অফিস সহকারি	০১৭১৮০২৯১৩৭	
	নিশি কান্ত তাং, সহকারি, ইউএইচএফপিও	০১৭১৪৬৭৪৬৯৮	
	রনধীর রায়, অফিস সহকারি	০১৭১৭৭৯৩৯৮৯	

অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি

ফায়ার স্টেশনের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
শাল্লায় কোন ফায়ার স্টেশন নেই	মোঃ শহীদুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, শাল্লা থানা	০১৭১৫৭২৫১১১	
	মোঃ জাকির হোসেন, চেয়ারম্যান, বাহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৮৩৭৬৫১৩	
	মোঃ আব্দুল আলী উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	০১৭৪৬৩৫১৪৪০	
	সুনীল চন্দ্র দাস, সদস্য, হবিবপুর ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭২৭৯৯০৩১৪	
	অজিত দাস, সদস্য, শাল্লা ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৮৯৭৭৩৫৯	

ইঞ্জিন চালিত নৌকা

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
আটগাঁও ইউনিয়ন	জাহাঙ্গীর আলম	০১৭৭০২৭৯৩৯৪	
বাহাড়া ইউনিয়ন	অমর চাঁদ	০১৭১২৭১৩৬২৩	
হবিবপুর ইউনিয়ন	অধীর দাস	০১৭৪৮১২৬৬৮৯	
শাল্লা ইউনিয়ন	উত্তম দাস	০১৭৫০৭০৮৫৫৫	

স্থানীয় ব্যবসায়ী

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডের নাম	স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম	মোবাইল	মন্তব্য
বাহাড়া ইউনিয়ন	শুভ দাস	০১১৯০৬৪৫২৭৫	
ঐ	সাগর রায়	০১৯২৬২৯২৮৩৪	
ঐ	সুনিল দাস	০১৮২৪১০৯৬৭০	
ঐ	ফুল বাশি দাস	০১৭৫৭৮৩১১৬৩	
ঐ	কৃপেশ দাস	০১৭১৬৭৯০৭০০	

সংযুক্তি ৫

এক নজরে শাল্লা উপজেলা

আয়তন	২৬৩ বর্গ. কিমি		ঈদগাঁহ্	৫ টি
উপজেলা	১ টি		ব্যাংক	৩ টি
ইউনিয়ন	৪ টি		পোস্ট অফিস	৪ টি
মৌজা	৬৮ টি		ক্লাব	২ টি
গ্রাম	১২১ টি		হাট বাজার	৯ টি
পরিবার	২০,২৯৯ টি		কবরস্থান	১৬ টি
মোট জনসংখ্যা	১১৩৭৪৩		শ্মশান ঘাট	১২ টি
পুরুষ	৫৭৩১৬		মুরগির খামার	-
মহিলা	৫৬৪২৭		তাঁত শিল্প কারখানা	-
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১২৮		গভীর নলকূপ	-
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৩		অগভীর নলকূপ	১৫২১ টি
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	-		হস্ত চালিত নলকূপ	-
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১১		নলকূপ	১৪৫০ টি
কলেজ	২		নদী	৬ টি
মাদ্রাসা (দাখিল, ফাজিল, এবতেদায়ী)	২		খাল	১২১ টি
ব্র্যাক স্কুল	৯		বিল	৯৩ টি
কমিউনিটি বিদ্যালয়	১		হাওড়	৭ টি
শিক্ষার হার	৪৪%		পুকুর	২৩৬ টি
কমিউনিটি ক্লিনিক	১৩		জলাশয়	-
বাঁধ	৯১.১০ কি.মি (৯ টি)		কাঁচা রাস্তা	১৩৪.৫৫ কি.মি.
স্লুইচ গেট	২ টি		পাকা রাস্তা	২.৭২ কি.মি.
ব্রীজ	৬ টি		এইচবিবি রাস্তা	-
কালভার্ট	৬২ টি		মোবাইল টাওয়ার	৪ টি
মসজিদ	৪৭ টি		খেলার মাঠ	৩ টি
মন্দির	৩৮ টি		কৃষিজীবী	২১,৬১৪
গীর্জা	-		মৎসজীবী	১০,১৩২

উৎসঃ উপজেলা পরিষদ, শাল্লা ও জনসংখ্যা জরীপ, ২০১১

সংযুক্তি ৬

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
ঢাকা- ক	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫-৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০-১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬০৫.০৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহাওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০-০৭.০০ প্রতিদিন	প্রতিদিন
চট্রগ্রাম	কৃষিকথা	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	সোমবার বাদে প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৮.১০-০৮.৩০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	বিকেল ০৪.২০-০৪.৩০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫০৬.৩৫	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫	শনি, সোম ও বুধবার
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭-০৩.১০	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাঙ্গামাটি	জীবনের জন্য	দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ী	বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫	প্রতিদিন

*** সন্ধ্যা ৬.৫০মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে একযোগে প্রচারিত হয়।**

কমিউনিটি রেডিও এর প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার

শাল্লা উপজেলায় কোন কমিউনিটি রেডিও'র সম্প্রচার নেই।

সামাজিক মানচিত্র

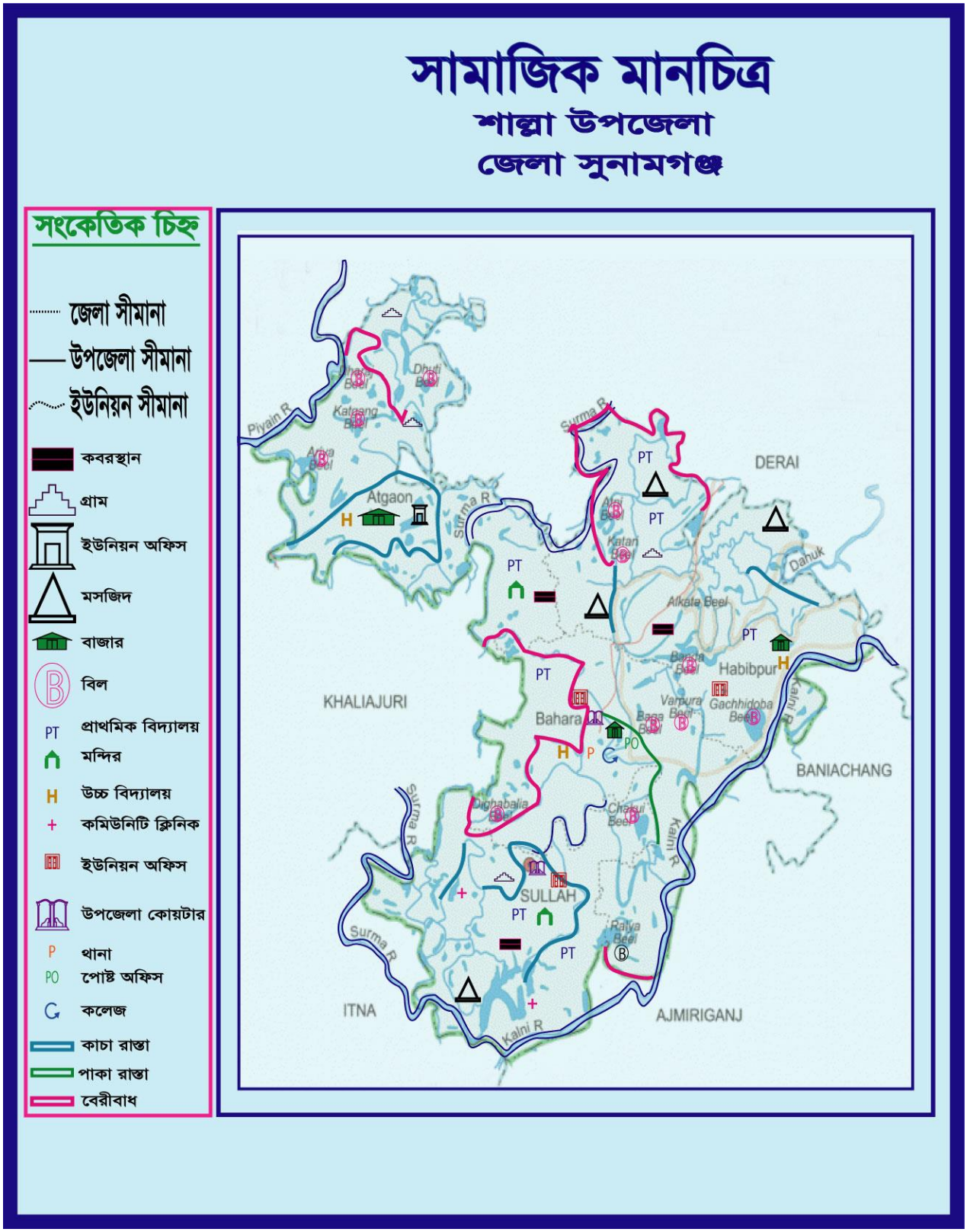

সামাজিক মানচিত্র
শাল্লা উপজেলা
জেলা সুনামগঞ্জ
সংকেতিক চিহ্ন
জেলা সীমানা
উপজেলা সীমানা
ইউনিয়ন সীমানা
কবরস্থান
গ্রাম
ইউনিয়ন অফিস
মসজিদ
বাজার
বিল
PT প্রাথমিক বিদ্যালয়
মন্দির
H উচ্চ বিদ্যালয়
+ কমিউনিটি ক্লিনিক
ইউনিয়ন অফিস
উপজেলা কোয়াটার
P থানা
PO পোষ্ট অফিস
কলেজ
কাচা রাস্তা
পাকা রাস্তা
বেরীবাধ
Piyain R
Atgaon
Surma R
DERAI
Alkata Beel
Dahuk
Habibpur
KHALIAJURI
Bahara
BANIACHANG
Kalni R
SULLAH
ITNA
AJMIRIGANJ

আপদের মানচিত্র

আপদের মানচিত্র

শাল্লা উপজেলা

জেলা সুনামগঞ্জ

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- আগাম বন্যা
- মৌসুমী বণ্যা
- খরা
- শিলাবৃষ্টি
- কালবৈশাখী ঝড়
- উপজেলা কোয়াটার
- কাঁচা রাস্তা
- বসতভিটা
- কবরস্থান
- শশ্বানঘাট
- M মসজিদ
- B বাজার

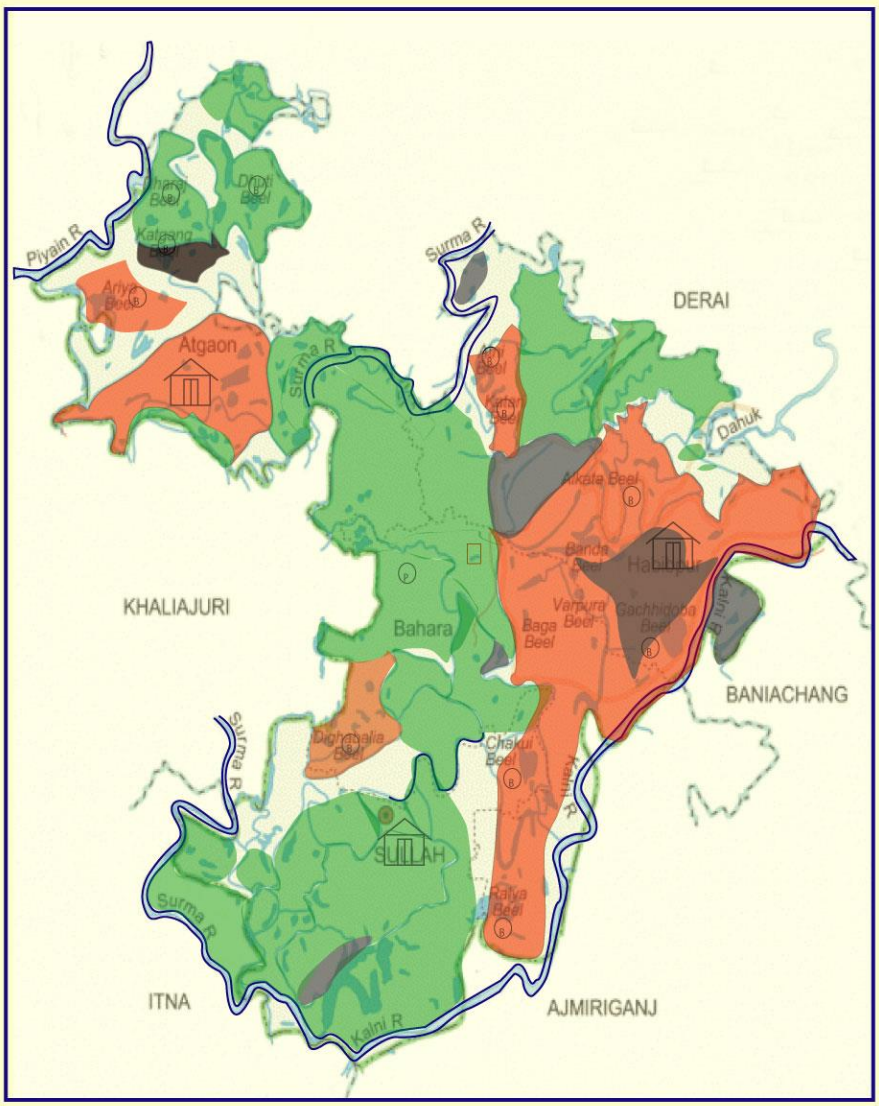

নিরাপদ মানচিত্র

নিরাপদ মানচিত্র
শাল্লা উপজেলা
জেলা সুনামগঞ্জ
সীমান সূচক
জেলা সীমানা
উপজেলা সীমান
ইউনিয়ন সীমানা
নিরাপদ স্থান
বাজার
পুলিশ স্টেশন
পাকা রাস্তা
ইউনিয়ন পরিষদ
নদী
বিল
Piyain R
Atgaon
Surma R
DERAI
Dahuk
Alkata Beel
Banda Beel
Habibpur
KHALIAJURI
Bahara
Baga Beel
Gachhidoba Beel
BANIACHANG
Chakui Beel
Kalni R
Surma R
ITNA
AJMIRIGANJ
Kalni R

সংযুক্তি ১০

হাট বাজারের তালিকা

ক্রমিক নং	হাট বাজারের নাম ও স্থান	সংখ্যা	কবে হাট বসে	দোকানের সংখ্যা	সমিতি ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ননা
১	মাহমুদনগর বাজার, আটগাঁও ইউনিয়ন	১ টি	প্রতিদিন	৬০	১ টি
২	ঘুঙ্গিয়ারগাঁও বাজার, বাহাড়া ইউনিয়ন	১ টি	শনিবার	২৩৫	১ টি
৩	আনন্দপুর বাজর, হবিবপুর ইউনিয়ন	১ টি	প্রতিদিন	৫০	১ টি
৪	সাশখাই বাজার, হবিবপুর ইউনিয়ন	১ টি	প্রতিদিন	৪০	১ টি
৫	রাহুতলা বাজার, আটগাঁও ইউনিয়ন	১ টি	রবিবার	১০৫	১ টি
৬	সাতপাড়া বাজার, শাল্লা ইউনিয়ন	১ টি	শুক্রবার	১১৫	১ টি
৭	প্রতাপপুর বাজার, হবিবপুর ইউনিয়ন	১ টি	প্রতিদিন	৩৫	১ টি
৮	মারকুলী বাজার, হবিবপুর ইউনিয়ন	১ টি	শুক্রবার ও সোমবার	২৫০	১ টি
৯	পাহাড়পুর বাজার, শাল্লা ইউনিয়ন	১ টি	সোমবার	১৫০	১ টি
	মোট	**৯ টি**		**১০৪০**	**৯ টি**

সংযুক্তি ১১

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের তালিকা, শাল্লা

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
১	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আটগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৫	৫	আটগাঁও, আটগাঁও ইউনিয়ন	হ্যাঁ
২		রাহুতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০২	৪	রাহুতলা, আটগাঁও ইউনিয়ন	না
৩		মির্জাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৬	৪	মির্জাপুর, আটগাঁও ইউনিয়ন	না
৪		বাজারকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫১	৪	বাজারকান্দি, আটগাঁও ইউনিয়ন	না
৫		নিজগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০৬	৪	নিজগাঁও, আটগাঁও ইউনিয়ন	না
৬		বড়গাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৬	৫	বড়গাঁও, আটগাঁও ইউনিয়ন	না
৭		আটগাঁও পাঁচহাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৯	৪	আটগাঁও, আটগাঁও ইউনিয়ন	না
৮		ইয়ারাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৩	ইয়ারাবাদ, আটগাঁও ইউনিয়ন	হ্যাঁ
৯		মাহমুদ নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৩	৪	মাহমুদ নগর	না
১০		কাশিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৫	৪	কাশিপুর, আটগাঁও ইউনিয়ন	না
১১		দাউদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৮	৪	দাউদপুর, আটগাঁও ইউনিয়ন	না

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
১২		উজানগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৪	৪	উজানগাঁও, আটগাঁও ইউনিয়ন	না
১৩		শশারকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৪	শশারকান্দা, আটগাঁও ইউনিয়ন	না
১৪		সরমা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৯	৩	সরমা, আটগাঁও ইউনিয়ন	না
১৫		শরীফপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৫	৩	শরীফপুর, আটগাঁও ইউনিয়ন	না
১৬		গঞ্জানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৬	৩	গঞ্জানগর, আটগাঁও ইউনিয়ন	না
১৭		উত্তর উজানগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮০	৩	উত্তর উজানগাঁও, আটগাঁও ইউনিয়ন	না
১৮		উত্তর শশারকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫২	৩	উত্তর শশারকান্দা, আটগাঁও ইউনিয়ন	না
১৯		আনন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৯	৫	আনন্দপুর সরকারী, হবিবপুর ইউনিয়ন	হ্যাঁ
২০		চাকুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪২	৪	চাকুয়া সরকারী, হবিবপুর ইউনিয়ন	না
২১		হবিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৮	৫	হবিবপুর, হবিবপুর ইউনিয়ন	হ্যাঁ
২২		নোওয়াগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯২	৪	নোওয়াগাঁও, হবিবপুর	হ্যাঁ

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
					ইউনিয়ন	
২৩		কাশিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৯	৪	কাশিপুর, হবিবপুর ইউনিয়ন	না
২৪		ধীতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৪	৩	ধীতপুর, হবিবপুর ইউনিয়ন	না
২৫		ভোলানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০২	৩	ভোলানগর, হবিবপুর ইউনিয়ন	না
২৬		দক্ষিণ হাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৩	৩	দক্ষিণহাটি, হবিবপুর ইউনিয়ন	না
২৭		নিয়ামতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯২	৩	নিয়ামতপুর, হবিবপুর ইউনিয়ন	না
২৮		রামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০	৩	রামপুর, হবিবপুর ইউনিয়ন	না
২৯		শাহ আরপিন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৭	৩	শাহ আরপিন, হবিবপুর ইউনিয়ন	না
৩০		শাঁশখাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০২	৪	শাঁশখাই, হবিবপুর ইউনিয়ন	না
৩১		সাউদেশ্রী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫১	৪	সাউদেশ্রী, হবিবপুর ইউনিয়ন	হ্যাঁ
৩২		মারকুলি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৫	৪	মারকুলি, হবিবপুর ইউনিয়ন	না
৩৩		নারকিলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৪	৫	নারকিলা, হবিবপুর	হ্যাঁ

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
					ইউনিয়ন	
৩৪		জাতগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩	৪	জাতগাঁও, হবিবপুর ইউনিয়ন	না
৩৫		পুটকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫০	৪	পুটকা, হবিবপুর ইউনিয়ন	না
৩৬		নারায়ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৫	৪	নারায়ণপুর, হবিবপুর ইউনিয়ন	না
৩৭		সরষপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৭	৩	সরষপুর, হবিবপুর ইউনিয়ন	হ্যাঁ
৩৮		বিলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৫	৩	বিলপুর, হবিবপুর ইউনিয়ন	না
৩৯		আহসানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৭	৩	আহসানপুর, হবিবপুর ইউনিয়ন	না
৪০		খলাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫১	৩	খলাপাড়া, হবিবপুর ইউনিয়ন	হ্যাঁ
৪১		পশ্চিমপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮১	৩	পশ্চিমপাড়া, হবিবপুর ইউনিয়ন	না
৪২		আগুয়াই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৯	৩	আগুয়াই, হবিবপুর ইউনিয়ন	না
৪৩		মহুরাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৫	৩	মহুরাপুর, হবিবপুর ইউনিয়ন	না
৪৪		দক্ষিণপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯১	৩	দক্ষিণপাড়া, হবিবপুর	না

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
					ইউনিয়ন	
৪৫		ফয়জুল্লাহপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৭	৩	ফয়জুল্লাহপুর, হবিবপুর ইউনিয়ন	না
৪৬		বিষ্ণুপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৬	৩	বিষ্ণুপুর, হবিবপুর ইউনিয়ন	না
৪৭		দবিরুল ইসলাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৬	৩	হবিবপুর ইউনিয়ন	না
৪৮		ব্রাহ্মণগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৩	৩	ব্রাহ্মণগাঁও, হবিবপুর ইউনিয়ন	না
৪৯		বাহাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৯	৫	বাহাড়া, বাহাড়া ইউনিয়ন	হ্যাঁ
৫০		আঙ্গারুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৪	৪	আঙ্গারুয়া, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৫১		পোড়ারপাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬১	৪	পোড়ারপাড়, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৫২		প্রতাপপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৪	৪	প্রতাপপুর, বাহাড়া ইউনিয়ন	হ্যাঁ
৫৩		ভেড়াডহর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৬	৪	ভেড়াডহর, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৫৪		যাত্রাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৫	৪	যাত্রাপুর, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৫৫		ঘুংগিয়ারগাঁও আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬০	৫	ঘুংগিয়ারগাঁও, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৫৬		সুলতানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৯	৪	সুলতানপুর, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৫৭		মুক্তারপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৭	৫	মুক্তারপুর, বাহাড়া ইউনিয়ন	না

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
৫৮		নাইন্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮	৫	নাইন্দা, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৫৯		সুদনখল্লী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৫	৪	সুদনখল্লী, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৬০		ভাটগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৫	৪	ভাটগাঁও, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৬১		মুছাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৯	৪	মুছাপুর, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৬২		নোয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	৩	নোয়াপাড়া, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৬৩		কলিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৫	৩	কলিমপুর, বাহাড়া ইউনিয়ন	হ্যাঁ
৬৪		লক্ষীপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮১	৩	লক্ষীপাশা, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৬৫		মেদা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬১	৩	মেদা, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৬৬		উজান যাত্রাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮০	৩	উজান যাত্রাপুর, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৬৭		ডুমরা রসিকলাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৩	ডুমরা, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৬৮		মধ্যেরহাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬২	৩	মধ্যেরহাটি, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৬৯		হরিনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৯	৩	হরিনগর, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৭০		নয়াহাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৪	৩	নয়াহাটি, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৭১		শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫০	৩	শিবপুর, বাহাড়া ইউনিয়ন	হ্যাঁ
৭২		তাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৭	৩	তাজপুর, বাহাড়া ইউনিয়ন	না

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
৭৩		সুখলাইন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৫	৩	সুখলাইন, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৭৪		কান্দারহাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৩	৩	কান্দারহাটি, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৭৫		রুপসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৩	৩	রুপসা, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৭৬		শেখহাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৮	৩	শেখহাটি, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৭৭		মোহনকল্লী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫২	৩	মোহনকল্লী, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৭৮		হরিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৯	৩	হরিপুর, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৭৯		মেঘনা পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৭	৩	মেঘনা, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৮০		রঘুনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৮	৩	রঘুনাথপুর, বাহাড়া ইউনিয়ন	হ্যাঁ
৮১		মির্জাকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৩	৩	মির্জাকান্দা, বাহাড়া ইউনিয়ন	না
৮২		শাল্লা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৪৬	৫	শাল্লা, শাল্লা ইউনিয়ন	হ্যাঁ
৮৩		কাদিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০০	৩	কাদিরপুর, শাল্লা ইউনিয়ন	না
৮৪		কান্দিগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮০	৪	কান্দিগাঁও, শাল্লা ইউনিয়ন	না
৮৫		সহদেবপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৪	৪	সহদেবপাশা, শাল্লা ইউনিয়ন	হ্যাঁ
৮৬		চবিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৩	৪	চবিয়া, শাল্লা ইউনিয়ন	না
৮৭		মনুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৮	৪	মনুয়া, শাল্লা ইউনিয়ন	না

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
৮৮		ইয়ারাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৯	৩	ইয়ারাবাদ, শাল্লা ইউনিয়ন	না
৮৯		নোয়াগাঁও রহমতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৩	৩	নোয়াগাঁও রহমতপুর, শাল্লা ইউনিয়ন	না
৯০		কৃষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭০	৩	কৃষ্ণপুর, শাল্লা ইউনিয়ন	না
৯১		সীমেরকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৬	৩	সীমেরকান্দা, শাল্লা ইউনিয়ন	না
৯২		আদিত্যপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৫	৪	আদিত্যপুর, শাল্লা ইউনিয়ন	না
৯৩		কার্তিকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৮	৪	কার্তিকপুর, শাল্লা ইউনিয়ন	না
৯৪		কামারগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৫	৪	কামারগাঁও, শাল্লা ইউনিয়ন	না
৯৫		গোবিন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬	৪	গোবিন্দপুর, শাল্লা ইউনিয়ন	না
৯৬		আব্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৪	৪	আব্দা, শাল্লা ইউনিয়ন	না
৯৭		শ্রীহাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৭	৪	শ্রীহাই, শাল্লা ইউনিয়ন	না
৯৮		রৌয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৯	৪	রৌয়া, শাল্লা ইউনিয়ন	না
৯৯		বলরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪১	৩	বলরামপুর, শাল্লা ইউনিয়ন	না
১০০		গোয়ানী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৯	৩	গোয়ানী, শাল্লা ইউনিয়ন	না
১০১		খেরুয়ালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫০	৩	খেরুয়ালা, শাল্লা ইউনিয়ন	না
১০২		রৌয়া ছোটহাটি সরকারী প্রাথমিক	৫৫	৩	রৌয়া, শাল্লা	না

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
		বিদ্যালয়			ইউনিয়ন	
১০৩		১৪ নং কাশিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৯	৪	কাশিপুর, আটগাঁও ইউনিয়ন	না
	মোট	**১০৩**	**১২৯০৬**	**৩৬৯**		**১৭**

বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের তালিকা, শাল্লা

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
১	বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	শাহীদ আলী উচ্চ বিদ্যালয়	৬৪৫	৯	বাহারা ইউনিয়ন	হ্যাঁ
২		গোবিন্দচন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৫১২	১০	বাহারা ইউনিয়ন	না
৩		গিরিধর উচ্চ বিদ্যালয়	৪৭৮	৮	হবিবপুর ইউনিয়ন	না
৪		শ্যামসুন্দর উচ্চ বিদ্যালয়	৪২৮	৬	বাহারা ইউনিয়ন	না
৫		হাফেজ আলী উচ্চ বিদ্যালয়	৩৪৩	৫	আটগাঁও ইউনিয়ন	না
৬		মাহমুদ নগর উচ্চ বিদ্যালয়	১৯৩	৫	আটগাঁও ইউনিয়ন	না
৭		সাউদেরশ্রী স্কুল এ্যান্ড কলেজ	৪৮৭	১০	হবিবপুর ইউনিয়ন	হ্যাঁ
৮		আসলাম উদ্দিন পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়	৪২০	৫	শাল্লা ইউনিয়ন	না
৯		চাকুয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৯৫	৩	হবিবপুর ইউনিয়ন	না
১০		সরলাল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২০৪	৪	বাহারা ইউনিয়ন	না
১১		বলরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়	২১৫	৪	শাল্লা ইউনিয়ন	না
	মোট		**৪০২০**	**৬৯**		**২**

বেসরকারী দাখিল মাদ্রাসাসমূহের তালিকা, শাল্লা

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
১	বেসরকারি দাখিল মাদ্রাসা	শাল্লা হাসেমিয়া ইসলমিয়া দাখিল মাদ্রাসা	২৮২	৯	বাহারা ইউনিয়ন	না
২		দামপুর মাদ্রাসা	৪৮৪	৫	শাল্লা ইউনিয়ন	না
	মোট	**২**	**৭৬৬**	**১৪**		

সরকারি/বেসরকারী কলেজসমূহের তালিকা, শাল্লা

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
১	সরকারি কলেজ	শাল্লা কলেজ	৪০২	১৩	বাহারা ইউনিয়ন	হ্যাঁ
২		সাউদেরশ্রী স্কুল এ্যান্ড কলেজ	৬৩	৩	হবিবপুর ইউনিয়ন	হ্যাঁ
	মোট	**২**	**৪৬৫**	**১৬**		**২**

ব্র্যাক স্কুলসমূহের তালিকা, শাল্লা

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
১	**ব্র্যাক স্কুল**	দৌলতপুর- ১ ব্র্যাক স্কুল	৩০	১	দৌলতপুর, আটগাঁও ইউনিয়ন	না
২		দৌলতপুর- ৩ ব্র্যাক স্কুল	৩০	১	দৌলতপুর, আটগাঁও ইউনিয়ন	না
৩		বিষ্ণুপুর ব্র্যাক স্কুল	৩০	১	বিষ্ণুপুর, হবিবপুর	না

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
					ইউনিয়ন	
৪		সুলতানপুর ব্র্যাক স্কুল	৩০	১	সুলতানপুর, বাহারা ইউনিয়ন	না
৫		মেদা ব্র্যাক স্কুল	৩০	১	মেদা, বাহারা ইউনিয়ন	না
৬		চরভেড়া ডহর ব্র্যাক স্কুল	৩০	১	চরভেড়া ডহর, বাহারা ইউনিয়ন	না
৭		ভেড়াডহর টেংরার হাটি ব্র্যাক স্কুল	৩০	১	ভেড়াডহর টেংরার হাটি, বাহারা ইউনিয়ন	না
৮		টুকেরহাটি ব্র্যাক স্কুল	৩০	১	টুকেরহাটি, বাহারা ইউনিয়ন	না
৯		নাছিরপুর ব্র্যাক স্কুল	৩০	১	নাছিরপুর, শাল্লা ইউনিয়ন	না
	মোট	৯	২৭০	৯		-

কমিউনিটি বিদ্যালয়সমূহের তালিকা, শাল্লা

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
১	কমিউনিটি বিদ্যালয়	হোসেন কমিউনিটি বিদ্যালয়	১৫০	৩	কাশিপুর, শাল্লা ইউনিয়ন	না

সংযুক্তি ১২

স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রের তালিকা

ক্রমিক নং	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম	অবস্থান	সংখ্যা	কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা		
				চিকিৎসক	নার্স	সার্ভিস স্টাফ
১	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র	ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, বাহাড়া ইউনিয়ন	১ টি	৩ জন	৫ জন	৫ জন
২	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র	ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, বাহাড়া ইউনিয়ন	১ টি	৩ জন	-	২ জন
৩	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র	আটগাঁও, আটগাঁও ইউনিয়ন	১ টি	৩ জন	-	২ জন
৪	কমিউনিটি ক্লিনিক	হবিবপুর, হবিবপুর ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
৫	কমিউনিটি ক্লিনিক	বিষ্ণুপুর, হবিবপুর ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
৬	কমিউনিটি ক্লিনিক	আহছানপুর, হবিবপুর ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
৭	কমিউনিটি ক্লিনিক	মনুয়া, শাল্লা ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
৮	কমিউনিটি ক্লিনিক	আদিত্তপুর, শাল্লা ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
৯	কমিউনিটি ক্লিনিক	শ্রীহাইল, শাল্লা ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
১০	কমিউনিটি ক্লিনিক	ইয়ারাবাদ, আটগাঁও ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
১১	কমিউনিটি ক্লিনিক	শুকলাইন, বাহাড়া ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
১২	কমিউনিটি ক্লিনিক	হরিপুর, বাহাড়া ইউনিয়ন	অচল	-	-	-
১৩	কমিউনিটি ক্লিনিক	বেড়াডর, বাহাড়া ইউনিয়ন	অচল	-	-	-
১৪	কমিউনিটি ক্লিনিক	কাশিপুর, আটগাঁও ইউনিয়ন	অচল	-	-	-
১৫	কমিউনিটি ক্লিনিক	উজানগাঁও, আটগাঁও ইউনিয়ন	অচল	-	-	-
১৬	কমিউনিটি ক্লিনিক	মাহমুদনগর, আটগাঁও ইউনিয়ন	অচল	-	-	-
	মোট	**১৬ টি**	**১৬ টি**	**১৭ জন**	**৫ জন**	**৯ জন**

সংযুক্তি ১৩

বিলের তালিকা

শাল্লা উপজেলার ৯৩ টি বিল রয়েছে। এর মধ্যে ২০ একরের উর্ধ্বে ৪৩ টি, ২০ একরের নীচে ৪৭ টি এবং উন্মুক্ত ৩ টি বিল রয়েছে।

ক্র/নং	বিলের নাম	ব্যবহার	উপকারিতা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১.	বাহিরচাপটা বিল	ব্যবহৃত হচ্ছে	সবগুলো বিলে পর্যাপ্ত পানি থাকায় অধিক মাছ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। এখানে বিভিন্ন প্রকারের মাছ পাওয়া যায়। মৎস্য আহরণ করে আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর পানি দিয়ে হাওরের ধানক্ষেতে সেচ দেয়া হয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং পুষ্টির চাহিদা পুরণ হচ্ছে। এছাড়া বিলগুলো বিভিন্ন প্রকার পাখির বিচরণক্ষেত্র।	২০ একরের উর্ধ্বে
২.	কাপনা বিল		ঐ	ঐ
৩.	চামার নদীর আগার পাড় ও সুরমার ডুবি ও কাড়া বিল		ঐ	ঐ
৪.	কাজুয়া নদী		ঐ	ঐ
৫.	কালনী নদীর দুইটি ডহর		ঐ	ঐ
৬.	চাপটা বিল গ্রুপ		ঐ	ঐ
৭.	আন্দারাইন নদী		ঐ	ঐ
৮.	শযতালখালী ৬ষ্ঠ খন্ড		ঐ	ঐ
৯.	হরিপুর নদী প্রঃ মেঘনা পাড়া		ঐ	ঐ
১০.	দারাইন নদী ২য় খন্ড		ঐ	ঐ
১১.	মুক্তারপুর নদী গ্রুপ		ঐ	ঐ
১২.	দত্তপাড়া প্রঃ গাছের জোয়ার		ঐ	ঐ
১৩.	মাউতি বিল ও গড়ালিয়া		ঐ	ঐ
১৪.	গুলমা বিল		ঐ	ঐ
১৫.	পতেঙ্গা বিল		ঐ	ঐ
১৬.	ভান্ড বিল		ঐ	ঐ

ক্র/নং	বিলের নাম	ব্যবহার	উপকারিতা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১৭.	ধন্নার মান্নার চাপটা বিল		ঐ	২০ একরের উর্ধ্বে
১৮.	চৌকা চাতলী বাগুয়া বিল		ঐ	ঐ
১৯.	বাহারা নদী প্রঃ ভান্ডা বিল		ঐ	ঐ
২০.	গোদী বিল		ঐ	ঐ
২১.	চন্ডিডহর প্রঃ ডুবি বিল		ঐ	ঐ
২২.	হাতনী বিল		ঐ	ঐ
২৩.	হারিয়া বিল		ঐ	ঐ
২৪.	বাঁশ পাতিয়া প্রঃ ভেড়া মোহনা বিল		ঐ	ঐ
২৫.	পুটকা জাওর বিল		ঐ	ঐ
২৬.	মরা গাং		ঐ	ঐ
২৭.	সাউদেরশ্রী লোক কাটিং বিল		ঐ	ঐ
২৮.	ফেন খাই বিল		ঐ	ঐ
২৯.	কাশিপুর লাইয়া দিঘা গ্রুপ সী		ঐ	ঐ
৩০.	কাশিপুর লাইয়া দিঘা গ্রুপ ডি		ঐ	ঐ
৩১.	চিলার ডুবি গাঙ্গুয়া গাগলী বিল		ঐ	ঐ
৩২.	আক্তাপাড়া বিল		ঐ	ঐ
৩৩.	চামটি নদী বিল		ঐ	ঐ
৩৪.	বরগাঁও ইয়ারাবাদ বিল		ঐ	ঐ
৩৫.	ছোট পুরা বিল গ্রুপ বিল		ঐ	ঐ
৩৬.	ছন চাতল বিল		ঐ	ঐ
৩৭.	রৌয়া ও কারি বিল		ঐ	ঐ
৩৮.	মরা বাক লুক কাটিং বিল		ঐ	ঐ
৩৯.	দারাইন নদী ৫ম খন্ড		ঐ	ঐ
৪০.	কচুয়াপাড়া খাল ও বিল		ঐ	ঐ

ক্র/নং	বিলের নাম	ব্যবহার	উপকারিতা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৪১.	হিজলী বিল প্রঃ ছোট হিজলী		ঐ	২০ একরের উর্ধ্বে
৪২.	নেয়াগাঁও চামটি নদী বিল		ঐ	ঐ
৪৩.	কাবিল বিলা		ঐ	ঐ
৪৪.	পিয়াইর চামরিয়া বিল		ঐ	২০ একরের নীচে
৪৫.	চামটি নদীর জিয়ারা বিল		ঐ	ঐ
৪৬.	কালনী নদীর মরা বাঁক		ঐ	ঐ
৪৭.	নতুন ডোবা ও পুটখা খালেরপুর বিল		ঐ	ঐ
৪৮.	রূপা বড় বন্ধের বিল		ঐ	ঐ
৪৯.	জোয়ারিয়া বিল		ঐ	ঐ
৫০.	দারাইন নদী বিল		ঐ	ঐ
৫১.	কুড়ি বিল		ঐ	ঐ
৫২.	শাপলা বিল		ঐ	ঐ
৫৩.	কুড়িল বিল প্রঃ জোয়ারিয়া চকই		ঐ	ঐ
৫৪.	কুড়িল প্রঃ ছোট চকই		ঐ	ঐ
৫৫.	ভাঙ্গা খালের খেও বিল		ঐ	ঐ
৫৬.	দারাইন নদী প্রঃ মনুায়ার দাইড় বিল		ঐ	ঐ
৫৭.	জাকটিয়া দরিয়ার খেউ বিল		ঐ	ঐ
৫৮.	চামটি নদীর জিয়ারা বিল		ঐ	ঐ
৫৯.	গোয়া বিল		ঐ	ঐ
৬০.	গুল্লো বিল ও ধারের মুখের বিল		ঐ	ঐ
৬১.	গণফির বিল বড় বিল		ঐ	ঐ
৬২.	বড় বন্ধের বিল		ঐ	ঐ
৬৩.	চারকুনিয়া বিল		ঐ	ঐ
৬৪.	বড় ভূইয়া বিল প্রঃ বড় দোয়া বিল ্র		ঐ	ঐ

ক্র/নং	বিলের নাম	ব্যবহার	উপকারিতা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৬৫.	ছোট গাংবিল		ঐ	২০ একরের নীচে
৬৬.	খালিশা বিল		ঐ	ঐ
৬৭.	গারুয়া জোড়া বিল		ঐ	ঐ
৬৮.	বড় খাল বিল		ঐ	ঐ
৬৯.	বড়খাই বিল		ঐ	ঐ
৭০.	ছোট দিঘা ও বড় দিঘা বিল		ঐ	ঐ
৭১.	গোড়া ভাঙ্গা বিল		ঐ	ঐ
৭২.	কাড়া বিল		ঐ	ঐ
৭৩.	দিঘা বিল		ঐ	ঐ
৭৪.	গারুয়া বিল		ঐ	ঐ
৭৫.	চাতল বিল		ঐ	ঐ
৭৬.	লামা পোড়া বিল		ঐ	ঐ
৭৭.	মোক্তারপুরের খাল		ঐ	ঐ
৭৮.	কুমারিয়া বিল		ঐ	ঐ
৭৯.	কসমা বিল		ঐ	২০ একরের নীচে
৮০.	বড় মেদী ছোট মেদী বৈশাখী বিল		ঐ	ঐ
৮১.	গোপী বিল		ঐ	ঐ
৮২.	ছাঝির বিল		ঐ	ঐ
৮৩.	কালি চুনা গুপ বিল		ঐ	উম্মুক্ত বিল
৮৪.	বাহিরচাপটা বিল		ঐ	ঐ
৮৫.	গোদী বিল নীল ক্ষীর বির		ঐ	ঐ
৮৬.	পাগলা বিল		ঐ	ঐ
৮৭.	আবদুল্লাপুরের ডুইয়া বিল		ঐ	ঐ
৮৮.	বাজারিয়া বিল		ঐ	ঐ

ক্র/নং	বিলের নাম	ব্যবহার	উপকারিতা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৮৯.	বরের বন্ধের বিল		ঐ	২০ একরের নীচে
৯০.	চেঙ্গুয়ারকাড়া ও ডুবি বিল		ঐ	ঐ
৯১.	দারাইন নদী ১ম খন্ড বিল		ঐ	উম্মুক্ত
৯২.	দারাইন নদী ৩য় খন্ড বিল		ঐ	ঐ
৯৩.	দারাইন নদী ৪র্থ খন্ড বিল		ঐ	ঐ
মোট	**৯৩ টি**			

সংযুক্তি ১৪

মৎস্যজীবী সমিতির তালিকা, শাল্লা

ক্রমিক নং	সমিতির নাম	নিবন্ধন নং ও তারিখ	সমিতির ঠিকানা	কার্যকর/ অকার্যকর
১	পুটকা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৬৭৩ ৮/৪/৭২	গ্রামঃ পুটকা, ইউপিঃহবিবপুর, পোঃ কাদিরগঞ্জ, শাল্লা	অকার্যকর
২	আচানপুর খলাপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৭৬৫	গ্রামঃ আচানপুর, ইউপিঃহবিবপুর, পোঃ-কাদিরগঞ্জ, শাল্লা	কার্যকর
৩	উজান ইয়ারাবাদ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৬৩ ২৩/২/০৬	গ্রামঃ উজান ইয়ারাবাদ, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৪	আটগাঁও পশ্চিমপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	২১ ২৭/১১/০৭	গ্রামঃ আগুয়াই, ইউপিঃহবিবপুর, পোঃ কাদিরগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৫	একতা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	সুনাম/১০-০৮-০৯ ৮/৯/০৯	গ্রামঃ একতা, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৬	রঘনাথপুর নবযাত্রা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২৬৩ ২৭/৭/০৯	গ্রামঃরঘনাথপুর , ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ-ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
৭	মুক্তারপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২৬৪ ২৭/৭/০৯	গ্রামঃমুক্তারপুর , ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ-ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
৮	সহদেবপাশা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২৮৮ ২৪/৮/০৯	গ্রামঃ সহদেব পাশা, ইউপিঃশাল্লা, পোঃ আজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৯	যাদ্রাপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৩০৯ ২৪/৮/০৯	গ্রামঃ যাত্রাপুর, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১০	রৌয়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৩৬২ ২৯/৯/০৯	গ্রামঃ রৌয়া, ইউপিঃশাল্লা , পোঃশ্রীহাইল, শাল্লা	ঐ
১১	গোয়ানী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪১৯ ৩১/১২/০৯	গ্রামঃ গোয়ানী, ইউপিঃশাল্লা , পোঃশ্রীহাইল, শাল্লা	ঐ
১২	ফয়জুল্লাহপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪৩৯ ৩১/১/১০	গ্রামঃ ফয়জুল্লাহপুর, ইউপিঃ হবিবপুর, পোঃ কাদিরগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
১৩	শ্রীহাইল মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৭২৯ ২২/৫/১১	গ্রামঃ শ্রীহাইল, ইউপিঃশাল্লা , পোঃশ্রীহাইল, শাল্লা	ঐ
১৪	নিয়ামতপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৭২৩ ২২/৫/১১	গ্রামঃ নিয়ামতপুর, ইউপিঃহবিবপুর, পোঃ আনন্দপুর, শাল্লা	কার্যকর
১৫	ফরিদপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৬১ ২২/৫/১০	গ্রামঃ ফরিদপুর, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	অকার্যকর

ক্রমিক নং	সমিতির নাম	নিবন্ধন নং ও তারিখ	সমিতির ঠিকানা	কার্যকর/ অকার্যকর
১৬	বড়গাঁও মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪৭২ ২৮/২/১০	গ্রামঃ বড়গাঁও, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
১৭	মেদা নতুন হাটি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪৪৬ ৪/২/১০	গ্রামঃ মেদা, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ-পাহাড়পুর, শাল্লা	কার্যকর
১৮	সুলতানপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৫৫ ১৭/২/০৮	গ্রামঃ সুলতানপুর, ইউপিঃশাল্লা, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৯	শরীফপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪১১ ১৫/১২/০৯	গ্রামঃ শরীফপুর , ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
২০	সোনার বাংলা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৯৯৫ ৩০/৪/৭২	গ্রামঃ আব্দা, ইউপিঃশাল্লা , পোঃ শ্রীহাইল, শাল্লা	ঐ
২১	আনন্দপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৩৭৫ ৫/১০/০৯	গ্রামঃ আনন্দপুর, ইউপিঃহবিবপুর, পোঃআনন্দপুর, শাল্লা	অকার্যকর
২২	শাপলা উজান মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৬৬ ১/৩/০৬	গ্রামঃ উজান ইয়ারাবাদ, ইউপিঃ আটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	কার্যকর
২৩	কান্দিগাঁও মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৩০২ ১৮/৮/০৯	গ্রামঃ কান্দিগাঁও, ইউপিঃশাল্লা, পোঃ আজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
২৪	মেঘনাপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৭৩৫ ৭/৪/৭২	গ্রামঃ মেঘনাপাড়া, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
২৫	কাশিপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৭৯০ ৮/৪/৭২	গ্রামঃ কাশিপুর, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
২৬	কাদিরপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৫৮৫ ৪/৪০২	গ্রামঃ কাদিরপুর, ইউপিঃ শাল্লা, পোঃ আজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
২৭	আটগাঁও পাঁচহাটি সমতা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	২৭/০৮-০৯ ২৩/২/০৯	গ্রামঃ আটগাঁও, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	অকার্যকর
২৮	দাউদপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৩০৩ ১৮/৮/০৯	গ্রামঃ দাউদপুর, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
২৯	ঘুঙ্গিয়ারগাঁও মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৩৬২ ১৩/৯/০৯	গ্রামঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও,ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	কার্যকর
৩০	বাহাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪৭৮ ২/৩/১০	গ্রামঃ বাহাড়া,ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	কার্যকর
৩১	প্রতাপপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৬৮৪ ৩/৩/১১	গ্রামঃ প্রতাপপুর, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ পাহাড়পুর, শাল্লা	ঐ
৩২	মৌরাপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪৬১ ২২/২/১১	গ্রামঃ মৌরাপুর, ইউপিঃহবিবপুর, পোঃকাদিরগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৩৩	কার্তিকপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৩ ১৮/৬/৯০	গ্রামঃ কার্তিকপুর, ইউপিঃশাল্লা , পোঃ শ্রীহাইল, শাল্লা	ঐ
৩৪	উজানগাঁও মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪০৪ ১৫/১১/০৯	গ্রামঃ উজানগাঁও, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃশাল্লা, শাল্লা	ঐ

ক্রমিক নং	সমিতির নাম	নিবন্ধন নং ও তারিখ	সমিতির ঠিকানা	কার্যকর/ অকার্যকর
৩৫	মামুদনগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৫২৬ ৭/৪/১০	গ্রামঃ মামুদনগর, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	অকার্যকর
৩৬	সরসপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৫২০ ২১/৩/১০	গ্রামঃ সরসপুর, ইউপিঃ হবিবপুর, পোঃ কাদিরগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৩৭	শাল্লা (আলীনগর) মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪৫৮ ১৮/২/১০	গ্রামঃ শাল্লা(আলীনগর), ইউপিঃ শাল্লা, পোঃশাল্লা, শাল্লা	ঐ
৩৮	বাজারকান্দি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৪৪৭ ৪/২/১০	গ্রামঃ বাজারকান্দি, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৩৯	মেদা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৩৬৩ ১৩/৯/০৯	গ্রামঃ মেদা, ইউপিঃ বাহাড়া, পোঃ-পাহাড়পুর, শাল্লা	ঐ
৪০	সীমেরকান্দা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৩৬০ ১৩/৯/০৯	গ্রামঃ সীমেরকান্দা, ইউপিঃ শাল্লা, পোঃ শ্রীহাইল, শাল্লা	ঐ
৪১	হুসেনপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২৬২ ২৭/৭/০৯	গ্রামঃ হুসেনপুর, ইউপিঃ শাল্লা, পোঃ শ্রীহাইল, শাল্লা	কার্যকর
৪২	নিজগাঁও মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১৫১ ১২/২/০৭	গ্রামঃ নিজগাঁও, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৪৩	বিষ্ণুপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	২৪/১২(সুনাম) ১৯/১/১২	গ্রামঃ বিষ্ণুপুর, ইউপিঃহবিবপুর, পোঃ কাদিরগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৪৪	মনুয়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	১২৯৬ ১৭/৮/০৯	গ্রামঃ মনুয়া, ইউপিঃ শাল্লা, পোঃ আজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৪৫	চব্বিশা সিবিআরএমপি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৪০/১৪ সুনাম ৩/৪/১৪	গ্রামঃ চব্বিশা, ইউপিঃশাল্লা, পোঃআজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৪৬	সুরমা মাল্টিপারপাস কোঃ সোঃ লিঃ	১৬৩৭ ৩/৪/১৪	গ্রামঃ ফরিদপুর , ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	অকার্যকর
৪৭	সততা সঞ্চয় ও ঋণদান সঃসঃ লিঃ	৩৯/১১-১২(সুনাম) ৩/৪/১৪	গ্রামঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃঘুঙ্গিয়ারগাঁও শাল্লা	কার্যকর
৪৮	সাতপাড়া সঞ্চয় ও ঋণদান সঃসঃ লিঃ	২০/১২/১১	গ্রামঃ সাতপাড়া, ইউপিঃশাল্লা, পোঃ-ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	অকার্যকর
৪৯	সুখলাইন কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৭৩৮ ৭/১২/৬৭	গ্রামঃ সুখলাইন, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ-আনন্দপুর, শাল্লা	ঐ
৫০	ভেড়াডহর গোপাল খালী কৃসি সমবায় সঃ লিঃ	৬৮৩ ৫/১০/৬৮	গ্রামঃ ভেড়াডহর, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ-পাহাড়পুর, শাল্লা	ঐ
৫১	সুলতানপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৪৮১ ২৯/১০/৬৮	গ্রামঃ সুলতানপুর, ইউপিঃ বাহাড়া,পোঃ-ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
৫২	রৌয়া কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৭০৮ ৫/১১/৬৮	গ্রামঃ রৌয়া, ইউপিঃশাল্লা, পোঃ-শ্রীহাইল, শাল্লা	ঐ
৫৩	মেঘনা পাড়া পতুয়া কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১১৪৩ ৬/১১/৬৮	গ্রামঃ মেঘনাপাড়া, ইউপিঃবাহাড়া পোঃ-ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
৫৪	উত্তর প্রতাপপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	২৫৫ ১৫/১১/০৬	গ্রামঃ প্রতাপপুর, ইউপিঃবাহাড়া পোঃ-পাহাড়পুর, শাল্লা	ঐ
৫৫	পুটকা কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	২৪৬ ১৬/১১/৬৮	গ্রামঃ পুটকা, ইউপিঃহবিবপুর, পোঃ কাদিরগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৫৬	২নং সহদেবপুর কৃষি সমবায়	২৫২	গ্রামঃ সহদেবপুর, ইউপিঃশাল্লা, পোঃ-	কার্যকর

ক্রমিক নং	সমিতির নাম	নিবন্ধন নং ও তারিখ	সমিতির ঠিকানা	কার্যকর/ অকার্যকর
	সঃ লিঃ	১৮/১১/৬৮	আজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	
৫৭	২নং পুটকা কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৪৪৯ ২৬/১১/৬৮	গ্রামঃ পুটকা, ইউপিঃহবিবপুর, পোঃ কাদিরগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৫৮	১নং ভেড়াডহব কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৪৬৫ ২৬/১১/৬৮	গ্রামঃ ভেড়াডহর, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ-পাহাড়পুর, শাল্লা	ঐ
৫৯	রঘুনাথপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৭৩৯ ২৮/১২/৬৮	গ্রামঃ রঘুনাথপুর, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ-ঘুঙ্গিয়ারগাঁও , শাল্লা	ঐ
৬০	১নং বাহাড়া কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৭৪২ ৭/১২/৬৮	গ্রামঃ বাহাড়া, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ-ঘুঙ্গিয়ারগাঁও , শাল্লা	ঐ
৬১	২নং কাদিপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৯০৪ ৭/১২/৬৮	গ্রামঃ কাদিপুর, ইউপিঃশাল্লা, পোঃ-আজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৬২	মনুয়া কৃষ্ণপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৭৪১ ৭/১২/৬৮	গ্রামঃ মনুয়া , ইউপিঃশাল্লা, পোঃআজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৬৩	দক্ষিণ প্রতাপপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	২৫৪ ১৬/১২/৬৮	গ্রামঃ প্রতাপপুর, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃপাহাড়পুর, শাল্লা	ঐ
৬৪	১নং নাছিরপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	২৪৮ ১৬/১২/৬৮	গ্রামঃ নাছিরপুর, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
৬৫	আদিত্যপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৪৫৬ ১৬/৩/৬৯	গ্রামঃ আদিত্যপুর, ইউপিঃমাল্লা, পোঃশ্রীহাইল, শাল্লা	ঐ
৬৬	সীমেরবন্ধ কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৪৫৬ ১৬/৩/৬৯	গ্রামঃমামুদনগর, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৬৭	পশ্চিমের চর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৭৯৯ ১০/১০/৬৯	গ্রামঃমামুদনগর, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৬৮	হরিপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৩৫৮ ১০/১০/৬৯	গ্রামঃ হরিপুর, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
৬৯	৩নংকাদিপর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৪০১ ১০/১০/৬৯	গ্রামঃ কান্দিগাঁও, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
৭০	ভেড়াডহর বড়ডোবা কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৭৭৫ ১০/১০/৬৯	গ্রামঃ ভেড়াডহর, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ-পাহাড়পুর, শাল্লা	ঐ
৭১	ইয়ারাবাদ সমাজ কল্যাণ কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৩৬৪ ১১/১০/৬৮	গ্রামঃ ইয়ারাবাদ, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৭২	২নং শ্রীহাইল কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৭৪২ ১৮/১০/৬৯	গ্রামঃ শ্রীহাইল, ইউপিঃশাল্লা, পোঃ শ্রীহাইল, শাল্লা	ঐ
৭৩	৩নংকাদিপর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৭৮৩ ১৮/১০/৬৯	গ্রামঃ কাদিপুর, ইউপিঃশাল্লা, পোঃআজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৭৪	বাউরিয়া কাশীপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৩৪০ ১৮/১০/৬৯	গ্রামঃ কাশীপুর, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৭৫	শাল্লা মিলন কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৭৭১ ১০/১০/৬৯	গ্রামঃ শাল্লা ,ইউপিঃশাল্লা, পোঃআজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৭৬	উদয়া কাশীপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৮৩৯ ১৩/১১/৬৯ ৭/১১/৬৯	গ্রামঃ কাশীপুর, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৭৭	সীমেরকান্দা কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৮১৯ ৭/১১/৬৯	গ্রামঃ সীমেরকান্দা,ইউপিঃশাল্লা, পোঃঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
৭৮	১নং কাদিপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৮৯৬ ৭/১২/৬৯	গ্রামঃকাদিপুর, ইউপিঃশাল্লা, পোঃআজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৭৯	হবিবপুর মুক্তি কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৪০৯ ১১/১০/৭০	গ্রামঃ হবিবপুর,ইউপিঃহবিবপুর, পোঃআনন্দপুর, শাল্লা	ঐ

ক্রমিক নং	সমিতির নাম	নিবন্ধন নং ও তারিখ	সমিতির ঠিকানা	কার্যকর/ অকার্যকর
৮০	কৃষ্ণপুর বাড়ির লামা কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১২৪৫ ৭/১২/৭২	গ্রামঃ কৃষ্ণপুর ইউপিঃ , পোঃ , শাল্লা	ঐ
৮১	হিজলী কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৪৬৮	গ্রামঃ হিজলী, ইউপিঃহবিবপুর, পোঃআনন্দপুর, শাল্লা	ঐ
৮২	তারাজানি ভূমিহীন কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	২৪৪ ১১/৮/৭৫	গ্রামঃ তারাজানি, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃকাদিরগঞ্জ,শাল্লা	ঐ
৮৩	গড়েরবন্দ ভূমিহীন কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	২৮৪৬ ১০/১২/৭৬	গ্রামঃ তারাজানি, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃকাদিরগঞ্জ,শাল্লা	ঐ
৮৪	১নং আটগাঁও কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৭৩৩ ৩১/১২/৬৮	গ্রামঃ একতা, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৮৫	শাল্লা উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সঃ লিঃ	৯৫/চি ২৩/৯/৭৪	শাল্লা উপজেলা ,ঘুঙ্গিয়ারগাঁও,শাল্লা	কার্যকর
৮৬	নবারন কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৮০ ৬/১১/৭০	গ্রামঃগোবিন্দপুর, ইউপিঃশাল্লা, পোঃআজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৮৭	শাল্লা মুসলিম কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৭৭১ ৬/১১/৬৯	গ্রামঃশাল্লা, ইউপিঃশাল্লা, পোঃআজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৮৮	বাহাড়া পুলিয়ারজান কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১২৩৪ ৭/১২/৭২	গ্রামঃ বাহাড়া ইউপিঃবাহাড়া, পোঃঘুঙ্গিয়ারগাঁও,শাল্লা	অকার্যকর
৮৯	উজানযাত্রাপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১২৩৪ ২৫/১১/৭২	গ্রামঃউজানযাত্রাপুর, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	কার্যকর
৯০	মেঘনাপাড়া দীঘাবন্দ কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১২৩১ ১৪/১১/৭২	গ্রামঃমেঘনা পাড়া ,ইউপিঃবাহাড়া, পোঃঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
৯১	১নং দামপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	২৪৪ ১৬/১১/৬৮	গ্রামঃ দামপুর, ইউপিঃশাল্লা, পোঃআজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৯২	হরিপুর তারাজানি কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১২৩৬ ৫/১১/৭২	গ্রামঃ হরিপুর, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
৯৩	সহদেবপাশা কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	২৫১ ১৬/১১/৬৮	গ্রামঃ সহদেবপাশা, ইউপিঃশাল্লা, পোঃ আজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৯৪	ভাটগাঁও কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৩৯৫ ১০/১০/৬৯	গ্রামঃ ভাটগাঁও, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	অকার্যকর
৯৫	কান্দিগাঁও কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৭৫৯ ১৮/১০/৬৯	গ্রামঃ কান্দিগাঁও,ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
৯৬	টোকচানপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৪৮৯ ১০/১০/৬৯	গ্রামঃটোকচানপুর,ইউপিঃহবিবপুর, পোঃ কাদিরগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৯৭	নারকিলা ব্রাহ্মণগাঁও কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৭৪৩ ৭/১২/৬৮	গ্রামঃটোকচানপুর,ইউপিঃহবিবপুর, পোঃ কাদিরগঞ্জ, শাল্লা	কার্যকর
৯৮	বাজারকান্দি কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৩৭১ ১৪/১০/৬৯	গ্রামঃ বাজারকান্দি, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
৯৯	আঙ্গারুয়া থলের বন্দ কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১২২৭ ২৫/১১/৭২	গ্রামঃ আঙ্গারুয়া,ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ আনন্দপুর, শাল্লা	ঐ
১০০	১নং কান্দিগাঁও কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৭৪০	গ্রামঃকান্দিগাঁও, ইউপিঃশাল্লা , পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১০১	শরীফপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১২৩৫ ২৫/১১/৭২	গ্রামঃ শরীফপুর, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ শাল্লা	ঐ
১০২	কান্দখাল কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৩৯৭ ১০/১০/৬৯	গ্রামঃকান্দখলা, ইউপিঃ বাহাড়া , পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১০৩	রৌয়া ছোট হাটি কৃষি সমবায়	৪৫৭	গ্রামঃ রৌয়া, ইউপিঃশাল্লা, পোঃ শ্রীহাইল,	ঐ

ক্রমিক নং	সমিতির নাম	নিবন্ধন নং ও তারিখ	সমিতির ঠিকানা	কার্যকর/ অকার্যকর
	সঃ লিঃ	১৬/৩/৭৯	শাল্লা	
১০৪	রুপসা কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১১৮২ ২৩/১২/৭২	গ্রামঃ রুপসা ,ইউপিঃ বাহাড়া , পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	কার্যকর
১০৫	নিয়ামতপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১১৪৬ ৭/১২/৭২	গ্রামঃ নিয়ামতপুর, ইউপিঃ বাহাড়া, পোঃআনন্দপুর, শাল্লা	ঐ
১০৬	৩নং পুটকা কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৭৬৪ ৭/১২/৬৮	গ্রামঃ পুটকা, ইউপিঃহবিবপুর, পোঃকাদিরগঞ্জ, শাল্লা	অকার্যকর
১০৭	সোনাকানী কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৮২৪	গ্রামঃ সোনাকানী , ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	কার্যকর
১০৮	হরিনগর রুপশী কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৩৪২ ২৭/১২/৭৮	গ্রামঃ হরিনগর, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ আনন্দপুর, শাল্লা	ঐ
১০৯	ইছাকপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	২১৫ ১০/১০/৬৯	গ্রামঃ ইছাকপুর, ইউপিঃশাল্লা, পোঃ শ্রীহাইল, শাল্লা	ঐ
১১০	মুক্তারপুর যুগল কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৩৫৪ ১০/১০/৬৯	গ্রামঃ মুক্তারপুর, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১১১	পোড়ারপাড় কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৪২৫	গ্রামঃ পোড়ারপাড়, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১১২	১নং মুক্তারপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৭৫১ ১০/১০/৬৮	গ্রামঃমুক্তারপুর, ইউপিঃ বাহাড়া, পোঃ আনন্দপুর ,শাল্লা	ঐ
১১৩	৩নং মুক্তারপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৭০৮ ১০/১০/৬৮	গ্রামঃমুক্তারপুর, ইউপিঃ বাহাড়া, পোঃ আনন্দপুর ,শাল্লা	ঐ
১১৪	নব রুপালী কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৫৫ ১৭/২/৭৮	গ্রামঃ গোবিন্দপুর, ইউপিঃ শাল্লা, পোঃ শ্রীহাইল, শাল্লা	ঐ
১১৫	শিবপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৩৪৩ ১২/১২/৭৮	গ্রামঃ শিবপুর, ইউপিঃ বাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১১৬	১নং নাছিরপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	২৫০ ১৬/৩/৬৮	গ্রামঃ নাছিরপুর, ইউপিঃ শাল্লা, পোঃ শ্রীহাইল, শাল্লা	ঐ
১১৭	আদিলপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৪৫৬ ১৬/৩/৭৯	গ্রামঃআদিলপুর, ইউপিঃ শাল্লা, পোঃ শ্রীহাইল, শাল্লা	ঐ
১১৮	নারাইনপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৪৪৭ ৮/৩/৭৯	গ্রামঃ নারাইনপুর, ইউপিঃ হবিবপুর, পোঃ কাদিরগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
১১৯	সীমেরকান্দা কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৪৫৮ ১৬/৩/৭৯	গ্রামঃ সীমেরকানন্দা, ইউপিঃ আটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
১২০	ত্রি পল্লী গণক হাটি কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৮৬৯ ২২/১১/৭৯	গ্রামঃ মামুদনগর, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রপুর, শাল্লা	ঐ
১২১	নাইন্দা গাতুয়ার বন্দ কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১২২৮ ২৫/১১/৭২	গ্রামঃ নাইন্দা , ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১২২	ধীতপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৮৭৬ ৮/১/৮০	গ্রামঃ হবিবপুর, ইউপিঃ হবিবপুর পোঃ কাদিরগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
১২৩	আগুয়াই কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৬৫০ ৮/৯/৭৯	গ্রামঃ আ্গুয়াই, ইউপিঃ হবিবপুর, পোঃ কাদিরগঞ্জ, শাল্লা	কার্যকর
১২৪	১নং আগুয়াই কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৬৬১ ৩/১০/৭৯	গ্রামঃ আ্গুয়াই, ইউপিঃ হবিবপুর, পোঃ কাদিরগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
১২৫	লামারচর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৭৬৩ ১৮/১০/৬৯	গ্রামঃ মির্জাকান্দা , ইউপিঃ বাহাড়া, পোঃ আজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
১২৬	পূর্ব ইয়ারাবাদ কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৬৫৭ ২৫/৯/৭৯	গ্রামঃ ইয়ারাবাদ, ইউপিঃশাল্লা, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১২৭	বাহাড়া বড়হাটি কৃষি সমবায়	৮৭৭	গ্রামঃ বাহাড়া ইউপিঃবাহাড়া , পোঃ	ঐ

ক্রমিক নং	সমিতির নাম	নিবন্ধন নং ও তারিখ	সমিতির ঠিকানা	কার্যকর/ অকার্যকর
	সঃ লিঃ	৮/১/৮০	ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	
১২৮	চিব্বিশাখালী হাটি কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৭২৪ ৩০/১০/৭৯	গ্রামঃ চব্বিশা ইউপিঃশাল্লা পোঃঘুঙ্গিয়ারগাঁও , শাল্লা	ঐ
১২৯	উত্তর শরীফপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৮০৮ ২২/১১/৭৯	গ্রামঃ শরীফপুর , ইউপিঃ আটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
১৩০	রামপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১২৩৩ ২৫/১১/৭২	গ্রামঃ রামপুর, ইউপিঃবাহাড়া , পোঃঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৩১	খালেকপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৯৭৩ ১১/৩/৮০	গ্রামঃ খালেকপুর , ইউপিঃশাল্লা, পোঃ শ্রীহাইল, শাল্লা	ঐ
১৩২	কলিমপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৩২২ ১৩/১২/৮০	গ্রামঃ কলিমপুর, ইউপিঃ বাহাড়া, পোঃ পাহাড়পুর, শাল্লা	ঐ
১৩৩	ঘুঙ্গিয়ারগাঁও কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৯৩৪ ৬/২/৮০	গ্রামঃঘুঙ্গিয়ারগাঁও ,ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৩৪	বড় আব্দা কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	২০৩৬ ৬/২/৮২	গ্রামঃ বড় আব্দা, ইউপিঃশাল্লা , পোঃশ্রীহাইল শাল্লা	ঐ
১৩৫	বড়গাঁও কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৭০৪ ২১/৭/৮০	গ্রামঃ বড়গাঁও,ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
১৩৬	বাগেরহাটি কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৮০৯	গ্রামঃ বাগেরহাটি,ইউপিঃবাহাড়া, পোঃঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৩৭	মামুদনগর শ্যামলী কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৩৪২ ১৩/১২/৮০	গ্রামঃ মামুদনগর, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রপুর, শাল্লা	ঐ
১৩৮	সুখলাইন প্রগতি কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১২৫০ ২২/১০/৮০	গ্রামঃ সুখলাইন, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
১৩৯	শ্রীহাইল পশ্চিম হাটি কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৩১১ ৬/১২/৮০	গ্রামঃ শ্রীহাইল, ইউপিঃ শাল্লা, পোঃশ্রীহাইল, শাল্লা	ঐ
১৪০	পোড়ারগাঁও পূর্বহাটি কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৬৯৭	গ্রামঃ পোড়ারগাঁও,ইউপিঃবাহাড়া , পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
১৪১	ভাটি দৌলতপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৭৩০ ৪/৯/৮১	গ্রামঃদৌলতপু, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	অকার্যকর
১৪২	মহেশপুর (চাকুয়া) কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৭০০ ২১/৭/৮১	গ্রামঃ চাকুয়া, ইউপিঃ হবিবপুর, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	কার্যকর
১৪৩	মহনখল্লী কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১১৮০ ৪/১০/৮০	গ্রামঃ মহনখল্লী, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	কার্যকর
১৪৪	যাত্রাপুর অগ্রণী কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	২২৯৮ ২১/৯/৭৪	গ্রামঃ যাত্রাপুর, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৪৫	ভাটগাঁও নয়াবস্তি কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১০৭৯ ৮/৭/৮০	গ্রামঃ ভাটগাঁও,ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৪৬	উত্তর ভাটিগাঁও কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	২০৩৪	গ্রামঃ ভাটগাঁও,ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৪৭	খলাপাড়া কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৮০৭ ৩/১২/৮১	গ্রামঃ খলাপাড়া ,ইউপিঃহবিবপুর, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৪৮	রামপুর পূর্বহাটি কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৮০৮ ৩/১২/৮১	গ্রামঃ রামপুর, ইউপিঃহবিবপুর, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৪৯	নারায়নপুর চৌপাড়া কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৩ ১১/১/৮৩	গ্রামঃ নারায়নপুর, ইউপিঃ হবিবপুর, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৫০	কাশীপুর নয়াহাটি কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৮১২ ৩/১২/৮১	গ্রামঃ কাশীপুর , ইউপিঃ হবিবপুর, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৫১	নিজগাঁও পূর্বহাটি কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৮১৩ ৪/১২/৮১	গ্রামঃ নিজগাঁও, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ

ক্রমিক নং	সমিতির নাম	নিবন্ধন নং ও তারিখ	সমিতির ঠিকানা	কার্যকর/ অকার্যকর
১৫২	কার্তিকপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৯৫৯ ১১/১২/৮১	গ্রামঃ কার্তিকপুর, ইউপিঃশাল্লা, পোঃআজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
১৫৩	শশারকান্দা দঃ পাড়া কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	২০১০	গ্রামঃ শশারকন্দা, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
১৫৪	কাশীপুর মুসলিমহাটি কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	২৩৭৮ ২৭/১২/৮২	গ্রামঃ কাশীপুর , ইউপিঃ হবিবপুর, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৫৫	রুপসা মধ্যপাড়া কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	২২৯২ ১৫/১০/৮২	গ্রামঃ রুপসা , ইউপিঃ বাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৫৬	দক্ষিণ পুটকা কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	২ ১১/১/৮৩	গ্রামঃ পুটকা, ইউপিঃ হবিবপুর, পোঃকাদিরগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
১৫৭	উত্তর ইছাকপুর কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৭৮ ৩/২/৮৩	গ্রামঃ ইছাকপুর, ইউপিঃশাল্লা, পোঃ আজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
১৫৮	বিথংগল (সরস) কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১/১১/৮৩	গ্রামঃ সরসপুর, ইউপিঃ হবিবপুর, পোঃ কাদিরগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
১৫৯	বাহাড়া বাজার হাটি কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৪৫ ২৫/১/৮৩	গ্রামঃ বাহাড়া, ইউপিঃ বাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৬০	হরিপুর উত্তরপাড়া কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	২২৮৫ ২৫/১০/৮২	গ্রামঃ হরিপুর, ইউপিঃ বাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৬১	২নংবাহাড়া বড়হাটি কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	৪৬ ২৫/৩/৮৩	গ্রামঃ বাহাড়া, ইউপিঃ বাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	কার্যকর
১৬২	সাউদেরশ্রী কদমতলী কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	২২১৩ ১৩/৮/৮২	গ্রামঃ সাউদেরশ্রী, ইউপিঃ হবিবপুর, পোঃ কাদিরগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
১৬৩	উত্তর আন্দা কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	২২৮৭ ২৫/১০/৮২	গ্রামঃ বড় আন্দা, ইউপিঃ শাল্লা, পোঃ শ্রীহাইল, শাল্লা	ঐ
১৬৪	কার্তিকপুর দঃ পাড়া কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	২২৯০ ২৫/১০/৮২	গ্রামঃ কার্তিকপুর, ইউপিঃ শাল্লা, পোঃ শ্রীহাইল, শাল্লা	ঐ
১৬৫	সাউদেরশ্রী নয়া হাটি কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	২২৮৬	গ্রামঃ সাউদেরশ্রী, ইউপিঃ হবিবপুর, পোঃ কাদিরগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
১৬৬	খেরুয়ালা কৃষি সমবায় সঃ লিঃ	১৯৫ ১২/৫/৭৮	গ্রামঃ খেরুয়ালা, ইউপিঃ শাল্লা, পোঃ শ্রীহাইল, শাল্লা	ঐ
১৬৭	শাল্লা উপজেলা কেন্দ্রীয় বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	৪০ ৪/৬/২০০১	পল্লীজিবীকায়ন ভবন শাল্লা	ঐ
১৬৮	মুক্তারপুর নয়া হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	৪৬১ ১৮/৪/০১	গ্রামঃ মুক্তারপুর, ইউপিঃ বাহাড়া, পোঃঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	অকার্যকর
১৬৯	মুক্তারপুর পশ্চিম হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	৪৬২ ১৮/৪/০১	গ্রামঃ মুক্তারপুর, ইউপিঃ বাহাড়া, পোঃঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৭০	বাহাড়া মধ্যহাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	৪৬৩ ১৮/৪/০১	গ্রামঃ বাহাড়া, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৭১	বাহাড়া বড় হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	৪৬৯ ৩০/৪/০১	গ্রামঃ বাহাড়া, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৭২	মামুদনগর বাগেরহাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	৪৭১ ৩০/৪/০১	গ্রামঃ মামুদনগর , ইউপিঃ আটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
১৭৩	মুক্তারপুর শেখ হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	৪৭২ ৩০/৪/০১	গ্রামঃ মুক্তারপুর, ইউপিঃ বাহাড়া, পোঃঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৭৪	দক্ষিণ সুলতানপুর মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	৪৭৩ ৩০/৪/০১	গ্রামঃসুলতানপুর, ইউপিঃ বাহাড়া, পোঃঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৭৫	মেঘনা পাড়া মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	৪৭৪ ৩০/৪/০১	গ্রামঃমেঘনা পাড়া , ইউপিঃ বাহাড়া, পোঃঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৭৬	মুক্তারপুর মধ্যহাটি মহিলা	৪৭৫	গ্রামঃ মুক্তারপুর, ইউপিঃ বাহাড়া,	ঐ

ক্রমিক নং	সমিতির নাম	নিবন্ধন নং ও তারিখ	সমিতির ঠিকানা	কার্যকর/ অকার্যকর
	বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	৩০/৪/০১	পোঃঘুঙ্জিয়ারগাঁও, শাল্লা	
১৭৭	মান্তিপুর মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	৪৭৬ ৩০/৪/০১	গ্রামঃ শান্তিপুর, ইউপিঃ বাহাড়া, পোঃঘুঙ্জিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৭৮	কান্দিগাঁও নয়াহাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	০১ ২৬/৮/০১	গ্রামঃ কান্দিগাঁও , ইউপিঃশাল্লা, পোঃ ঘুঙ্জিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৭৯	চব্বিশা দঃ হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	০২ ২৬/৮/০১	গ্রামঃ চব্বিশা , ইউপিঃশাল্লা, পোঃ ঘুঙ্জিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৮০	সুলতানপুর উত্তর মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	০৩ ২৬/৮/০১	গ্রামঃসুলতানপুর, ইউপিঃ বাহাড়া, পোঃঘুঙ্জিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৮১	আনন্দপুর উত্তর হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	০৯ ৬/১১/০১	গ্রামঃ আনন্দপুর, ইউপিঃহবিবপুর, পোঃ আনন্দপুর, শাল্লা	অকার্যকর
১৮২	হরিনগর দঃ হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	১১ ৬/১১/০১	গ্রামঃ হরিনগর, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ আনন্দপুর, শাল্লা	ঐ
১৮৩	আনন্দপুর দঃ হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	১৩ ৬/১১/০১	গ্রামঃ আনন্দপুর, ইউপিঃহবিবপুর, পোঃ আনন্দপুর, শাল্লা	ঐ
১৮৪	আনন্দপুর বড়হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	১৪ ৬/১১/০১	গ্রামঃ আনন্দপুর, ইউপিঃহবিবপুর, পোঃ আনন্দপুর, শাল্লা	ঐ
১৮৫	আনন্দপুর পাটনি হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ		গ্রামঃ আনন্দপুর, ইউপিঃহবিবপুর, পোঃ আনন্দপুর, শাল্লা	ঐ
১৮৬	ডুমরা পূর্বহাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	০১ ১৬/১/০৫	গ্রামঃ ডুমরা , ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্জিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৮৭	রৌয়া বড় হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	০২ ১৬/১/০৫	গ্রামঃ রৌয়া, ইউপিঃশাল্লা, পোঃ শ্রীহাইল, শাল্লা	ঐ
১৮৮	রৌয়া ছোট হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	০৩ ১৬/১/০৫	গ্রামঃ রৌয়া, ইউপিঃশাল্লা, পোঃ শ্রীহাইল, শাল্লা	ঐ
১৮৯	মেঘনা পাড়া বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	০৪ ১৬/১/০৫	গ্রামঃ মেঘনাপাড়া , ইউপিঃবাহাড়া, পোঃঘুঙ্জিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৯০	ঘুঙ্জিয়ারগাঁও বাজার মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	০৫ ১৬/১/০৫	গ্রামঃ ঘুঙ্জিয়ারগাঁও, ইউপিঃ বাহাড়া, পোঃঘুঙ্জিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৯১	শাশার কান্দা দাশ হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	০৬ ১৬/১/০৫	গ্রামঃ শাশার কান্দা, ইউপিঃ আটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রপুর, শাল্লা	ঐ
১৯২	শাশার কান্দা উত্তর হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	০৭ ১৬/১/০৫	গ্রামঃ শাশার কান্দা, ইউপিঃ আটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
১৯৩	ডুমরা পশ্চিম হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	০৮ ১৬/১/০৫	গ্রামঃ ডুমরা , ইউপিঃ বাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্জিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৯৪	রামপুর পূর্ব হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	০৯ ১৬/১/০৫	গ্রামঃ রামপুর , ইউপিঃহবিবপুর, পোঃআনন্দপুর, শাল্লা	ঐ
১৯৫	মনুয়া বড় হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	১০ ১৬/১/০৫	গ্রামঃমনুয়া, ইউপিঃশাল্লা, পোঃআজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
১৯৬	চব্বিশা উত্তর হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	১১ ১৬/১/০৫	গ্রামঃচব্বিশা , ইউপিঃশাল্লা, পোঃআজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
১৯৭	শাসখাই নয়া হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	১২ ২২/১/০৫	গ্রামঃ শাসখাই ইউপিঃহবিবপুর পোঃ কাদিরগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
১৯৮	নাইন্দা মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	১৩ ২২/১/০৫	গ্রামঃ নাইন্দা, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্জিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
১৯৯	ভাটি যাত্রাপুর মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	১৪ ২২/১/০৫	গ্রামঃ ভাটিযাত্রাপুর ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্জিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
২০০	রৌয়া নয়াহাটি মহিলা বিত্তহীন	১৫	গ্রামঃ রৌয়া, ইউপিঃশাল্লা, পোঃ শ্রীহাইল,	ঐ

ক্রমিক নং	সমিতির নাম	নিবন্ধন নং ও তারিখ	সমিতির ঠিকানা	কার্যকর/ অকার্যকর
	সমবায় সঃ লিঃ	২/১১/০৫	শাল্লা	
২০১	নাসিরপুর মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	১৬ ২/১১/০৫	গ্রামঃ নাসিরপুর, ইউপিঃশাল্লা, পোঃ শ্রীহাইল, শাল্লা	ঐ
২০২	মনুয়া মধ্য হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	১৮ ২/১১/০৫	গ্রামঃমনুয়া, ইউপিঃশাল্লা, পোঃআজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	অকার্যকর
২০৩	গোবিন্দপুর মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	১৯ ১১/৬/০৬	গ্রামঃ গোবিন্দপুর, ইউপিঃশাল্লা, পোঃ শ্রীহাইল, শাল্লা	ঐ
২০৪	শাশার কান্দা হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	২০ ১১/৬/০৬	গ্রামঃ শাশার কান্দা, ইউপিঃ হবিবপুর, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
২০৫	গঙ্গানগর মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	২১ ১১/৬/০৬	গ্রামঃ গঙ্গানগর, ইউপিঃ হবিবপুর, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
২০৬	মুক্তারপুর কান্দা হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	৪৬৭ ৩০/৪/০১	গ্রামঃমুক্তারপুর, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
২০৭	কান্দিগাঁও মসজিদ হিটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	৪৬৮ ২৬/৮/০১	গ্রামঃ কান্দিগাঁও, ইউপিঃ শাল্লা, পোঃ আজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
২০৮	মুক্তারপুর বড় হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	৪৭০ ৩০/৪/০১	গ্রামঃমুক্তারপুর, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
২০৯	কান্দিগাঁও মধ্য হিটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	০১ ২৬/৮/০১	গ্রামঃ কান্দিগাঁও, ইউপিঃ শাল্লা, পোঃ আজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
২১০	সহদেবপুর পাশা পাড়া বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	০৫ ২৬/৮/০১	গ্রামঃ সহদেবপাশা , ইউপিঃশাল্লা, পোঃ আজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
২১১	ডুমরাবড় হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	০৬ ৬/১১/০১	গ্রামঃ ডুমরা , ইউপিঃ বাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
২১২	ঘুঙ্গিয়ারগাঁও বড়হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	০৭ ৬/১১/০১	গ্রামঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও,ইউপিঃ বাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
২১৩	মামুদনগর বড়হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	০৮ ৬/১১/০১	গ্রামঃ মামুদনগর, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
২১৪	আনন্দপুর মধ্যহাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	১০ ৬/১১/০১	গ্রামঃ আনন্দপুর, ইউপিঃহবিবপুর, পোঃ আনন্দপুর, শাল্লা	ঐ
২১৫	হরিনগর বড়হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	১২ ৬/১১/০১	গ্রামঃ হরিনগরর, ইউপিঃহবিবপুর, পোঃ আনন্দপুর, শাল্লা	ঐ
২১৬	সুখলাইন মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	১৭ ২/১১/০৫	গ্রামঃ সুখলাইন, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ ঘুঙ্গিয়ারগাঁও, শাল্লা	ঐ
২১৭	সহদেব পাশা মসজিদ হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	৭৬ ২৩/৪/০৮	গ্রামঃ সহদেবপাশা , ইউপিঃশাল্লা, পোঃ আজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
২১৮	সহদেব পাশা বড় হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ	৭৫ ২৩/৪/০৮	গ্রামঃ সহদেবপাশা , ইউপিঃশাল্লা, পোঃ আজমিরীগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
২১৯	প্রতাপপুর দঃ নয়াহাটি বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ		গ্রামঃ প্রতাপপুর, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃপাহাড়পুর, শাল্লা	ঐ
২২০	শশারকান্দা ফরিদপুর হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ		গ্রামঃ শশারকান্দা, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	ঐ
২২১	মামুদনগর বিথঙ্গাল হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ		গ্রামঃ মামুদনগর, ইউপিঃআটগাঁও, পোঃ-ব্রজেন্দ্রগঞ্জ, শাল্লা	অকার্যকর
২২২	শিবপুর মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ		গ্রামঃ শিবপুর , ইউপিঃবাহাড়া, পোঃ আনন্দপুর, শাল্লা	ঐ
২২৩	প্রতাপপুর বড়হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ		গ্রামঃ প্রতাপপুর, ইউপিঃবাহাড়া, পোঃপাহাড়পুর, শাল্লা	ঐ
২২৪	আনন্দপুর বাজার হাটি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সঃ লিঃ		গ্রামঃ আনন্দটুর,ইউপিঃহবিবপুর, পোঃআনন্দপুর, শাল্লা	ঐ

সংযুক্তি ১৫

শাল্লা উপজেলার জনপ্রতিধিদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	গনেন্দ্র চন্দ্র সরকার	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শাল্লা	০১৭১৬৭০০৮২২
২	মাহবুব সোবহানী চৌধুরী	ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শাল্লা	০১৭১২৯২৯২৩৬
৩	মোসাঃ রিজিয়া বেগম	মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শাল্লা	
৪	জুনেদ মনির প্রদীপ	চেয়ারম্যান, আটগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১০৫৪৩৮৫
৫	সুবল চন্দ্র দাস	চেয়ারম্যান, হবিবপুর ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৪৯৩০৩৯৪
৬	মোঃ জাকির হোসেন	চেয়ারম্যান, বাহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৮৩৭৬৫১৩
৭	আবুল লেইছ চৌধুরী	চেয়ারম্যান, শাল্লা ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১১১৫৬৩৭২

সংযুক্তি ১৬

শাল্লা উপজেলার ওয়ার্ডভিত্তিক ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা

ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নম্বর	আটগাঁও ইউনিয়ন		বাহাড়া ইউনিয়ন		হবিবপুর ইউনিয়ন		শাল্লা ইউনিয়ন	
		মোট কৃষকের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা	মোট কৃষকের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা	মোট কৃষকের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা	মোট কৃষকের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা
১.	১ নং ওয়ার্ড	৪৩৫	১১২	৭০১	৩২০	৭৭৫	৩৭৬	৬০৫	২৭৫
২.	২ নং ওয়ার্ড	৫৭৫	২১৭	৬৯২	৩৪৫	৮৪২	৫১৭	৫৯৫	১৮০
৩.	৩ নং ওয়ার্ড	৩৮২	৯৭	৮১৪	৫২০	৩৭৫	১১৫	৬২৫	৩২০
৪.	৪ নং ওয়ার্ড	৬৮২	২৯২	৯৭২	৬৭৮	৭৮০	৩৪০	৫৭৫	১৮৫
৫.	৫ নং ওয়ার্ড	৩৮৯	১৭০	৪৩৫	২২৫	৫২০	১৪৫	৪৮০	১৪০
৬.	৬ নং ওয়ার্ড	৪২০	১২৯	৫৮০	৩৮৪	৬৭৯	২২৫	৩৯২	১১৭
৭.	৭ নং ওয়ার্ড	৪৭৯	২০২	৬৮২	২৮৮	৮৭২	৩২০	৭৭৯	৩৮২
৮.	৮ নং ওয়ার্ড	৩৩৬	১০৮	৫৭৯	১৯৭	৬৭২	২৮১	৬৭০	১৭২
৯.	৯ নং ওয়ার্ড	৩৩০	৭৫	৪৩২	১১৫	৭৮১	২৮৭	৬৮২	২৮৭
	মোট	**৪০২৮**	**১৪০২**	**৫৮৮৭**	**৩০৭২**	**৬২৯৬**	**২৬০৬**	**৫৪০৩**	**২০৫৮**

তথ্যের উৎসঃ উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ (ইউনিয়নভিত্তিক), শাল্লা, সুনামগঞ্জ

সংযুক্তি ১৭

শাল্লা'য় ভার্ড-এর উদ্যোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ভার্ড-এর উদ্যোগে কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি-২)-এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় ০৩ মার্চ, ২০১৪ রোজ সোমবার সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় শাল্লা উপজেলা পরিষদের হলরুমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনাব এম, এম, মহিউদ্দিন কবীর মাহিন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শাল্লা এবং মূখ্য সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন মোঃ ফজলুল হক, মাস্টার ট্রেইনার, ডিএম প্ল্যান প্রজেক্ট, ভার্ড। কর্মশালায় শাল্লা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মোট ৩৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

জনাব সমীর রঞ্জন বড়াল, সহকারি পরিচালক (এফও), ভার্ড, তার স্বাগত বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এছাড়া তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প এবং কর্মশালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক সেশন পরিচালনা করেন মোঃ ফজলুল হক, মাস্টার ট্রেইনার, ডিএম প্ল্যান প্রজেক্ট, ভার্ড। উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দের কার্যকরী অংশগ্রহণের ফলে কর্মশালা প্রাঞ্জল ও প্রণবন্ত হয়ে ওঠে। উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। উম্মুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থা থেকে আগত প্রতিনিধিগণ তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। তারা তাদের মতামদের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন যা সুনামগঞ্জের প্রেক্ষাপটে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণে কর্যকরী ভূমিকা রাখবে। কর্মশালায় তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান মতামত পাওয়া যায় যা নিম্নরূপঃ

- মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢল দারাইন নদী দিয়ে প্রবেশ করে মূলতঃ শাল্লায় আগাম বন্যার সৃষ্টি করে। এতে ঐ এলাকার বিভিন্ন হাওরের বোরো ফসল নষ্ট হয়। এছাড়া, পলি পড়ে দারাইন নদী ভরাট হয়ে গিয়েছে। এজন্য দারাইন নদী ড্রেজিং করা প্রয়োজন।
- আগাম বন্যার হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য দ্রুত ফসল কেটে বাহনের অভাবে নিয়ে আসা যায় না। এতে কাটা ফসল পানিতে নষ্ট হয়। এক্ষেত্রে ট্রাক্টরের ব্যবস্থা করা গেলে সবখান থেকে ধান আনা নেয়া যাবে।

কর্মশালার সভাপতি জনাব এম, এম, মহিউদ্দিন কবীর মাহিন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শাল্লা, তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন যে, আগাম বন্যা ও খরা এই অঞ্চলের প্রধান দুর্যোগ। তিনি বলেন, শাল্লার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ করে রাস্তাঘাট নেই বললেই চলে। তাই এ উপজেলার রাস্তাঘাট তৈরি করা দরকার। তিনি কমিউনিটি টয়লেট স্থাপন, কাটাখালিতে স্লুইজ গেট নির্মাণ এবং মাটির কেল্লা তৈরির উপর গুরুত্বারোপ করেন। শাল্লা উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, ভার্ড ও সিডিএমপি'কে ধন্যবাদ জানান এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এ উপজেলার দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীঃ

মোঃ ফজলুল হক
মাস্টার ট্রেইনার
ডিএম প্ল্যান প্রজেক্ট
ভার্ড
তারিখঃ ০৩/০৩/২০১৪

THURSDAY | 6 MARCH 2014 | DHAKA
TRUE AND IMPARTIAL
daily sun

Workshop on disaster management held

A CORRESPONDENT

SUNAMGANJ: A workshop on disaster management planning was held recently at the hall room of Sulla Upazila Parishad under Sulla upazila of Sunamganj district.

Voluntary Association for Rural Development (VARD), a development organization, organised the workshop under Disaster Management (DM) Plan Project being funded by the Comprehensive Disaster Management Programme (CDMP II).

The workshop was presided over by Sulla Upazila Nirbahi Officer (UNO) M M Mahiuddin Kabir Mahin while it was moderated by VARD-DM Plan Project master trainer Md Fazlul Haque. A total of 36 participants of Sulla UZDMC were present on the occasion.

VARD assistant director (field operation) Samir Ranjan Baral delivered the welcome address. In his address, he explained the goal and objectives of the DM Plan Project and that of the workshop.

The session became lively as well as exuberant due to active participation of the UZDMC members. The disaster management plan format was created based on the opinion of the participants.

At the open discussion session, participants coming from different institutions of GO and NGO shared their experience and expressed their opinion in preparing the disaster management plan which will be helpful to mitigate the risk of disaster in Sunamganj district.

In his closing speech, Sulla UNO M M Mahiuddin Kabir Mahin said, "Main hazard in the area is flash flood and drought. As the communication system in the upazila is very poor, the low-lying roads need to be constructed."

He stressed on installation of community toilets and construction of sluice gate at Katakhali.

Finally, the UNO expressed thanks to UpDMC members, CDMP and VARD for preparing the disaster management plan. He also hoped that the plan would play a vital role in disaster risk reduction.

SUN PHOTO

A session of the workshop is progressing.

সর্বাধিক প্রচারিত সুনামগঞ্জ জেলার একমাত্র নিয়মিত সাপ্তাহিক

সুনামকণ্ঠ

মঙ্গলবার, ১১ মার্চ ২০১৪, ২৭ ফাল্গুন ১৪২০, ৯ জমা. আউয়াল ১৪৩৫

আলোচনা সভায় মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দ -সুনামকণ্ঠ

শাল্লায় ভার্ডের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে কর্মশালা

ভার্ড-এর উদ্যোগে কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি-২)-এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় ৩ মার্চ সোমবার সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় শাল্লা উপজেলা পরিষদের হলরুমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন এম.এম. মহিউদ্দিন কবীর মাহিন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শাল্লা। কর্মশালায় মূখ্য সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন মো. ফজলুল হক, মাস্টার ট্রেইনার, পৃ. ২ কলাম ৪

শাল্লায় ভার্ডের

ডিএম প্ল্যান প্রজেক্ট, ভার্ড। কর্মশালায় শাল্লা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মোট ৩৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সমীর রঞ্জন বড়াল, সহকারি পরিচালক (এফও), ভার্ড তার স্বাগত বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এছাড়া, তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প এবং কর্মশালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক সেশন পরিচালনা করেন মো. ফজলুল হক, মাস্টার ট্রেইনার, ডিএম প্ল্যান প্রজেক্ট, ভার্ড। কর্মশালার সভাপতি এম. এম. মহিউদ্দিন কবীর মাহিন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শাল্লা, তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন যে, আগাম বন্যা ও খরা এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। তিনি বলেন, শাল্লার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ করে রাস্তাঘাট নেই বললেই চলে। তাই এ উপজেলায় রাস্তাঘাট তৈরি করা দরকার। তিনি কমিউনিটি টয়লেট স্থাপন, কাটাখালিতে স্লুইজ গেট নির্মাণ এবং মাটির কেল্লা তৈরির উপর গুরুত্বারোপ করেন। শাল্লা উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, ভার্ড ও সিডিএমপি'কে ধন্যবাদ জানান এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এ উপজেলার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

যায়যায়দিন
বুধবার, ৫ মার্চ ২০১৪

শাল্লায় কর্মশালা

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি

সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলা পরিষদের হলরুমে ভার্ডর উদ্যোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা প্রণয়নবিষয়ক কর্মশালা সোমবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এমএম মহিউদ্দিন কবীর মাহিন। এতে ভার্ডের সহকারী পরিচালক (এফও) সমীর রঞ্জন বড়াল ও মাস্টার ট্রেইনার মো. ফজলুল হক উপস্থিত ছিলেন।

শাল্লায় ভার্ড-এর উদ্যোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বৈধকরণ সভা অনুষ্ঠিত

ভার্ড-এর উদ্যোগে কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি-২)-এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় ২ জুন, ২০১৪ রোজ সোমবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় শাল্লা উপজেলা পরিষদের হলরুমে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, শাল্লা-এর অংশগ্রহণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বৈধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব গণেন্দ্র চন্দ্র সরকার, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শাল্লা, সুনামগঞ্জ এবং মূখ্য সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন মোঃ ফজলুল হক, মাস্টার ট্রেইনার, ডিএম প্ল্যান প্রজেক্ট, ভার্ড। সভায় শাল্লা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মোট ৩০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

জনাব সমীর রঞ্জন বড়াল, সহকারি পরিচালক (এফও), ভার্ড, তার স্বাগত বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এছাড়া, তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প এবং সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

শাল্লা উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিষয়ক সেশন পরিচালনা করেন মোঃ ফজলুল হক, মাস্টার ট্রেইনার, ডিএম প্ল্যান প্রজেক্ট, ভার্ড। উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দের কার্যকরী মতামতের ভিত্তিতে পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সংযোজন বিয়োজনের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। উন্মুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থা থেকে আগত প্রতিনিধিগণ তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।

সভায় সভাপতি জনাব গণেন্দ্র চন্দ্র সরকার, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শাল্লা, সুনামগঞ্জ তার সমাপনী বক্তব্যে শাল্লা উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, ভার্ড ও সিডিএমপি'কে ধন্যবাদ জানান এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ইহা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীঃ

মোঃ ফজলুল হক
মাস্টার ট্রেইনার
ডিএম প্ল্যান প্রজেক্ট, ভার্ড
তারিখঃ ০২/০৬/২০১৪

সর্বাধিক প্রচারিত সুনামগঞ্জ জেলার একমাত্র নিয়মিত সাপ্তাহিক
সুনামকণ্ঠ
॥ www.sunamkantha.com ॥
সুনামগঞ্জ, মঙ্গলবার
২২ জুলাই ২০১৪
৭ শ্রাবণ ১৪২১
২৪ রমজান ১৪৩৫
বর্ষ ১৪ সংখ্যা ০২
রেজিঃ নং-চ-৩৭৮

শাল্লায় ভার্ডের উদ্যোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত

ভার্ড-এর উদ্যোগে কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি-২)-এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় গত ২ জুন সকালে শাল্লা উপজেলা পরিষদের হলরুমে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, শাল্লা-এর অংশগ্রহণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন শাল্লা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান গণেন্দ্র চন্দ্র সরকার। মুখ্য সঞ্চালক ছিলেন ভার্ড, ডিএম প্ল্যান প্রজেক্টের মাস্টার ট্রেইনার ছিলেন মো. ফজলুল হক। সভায় শাল্লা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মোট ৩০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ভার্ডের সহকারী পরিচালক পৃ. ২ কলাম ৪

শাল্লায় ভার্ডের উদ্যোগে

(এফও) সমীর রঞ্জন বড়াল তার স্বাগত বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এছাড়া, তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প এবং সভারর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। শাল্লা উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিষয়ক সেশন পরিচালনা করেন মাস্টার ট্রেইনার মো. ফজলুল হক। উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দের কার্যকরী মতামতের ভিত্তিতে পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সংযোজন বিয়োজনের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। উন্মুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা থেকে আগত প্রতিনিধিগণ তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। সভায় সভাপতি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান গণেন্দ্র চন্দ্র সরকার তার সমাপনী বক্তব্যে শাল্লা উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করায় শাল্লা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, ভার্ড ও সিডিএমপি'কে ধন্যবাদ জানান এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এটি দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি মতপ্রকাশ করেন। তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রেসবিজ্ঞপ্তি

সমন্বয়ে

VARD ভলান্টারী এসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ভার্ড)

বাড়ি নং – ৫৫৪ (৪র্থ ও ৬ষ্ট তলা), সড়ক নং- ০৯
বাইতুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর।
পি,ও, বক্স নং- ১০০৫৯,(মোহাম্মদপুর), ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৮ ০২ ৯১৩৩৫৯০, ৯১২৪৪১০, ফ্যাক্সঃ ৮৮ ০২ ৯১২৫২১৫
ই-মেইলঃ vardho@vardbd.org, ওয়েবঃ www.vardbd.org